উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩০ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 13 May 2024 Monday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

কেজরির ১০ গ্যারান্টি

নয়ের পাতায়

হার্দিকের নিশানায় রোহিত, সূর্যরা

তেরোর পাতায়

উত্তপ্ত সন্দেশখালি

মিথ্যা মামলার অভিযোগ তুলে রবিবার সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ দেখান বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র সহ নেতা-কর্মীরা। তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর সামনেই এক তৃণমূল কর্মীকে মারধর করা হয়।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

কপ্টারে তল্লাশি

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানোর অভিযোগ। সমস্তিপুর এবং মুজফফরপুরে প্রচারে গিয়েছিলেন খাড়গে। সেখানে নির্বাচন কমিশনের তরফে তল্লাশি চালানো হয়।

বিস্তারিত আটের পাতায়

২৯ বার এভারেস্টে

নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন নেপালের পর্বতারোহী কামি রীতা শেরপা। রবিবার বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন তিনি। এই নিয়ে ২৯ বার এভারেস্টে পা রাখলেন কামি।

বিস্তারিত আটের পাতায়

বালাসনে বিমলের ছেলের ক্র্যাশার

রণজিৎ ঘোষ

শিসাবাড়ি (মাটিগাড়া), ১২ মে : ফের ক্র্যাশার বসছে মাটিগাড়ায়। বালাসনের চরে ক্র্যাশার বসানোর জন্য সমস্ত মেশিনপত্র ইতিমধ্যেই আনা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রেই খবর, র‍্যাশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিমল রায় তাঁর ছেলের নামে ওই ক্র্যাশার বসাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নদীর চরে কীভাবে ক্র্যাশার বসছে?

শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকেই বেআইনি ক্র্যাশারের রমরমা কারবার চলছে। এরমধ্যে আরও একটি ক্র্যাশার বসানোর ঘটনায় মাটিগাড়ায় প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়েছে। বিমল বলছেন, 'সমস্ত অনুমতি নিয়েই ক্র্যাশার বসানো হচ্ছে।' দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক অপর্ণা মণ্ডলের যুক্তি, 'এমন কোনও খবর আমার কাছে নেই। খোঁজ নেব।' প্রশাসনের জানা নেই দাবি করলেও ইতিমধ্যে সেখানে ক্র্যাশারের সমস্ত মেশিনপত্র এসে গিয়েছে।

শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে র‍্যাশন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। চা বাগানের নন-ওয়ার্কার খাতে লক্ষাধিক ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড বানিয়ে ২০০৬ সাল থেকেই পুকুরচুরি চলছিল। প্রতি মাসে সরকারি ভরতুকিতে গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ খাদ্যপণ্য সরাসরি খোলা

এরপর বারোর পাতায়

সদলবলে।। খাবারের খোঁজে কলাবাড়ির জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে ৭০টি হাতির পাল। ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর। খবর তিনের পাতায়

চতুর্থ দফায় ৯৬ আসনে ভোট

- সোমবার দেশের ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট
- বাংলায় অগ্নিপরীক্ষার তালিকায় আছেন দুই তারকা প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ও শতাব্দী রায়
- গত ভোটে রক্তাক্ত হয়েছিল বহরমপুর, এবার সেখানে আশঙ্কা নিয়েই ভোটগ্রহণ

আজ অধীর, মহুয়ার অগ্নিপরীক্ষা

নিউজ ব্যুরো

১২ মে : দাদা কি জিতবেন? বহরমপুরের দাদা? দিদি কি ফের লোকসভায় যেতে পারবেন? কৃষ্ণনগরের দিদি? আজ যে তাঁদের ভাগ্যপরীক্ষা। চতুর্থ দফা ভোটে এই দুই কেন্দ্রের পাশাপাশি গোটা বাংলার নজর থাকবে বর্ধমান-দুর্গাপুরে। সেখানে অস্তিত্বের লড়াই দিলীপ ঘোষের। বিজেপিতে তাঁর রাজ্য সভাপতি ও সর্বভারতীয় সহ সভাপতির পদ আগেই গিয়েছে। এখন সাংসদ তকমা খোয়ালে রাজনীতিতে তাঁর অস্তিত্ব সংকটে। কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী ও তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রেরও তাই।

অপ্রতিরোধ্য বলে এতদিনের খ্যাতি ধরে রাখা অধীরের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাঁর পাকা ধানে মই দিতে প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে এই কেন্দ্রে লড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। কৃষ্ণনগরে আজ ভোটাররা ঠিক করে দেবেন বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া আর লোকসভায় ফিরতে পারেন কি না। কট্টর মোদিবিরোধী এই নেত্রীকে হারাতে জান লড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপি। দল খড়্গপুর থেকে সরিয়ে দেওয়ায় বর্ধমান-দুর্গাপুরে কার্যত দিলীপ অগ্নিপরীক্ষার মুখে।

আগের তিন দফায় ভোটের হার কম বলে সারা দেশে উৎকণ্ঠা ছিল শাসক ও বিরোধী, উভয় শিবিরে। আশা এবং উৎকণ্ঠার এই দোলাচলকে সঙ্গী করেই সোমবার দেশের ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ৯৬টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এর মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রের ২৫টি, তেলেঙ্গানার ১৭টি, বিহারের ৫টি, ঝাড়খণ্ডের ৪টি, মধ্যপ্রদেশের ৮টি, মহারাষ্ট্রের ১১টি, ওডিশার ৪টি, উত্তরপ্রদেশের ১৩টি ও জম্মু ও কাশ্মীরের ১টি আসন রয়েছে।

বহরমপুর, কৃষ্ণনগর ও বর্ধমান-দুর্গাপুর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে আরও ৮টি আসন- রানাঘাট, বর্ধমান-পূর্ব, আসানসোল, বোলপুর ও বীরভূম। একইদিনে অন্ধ্রের ১৭৫ আসনের বিধানসভা ভোট। ওডিশার ২৮টি বিধানসভা আসনেও ভোট আজ। বাংলায় অগ্নিপরীক্ষার তালিকায় আছেন দুই তারকা প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা (আসানসোল) ও শতাব্দী রায়। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের (কনৌজ) ভাগ্য নির্ধারণও সোমবারের ভোটে।

গত ভোটে রক্তাক্ত হয়েছিল বহরমপুর। তাই অশান্তির আশঙ্কা নিয়েই বুথে দাঁড়াবেন ভোটাররা।

হাসমি চকে হ য ব র ল

বহরে বাড়ছে শহর শিলিগুড়ি। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। টোটো, অটো, ম্যাক্সিক্যাব, বাসে দমবন্ধ অবস্থা শহরের। যান নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিকেরও সেই অর্থে বিশেষ ভূমিকা চোখে পড়ে না। কেন এমন হাল, কোথায় আসল গলদ, খুঁজল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ তৃতীয় পর্ব।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ মে : লাল-সবুজ-হলুদ বাতির খেলায় প্রতিদিনের 'পথে হল দেরি' যেন অনিবার্য। ফলে হুড়মুড়িয়ে অফিস পৌঁছে বসের কাছে বকুনি খাওয়াটা অনেকেরই অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাসপাতাল থেকে সোজা যে রাস্তাটা হাসমি চকে গিয়ে উঠেছে, তার হাতের বাঁদিকে উঠে উড়ালপুল ধরার জন্য প্লাস্টিকের ব্যারিকেড বসিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। আলাদা লেন তৈরি করে দিলেও তা মানে ক'জন! অফিস টাইমে বড় বাস কিংবা অটোগুলি যেভাবে লেন দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে যতই হর্ন মারুন না কেন পথ ধরা যায় না। বরং হাসপাতালের কাছে হর্ন বাজাতে গেলেও দু'বার প্রশ্ন করতে হয় বিবেককে। জনাকয়েক সিভিক ভলান্টিয়ার পাশের ট্রাফিক কিয়স্কে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওই লেন খালি করার সাহস পান না কেউ। ব্যাজার মুখে একজনের স্বীকারোক্তি, 'কাউকে কিছু বললেই তো খারাপ কথা শুনতে হয়।'

কোনওমতে সময় নষ্ট করে উড়ালপুল ধরার সময়ও যেন বাধা হয়ে দাঁড়ায় সিটি অটোগুলো। এমনভাবে যাত্রী তোলা হয়, যেন সে পথ শুধু ওদেরই দখলে। ফাইবারের মোটা স্টিক হাতে সেখানে সকাল-বিকেল দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরান এক পুলিশকর্মী। কিন্তু একার পক্ষে এত সিটি অটো, টোটোচালককে 'শায়েস্তা' করার দম তাঁর হয় না।

অগত্যা আলোর খেলা আর যানজটে আটকে দিনভর সময় খরচ করেন আমজনতা। হিসেব কষলে যোগফলে মাসে অন্তত এক-দু'দিন কর্ম দিবস নষ্ট হয় শুধু হাসমি চকেই। এখানকার যানজটের বড় প্রভাব পড়ে আশপাশের

ফুলেশ্বরীতে যানজট।

রাস্তাগুলিতেও। তার মধ্যে অন্যতম, বিধান রোড। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম লাগোয়া এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখলেও গা করে না পুলিশ। দাঁড় করিয়ে রাখা হয় সেনাবাহিনীর বড় বড় ট্রাকও। দোসর হয়ে দাঁড়ায় যত্রতত্র সিটি অটো বা টোটোর ব্রেক কষা। ফলে পথ চলতে সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। একসময় অফিস যাওয়ার জন্য বিধান রোড ধরে সেবক রোডে উঠতেন আকাশবাণীর কর্মী সঞ্জীব দত্ত। এখন আর তিনি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন না। সূর্যনগর থেকে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে আকাশবাণীতে যান। তিনি বলছেন, 'বিধান রোড ধরে অফিস যেতে হলে প্রতিদিন দেরি হবেই। তাই গাড়ির তেল বেশি পুড়লেও ইস্টার্ন বাইপাস ধরি। রাস্তাটা এখন যথেষ্ট ভালো।'

টোটো, অটো নিয়ন্ত্রণ করা না হলে বিধান রোডের যানজট মিটবে না বলে মনে করছেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী অভিজিৎ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'স্কুল বাস, অটো, টোটোর ভিড়ে হাঁটা পর্যন্ত যায় না কাজের দিনগুলিতে। ইচ্ছেমতো অটো, টোটো রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কোনও নজরদারি নেই।'

আমাদের মতামত

বিধান রোডের যানজট রোধে স্টেডিয়ামের মেলার মাঠটিতে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কোভিডের সময় যেমন ফুলেশ্বরী বাজারকে তরুণতীর্থ মাঠে স্থানান্তর করা হয়েছিল, তেমনভাবে স্থানীয় কোনও এলাকায় সবজি বাজার স্থানান্তর করা হোক। মাছ বাজারকে সম্প্রসারণ করে সেখানেও সবজি বাজারকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। উড়ালপুল সংলগ্ন রাস্তার দুই ধারে রেলিং দিয়ে তার ভিতরে বাজারটিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

পরিস্থিতি জটিল থানা মোড় থেকে মহাবীরস্থান যাওয়ার রাস্তাতেও। এখানেও যান নিয়ন্ত্রণে কোনও নজরদারি নেই। সাধারণ উড়ালপুলের নীচের রাস্তা দুটি তৈরি হয়েছিল হেঁটে যাওয়ার জন্য। কিন্তু রাস্তা দুটি এখন টোটোর দখলে। নম্বরযুক্ত এবং নম্বরহীন টোটো একই মিছিলে। শিলিগুড়ি থানার সামনে দিয়ে নম্বরবিহীন টোটো চললেও পুলিশি পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। ট্রাফিক সিগন্যাল থাকলেও তাতে হলুদ আলো জ্বলে সবসময়। ফলে কে কার আগে যাবে,

এরপর বারোর পাতায়

গান্ধি ও 'বাবা'র দ্বন্দ্বে বঞ্চিত রায়বরেলি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রায়বরেলি, ১২ মে : ফিরোজ গান্ধির নামে কলেজটা একেবারে শহরের মাঝখানে। তার গায়ে ফিরোজ গান্ধি ক্যান্টিন। ওখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে লখনউ যাওয়ার পথে ফিরোজ গান্ধি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

নেহরুর নামে স্টেডিয়াম দেখতে দেখতে এ দেশে আমরা অস্থির। রায়বরেলির জেলখানার পাশে নজরে এল আরেকটি নেহরু স্টেডিয়াম। জওহরলাল নয়, মোতিলাল নেহরু স্টেডিয়াম। অতি ছোটখাটো। কমলা নেহরুর নামেও কলেজ আছে। নেহরুনগর, ফিরোজনগর, ইন্দিরানগর... সব পাওয়া যাবে। ইন্দিরার নামে শহরের অভিজাত এলাকায় বিশাল পার্ক। ভিতরে ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর কালো মূর্তি দুপুরের রোদে ঝকঝক করে। আমেথির দিকে এগোলে ইন্দিরা ও রাজীবের নামে তিনটি বিশাল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান।

ভয়ংকর লোডশেডিংয়ে জেরবার শহরটার এক একদিকে একেক রকম চরিত্র। রবিবার সকাল থেকে রায়বরেলির চেহারা পালটে গিয়েছিল আমূল। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। অমিত শা ভাষণ দিতে আসছেন বলে। কাছারি মোড়ে কংগ্রেসের পুরোনো অফিস তিলক ভবনের কাছে শা'র মঞ্চ। এখানে সভায় যাওয়া মানুষের মধ্যেও ভেদাভেদ। কিছু লোকে ভাষণ শুনতে যাচ্ছেন পতাকা লাগানো এসি গাড়িতে। গরিবরা খোলা গাড়িতে, তীব্র রোদের মধ্যে।

উত্তরভারতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অনেককে বলতে শুনছিলাম, সভায় যাওয়ার জন্য প্রত্যেককে টাকা দিতে হয়। এই কথাবার্তা ক্যামেরায় তুলে ধরার জন্য তুলকালাম হল সভার একদিকে। নয়াদিল্লির সাংবাদিক রাঘব ত্রিবেদীকে কার্যত তুলে নিয়ে যাওয়া হল মঞ্চের পিছনে। পুলিশের সামনে বেধড়ক মার খেলেন বিজেপি কর্মীদের হাতে। ডিলিট করা হল মন্তব্য। রাঘবের মুখ ভর্তি দাড়ি। তাঁকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছিল মুসলিম বলে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায় প্রত্যাশিতভাবেই গান্ধি-নেহরু পরিবারকে আক্রমণ ও ধর্মকথা। কিছু উদাহরণ দিয়ে প্রশ্ন তুললেন, 'রায়বরেলিতে ট্রেন-নৌকো দুর্ঘটনা, এনটিপিসি দুর্ঘটনার সময় গান্ধি পরিবারের ক'জন এসেছিলেন? সোনিয়াজির না হয় শরীর ভালো নয়, রাহুলবাবা-প্রিয়াংকা বহেন কি রায়বরেলি এসেছিলেন?' ভাষণের শুরুতে তিনি ভারতমাতা কি জয় ধ্বনি তুলতে বলেছিলেন জনতাকে। আওয়াজ শুনে অসন্তুষ্ট শা বললেন, 'আরে ভাই, এত জোরে আওয়াজ তুলতে হবে, যাতে ইতালি পর্যন্ত আওয়াজ যায়।' তারপর স্লোগান দিলেন, জয় শ্রীরাম।

'রাহুলবাবা'র জন্য সভায় পাঁচটি প্রশ্ন রাখলেন শা। অধিকাংশই ধর্ম সংক্রান্ত। তিন তালাকের নিয়ম কি ফেরত আনবেন? মুসলিম পার্সোনাল ল' কি ফিরিয়ে আনবেন? সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কি সমর্থন করেন? রাম মন্দির দর্শনে কেন যাননি?

এরপর বারোর পাতায়

রায়বরেলির এই এইমস নিয়েই চর্চা।

মেরুকরণে মোদির পাঁচ গ্যারান্টি

মিথ্যাচারী, পালটা মমতা

মোদি-সম্ভাষণ। রবিবার হুগলির আরামবাগের জনসভায়। -পিটিআই

অরূপ দত্ত

জগদ্দল (ব্যারাকপুর), ১২ মে : ভোটে হিন্দুত্বের ইঞ্জিনে ভর করছেন নরেন্দ্র মোদি। চতুর্থ দফা ভোটের আগের দিন তাঁর মুখে মেরুকরণের উচ্চগ্রাম শুনল বাংলা। রাম মন্দির, রামনবমী তো বটেই, কথায় কথায় উচ্চারিত হল হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদি শব্দ। চাকরিতে সংরক্ষণ ও নাগরিকত্বের মতো বিষয়কেও কৌশলে টেনে আনলেন ধর্মীয় মোড়কে। রবিবার বাংলায় প্রধানমন্ত্রী রেকর্ড সংখ্যক সভা করেছেন একদিনে। চারটি সভার প্রতিটিতেই উচ্চসুরে বাঁধা ছিল মেরুকরণের তত্ত্ব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ছেড়ে কথা বলেননি। তৃণমূল নেত্রীর পালটা বিষোদ্গার, 'লজ্জা করে না, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাগাভাগি করছেন। এতদিন তো করলেন। দাঙ্গা দিয়ে শুরু করেছিলেন জীবন। কত লোককে মেরেছেন, কত লোকের রক্ত নিয়েছেন। আজও তাঁদের আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

রামনবমী নিয়ে বাম-কংগ্রেস ও তৃণমূলকে এক বন্ধনীতে রেখে আগেও আক্রমণ করেছেন মোদি। জগদ্দলের সভায় তারই যেন পুনরাবৃত্তি। মোদির অভিযোগ, 'তৃণমূল মানুষকে নিজের ধর্ম পালন করতে দেবে না। রামের নাম নিতে দেবে না। রামনবমী করতে দেবে না। কংগ্রেস ও বামেরা সেটাই সমর্থন করে।'

জনতার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'এই বাম-কংগ্রেস ও তৃণমূলের হাতে দেশের দায়িত্ব দেবেন আপনারা?' 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকদের কার্যত শাপশাপান্ত করে তাঁর বক্তব্য, 'ইন্ডিয়া জোট চাইছে সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ। বলছে, মোদির বিরুদ্ধে ভোট জেহাদ করো।' তুষ্টিকরণ প্রসঙ্গে তাঁর ভাষায়, 'তৃণমূলের এক বিধায়ক হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে ছুড়ে ফেলবেন বলছেন।' তারপরই তাঁর আস্ফালন, 'এত বড় হিম্মত ওদের। বাংলায় হিন্দুদের দু'নম্বর নাগরিক করে রেখেছে তৃণমূল।'

আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে মোদি রবিবার মেরুকরণের তাসের নয়া নামকরণ করলেন, 'মোদির গ্যারান্টি' বলে। তাঁর কথায়, 'যতদিন মোদি থাকবে, ততদিন ধর্মের নামে কোনও সংরক্ষণ হতে দেবে না। যতদিন মোদি থাকবে, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তদের সংরক্ষণে কোনও হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। যতদিন মোদি থাকবে, রামনবমী পালন, রামের পুজো কেউ আটকাতে পারবে না। যতদিন মোদি থাকবে, রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কোনও নড়চড় হতে দেবে না। এই হল মোদির গ্যারান্টি। মোদির পাঁচ নম্বর গ্যারান্টি হল, সিএএ কার্যকর করা কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্যারাকপুর এলাকার আমডাঙ্গার সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে 'কুৎসাচারী, মিথ্যাচারী, ব্যভিচারী' বলে সম্বোধন করেন।

ভেতরে এখন আরও রং

- পাঠকের লেন্সে
- হাসিতে হাসিও
- প্রশ্নবাণ
- আজব দুনিয়া
- জানেন কি?
- আজ টিভিতে

সোজাসুজি

ভোট বেহাতের আশঙ্কাই কি সত্য হবে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে শিহরিত এবং বিস্মিত হওয়ার মতো একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি তৃতীয় দফার ভোটের। ভোটগ্রহণের দিন মালদা জেলার কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের সিলামপুর ৩ নম্বর বুথে এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছে। ওই বুথে ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার পর অন্তত দুজন অভিযোগ করেছেন, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) যে বোতামই টেপা যাচ্ছে, তাতে ভোট চলে যাচ্ছে পদ্ম প্রতীকে।

অভিযোগটি মারাত্মক। অভিযোগ পাওয়ার পরে ইভিএমটি বদলে দেওয়া হয়েছে। এটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বলে নির্বাচন কমিশন বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিতে চেয়েছে। কমিশন নিষ্পত্তি করতে চাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা পাঁচ পাবলিক, এত হালকাভাবে বিষয়টি নিতে পারছি না। আমাদের ভোট বেহাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এই ঘটনাটি জানার পরে আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

গত সপ্তাহে এই কলামে লিখেছিলাম, নির্বাচন কমিশন নিজেই নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছে। ভোটপর্ব চলাকালীন নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে এ রকম আরেকটি লেখা লিখতে না হলে খুশি হতাম। বুঝতাম, নির্বাচন কমিশন নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে। কিন্তু খুশি হওয়ার জো নেই।

এরপর বারোর পাতায়

সংসার আর টাকার লোভে পড়া লাটে

তমালিকা দে ও সাগর বাগচী

বাগডোগরা, ১২ মে : কাকভোর থাকতেই ঘুম থেকে ওঠার তাড়া ওঁদের। সূর্যের আলো ফুটতে ফুটতে চা পাতা তোলার ব্যাগ পিঠে ছুটতে হয় বাগানপানে। স্বামী-স্ত্রী দুজনই ব্যস্ত হয়ে পড়েন পাতা তোলা আর ফ্যাক্টরির কাজে। ঘর সামলানোর জন্য পড়ে থাকে বছর পনেরোর মেয়েটা। ঘর ঝাড়পোঁছ থেকে শুরু করে লকড়ি জোগাড় করে উনুনে ধোঁয়া তোলা, সবটাই যে তার কাঁধে। ঘরে ছোট ভাইবোন থাকলে তার দেখভালের দায়িত্বও রয়েছে। তাই বইয়ের ব্যাগ পিঠে স্কুলমুখো আর হতে পারে না সে।

কারও আবার নুন আনতে পান্তা ফুরোনো দশা। তাই বছর সতেরোর ছেলেটা যাতে দু'পয়সা রোজগার করতে পারে, তার জন্য ঘুম থেকে তুলে কাজে পাঠান 'নিষ্ঠুর' বাবা-মা। ওদের কেউ যায় পাথর ভাঙতে, কেউ নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে। ফলে তারও স্কুল যাওয়া হয় না নিয়মিত। পরীক্ষা দিয়েছে বটে, কিন্তু ফল অবধারিত। সারা বছর বই ছুঁতে না পারা ছেলেটার মুখে আর হাসি ফোটেনি ফল প্রকাশের পর।

ছবিটা শিলিগুড়ি শহরের অদূরে ত্রিহানা চা বাগানের। এখানকার অধিকাংশই পড়তে যায় বাগডোগরার শুভমায়া সূর্যনারায়ণ হাইস্কুলে। কিন্তু চলতি বছর মাধ্যমিকে পাশের হারের নিরিখে শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলায় একেবারে শেষে নাম তুলেছে স্কুলটি। এবারে সেখান থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ২৯৮ জন। পাশের মুখ দেখেছে মাত্র ১৫৭ জন। স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর ৫৫ শতাংশের ঘরেও পৌঁছায়নি। যদিও কিছুটা মান বেঁচেছে উচ্চমাধ্যমিকের ফলে। ১০৮ জনের মধ্যে পাশ করেছে ৯২ জন। যদিও ৭০ জনের কাছাকাছি পড়ুয়াই ৬০ শতাংশের নীচে নম্বর পেয়েছে।

'লাস্ট বয়' শুভমায়া স্কুল

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই স্কুলটিতেই পড়ান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল শিক্ষক নেতা সুপ্রকাশ রায়। তাঁর স্কুলের এমন হাল কেন? সুপ্রকাশের আক্ষেপ, 'অঙ্কে, ভৌতবিজ্ঞানে পড়ুয়াদের ভীতি রয়েছে দেখা যাচ্ছে। সেজন্য মাধ্যমিকের ফল খারাপ হচ্ছে। তবে এই পড়ুয়ারাই আবার উচ্চমাধ্যমিকে উঠে অনেকটা ভালো ফল করছে।

হট টপিক

তবে এই সমস্যা শুধু আমার স্কুলে নয়, সব হিন্দিমাধ্যম স্কুলেই রয়েছে।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে রবিবার দুপুরে ত্রিহানা বাগানে ছাতা মাথায় এগিয়ে আসছিলেন এক তরুণ। ত্রিহানা প্রাথমিক স্কুলের পাশে টিনের ছাউনির নীচে সেই সময় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন বাগানের শ্রমিক সানি টোপ্পো, রাজকুমার বিশ্বকর্মারা। পরিচিত ওই তরুণকে হেঁটে যেতে দেখে সানি প্রশ্ন করে উঠলেন, 'তুমি এখন কোন স্কুলে পড়াশোনা করছ?' উত্তরে প্রফুল্ল নামে তরুণ জানালেন, তিনি শুভমায়া সূর্যনারায়ণ হাইস্কুলের প্রাক্তনী। ২০২২ সালে স্কুল ছেড়েছেন। এখন বাগডোগরায় এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করছেন। তাঁর কথায়, 'একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। কিন্তু পড়াশোনা করলে তো আর সংসার চলত না।'

প্রফুল্ল চলে যেতেই বাগানের ওই শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে আবার কথাবার্তা শুরু করলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই জানা গেল, ত্রিহানা চা বাগানের অনেক ছেলেমেয়েই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ হিসেবে উঠে এল আরও একটি তত্ত্ব। ত্রিহানা বাগান থেকে স্কুলটির দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার।

এরপর বারোর পাতায়

ভ্রমণপিপাসুদের জন্য উত্তরবঙ্গে আরও কিছু গন্তব্যের হদিস

লাভা, রিশপে পছন্দের স্পট

ভাস্কর বাগচী

কালিম্পং, ১২ মে : দার্জিলিংয়ের মতো কালিম্পং শহরও ভ্রমণপিপাসুদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বরাবর। বিশেষ করে বাঙালি পর্যটকরা ঘুরতে আসার জন্য বেছে নেন এই জেলা শহরকে। অথচ এই মুহূর্তে আসলে দেখা যাবে, কালিম্পং শহরের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি পার করেছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই শহরে এসেছেন, তাঁরা চাইছেন আরও একটু আরামদায়ক আবহাওয়া।

অথচ শহর থেকে কয়েক কিমি দূরে ডেলো কিংবা আলগাড়ার উষ্ণতাও এমনই হবে, তা কিন্তু নয়। বরং একটু ঠান্ডার আশায় যদি কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে ডেলো পার্ক কিংবা আরও কিছুটা এগিয়ে রিশপে পৌঁছালে জুড়িয়ে যাবে মন। তাই দেশ-বিদেশের পর্যটকদের পাশাপাশি ঘিঞ্জি দার্জিলিং শহর থেকে মুখ ফিরিয়ে বাঙালি পর্যটকদের গন্তব্য এখন লাভা, রিশপ, আলগাড়ার দিকে।

দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের সংখ্যা এখন এতটাই বেশি যে, সেখানে তিলধারণের জায়গা নেই। স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকরা এখন ছুটছেন কালিম্পংয়ের দিকে। বিশেষ করে কালিম্পংয়ের অপরিচিত জায়গায়। বাজার চলতি ভাষায় 'অফবিট' জায়গা।

গত কয়েক বছরে ডেলোর আশপাশে ৭-৮টি হোমস্টে তৈরি হয়েছে। সবক'টিতেই পর্যটকরা

কালিম্পংয়ের ডেলোতে পর্যটকদের আনাগোনা। -সংবাদচিত্র

ভিড় জমাচ্ছেন। খুব অল্প খরচে এই হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের আপ্যায়ন করছেন সেখানকার মালকিনরা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ডেলোতে অধিকাংশ হোমস্টের মালিক মহিলা। তাঁদের মধ্যেই একজন সুমনা গুরুং জানাচ্ছেন, পর্যটকরা নতুন নতুন জায়গা 'এক্সপ্লোর' করেন। ডেলো এমন একটি জায়গা, যেখানে থেকে আশপাশে অনেক জায়গায় ঘুরতে যেতে পারবেন পর্যটকরা।

শুধু ডেলো নয়, কালিম্পং শহর থেকে কিছুটা দূরে রিশপ, আলগাড়া, লাভাতেও একই অবস্থা। মূলত বাঙালি পর্যটকরা এই সমস্ত জায়গায় ভিড় জমাচ্ছেন। একসময় এই এলাকাগুলির খুব একটা গুরুত্ব ছিল না পর্যটন মানচিত্রে। রাজ্য সরকার এই নতুন নতুন পর্যটনস্থল খুঁজে বের করে সেখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এইসব এলাকাতে প্রচুর হোমস্টে তৈরি হয়েছে। তবে লাভা, রিশপে এখনও পর্যটকদের ভিড় দার্জিলিং শহরের চেহারা নেয়নি।

কলকাতা থেকে পরিবার নিয়ে লাভায় ঘুরতে এসেছেন সুরঞ্জন মজুমদার। বলছেন, 'দার্জিলিং বহুবার ঘুরেছি। এখন আর ভালো লাগে না। তাই এবার আগে থেকে পরিকল্পনা ছিল কালিম্পং ঘোরার। এখানকার যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তা কিন্তু দার্জিলিংয়ে নেই।'

নদিয়া থেকে এসেছেন পাঁচ বন্ধু। ডেলোর রিসর্টে থেকে ঘুরছেন কালিম্পংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায়। তাঁদেরই একজন সুপর্ণা হালদার বললেন, 'ডেলো, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও এগুলো সব দেখার মতো জায়গা। দু'দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' তাঁদের মতোই আরও অনেক বাঙালি এখন কালিম্পংয়ের 'অফবিট' জায়গাগুলি তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে ব্যস্ত। পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসুর কথায়, 'ভারতবর্ষের একমাত্র কালিম্পং জেলাতেই সবচেয়ে বেশি হোমস্টে রয়েছে। আমরা শহরের বাইরেও পর্যটনশিল্প ছড়িয়ে দিতে পেরেছি।'

ঠান্ডার খোঁজে

- দার্জিলিং শহরের ভিড় ছেড়ে পর্যটকদের মন এখন কালিম্পংয়ের দিকে।
- কালিম্পং শহর থেকে কিছুটা দূরে লাভা, ডেলো পার্ক, রিশপে বাঙালি পর্যটকদের ভিড়
- এই 'অফবিট' জায়গাগুলিতে গত কয়েক বছরে তৈরি হয়েছে একাধিক হোমস্টে
- কালিম্পং শহরের বর্তমান তাপমাত্রার তুলনায় ওই জায়গাগুলি আরও বেশি ঠান্ডা

নেওড়ার তীরে হস্তশিল্পের হাট

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১২ মে : লাটাগুড়ির পাশে নেওড়া নদীর তীরের অপরূপ সৌন্দর্যকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ এবার পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে এলাকার সৌন্দর্যায়ন ও রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সবকিছু ঠিকভাবে এগোলে লাটাগুড়ি লাগোয়া খাগড়িযান এলাকার নেওড়া নদীর পাড় পুজোর আগে পর্যটকদের নতুন ডেস্টিনেশন হতে চলেছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা ও পর্যটকদের জন্য তিনটি বসার শেড তৈরি হচ্ছে। আগামীতে এখানেই সোনাঝুরির আদলে স্থানীয়দের নিয়ে একটি হাট বসানোর পরিকল্পনা আছে। যেখানে স্থানীয় বিভিন্ন খাওয়ার, হস্তশিল্পের সামগ্রী সহ বিভিন্ন উপকরণ রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।'

লাটাগুড়ি থেকে কুমলাই হয়ে মালবাজার যাওয়ার জেলা পরিষদের একটি রাস্তা রয়েছে। এই পথে ডানদিকে কিছুটা গেলে একপাশে চা বাগান আরেকদিকে নেওড়া নদী।

নেওড়া নদীর পাশে সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের।

নদী পেরিয়ে অপর প্রান্তে লাটাগুড়ি জঙ্গল। প্রায়শই এই জঙ্গল থেকে হাতি, বাইসন, হরিণ সহ বিভিন্ন জীবজন্তু নেওড়া নদীতে নিজেদের পিপাসা মিটাতে আসে। নদীর ধারে বসে হামেশাই দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে। অনেক দিন ধরে বিভিন্ন মহল থেকে এই জায়গাটিকে সাজিয়ে তুলে পর্যটনের উপযোগী করার দাবি উঠেছিল। সেই দাবি মেনে এবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে এই এলাকাটিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে নেওড়া নদীকে কেন্দ্র করে এই সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ। ভবিষ্যতে নদীতে নৌকো বিহারের ব্যবস্থার চেষ্টাও করা হবে।' স্থানীয় পর্যটন মহলের মত, মূর্তি নদীকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন সম্ভব হলে, নেওড়া নদীকে কেন্দ্র করেও এলাকাটির ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'অনেক দিন থেকে এই এলাকাটির সৌন্দর্যায়ন করার দাবি ছিল। অবশেষে সেই কাজ শুরু হয়েছে।' আগামীতে এলাকাটি পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ স্থান করে নেবে বলে দিব্যেন্দু'র মত।

পর্যটনের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু উত্তরবঙ্গ। পর্যটকদের আনন্দ দিতে এবার সেজে উঠছে লাটাগুড়ির পাশে নেওড়া নদীর পাড় লাগোয়া এলাকা।

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয়-10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/109220)

●

বেতন 12,000/- + (PF, ESI)। ফোম ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য 15 জন লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, রবিবার ছুটি। 8653710700. (C/110644)

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার পূর্ব বড়োচৌকির চালনিরপাক এলাকায় পাকা রাস্তা সংলগ্ন খতিয়ানভুক্ত 4.5 বিঘা জোত জমি বিক্রয় হবে। M-7797365954. (C/110037)

শিক্ষা-দীক্ষা

শিলিগুড়ি চা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট Siliguri Tea Training Institute শিবমন্দির খেলার মাঠ/NBU এর কাছাকাছি চা ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা-6 মাস-50000/- টাকা (5 কিস্তিতে প্রদেয়) চা ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট কোর্স-4 মাস-40000/- টাকা (4 কিস্তিতে প্রদেয়)। ফোন : 8372059506, 9800050770 (ডাঃ এস ই কবির) (M/M)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Aratrika Sarkar-এর জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 09-05-24 3rd Court, Sadar, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Munmun De এবং Munmun De Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ঘুঘুমারি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/109784)

জ্যোতিষ
তান্ত্রিক দিব্যজ্যোতি শাস্ত্রী

কামাখ্যা থেকে আসা তন্ত্র, মন্ত্র, টোটকা দিয়ে বিদ্যা, বিবাহ, বশীকরণ, কালসর্প, মাঙ্গলিক, বাস্তুদোষ প্রতিকার করা হয়। কোনওপ্রকার Stone দেওয়া হয় না। শিলিগুড়ি-14, জলপাইগুড়ি-15, মালবাজার-16, আলিপুরদুয়ার-17. C.C.N Binodan Live প্রোগ্রাম তাং-13. রাত ৮-৯টা। M-8638686873. (S/M)

জোটেনি শিল্পগ্রামের তকমা

উপেক্ষার অন্ধকারে মাদুরচাষিদের গ্রাম

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১২ মে : দিনাজপুর বরাবর সুগন্ধি ধান উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকার পাশাপাশি মাদুরকাঠি চাষেও পিছিয়ে নেই। কিন্তু সরকারের প্রত্যক্ষ কোনও সহযোগিতা নেই বলে শিল্প গ্রামের তকমা জোটেনি কেশরাইল গ্রামের।

গঙ্গারামপুর মহকুমার হরিরামপুরের পুগুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরাইলগ্রাম মাদুরকাঠি চাষের আঁতুড়ঘর। প্রায় দুই শতাধিক পরিবার মাদুরকাঠি চাষ করেন। তৈরি করেন নানা মাপের মাদুর। ধান, গমের পাশাপাশি মাদুর তৈরি অন্যতম জীবিকা হলেও প্রশাসনিক কোনও সুবিধে নেই এমনটাই আক্ষেপ মাদুরকাঠি চাষিদের গলায়।

চাষি স্বপন দেবনাথ বলেন, 'মাদুরকাঠি চাষের জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন হয়। সরকারিভাবে মাদুরকাঠি চাষিদের জল দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেই গ্রামে। নিজেদের শ্যালো মেশিন চালিয়ে চাষ করতে হয় মাদুর কাঠি। মাদুরকাঠি ঘরে আনার পরে বেশিরভাগ বাড়িতেই মাদুরকাঠি রাখা হয় অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে।'

চাষি মঞ্জুর আলম জানান, 'মাদুরকাঠি চাষের জন্য উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা, সরকারি গোডাউন করবার আবেদন গত ৩০ বছর ধরে জানিয়ে আসছি।' তালা বাস্কের মতে, 'আমরা তিন প্রজন্মের মাদুরকাঠি চাষি। মাদুরকাঠি লাগিয়ে সেটাকে বড় করে ঘরে তোলার পর শুকোতে হয়। চাষিদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধের ব্যাপার হল মাদুরকাঠি সংরক্ষণের কোনও জায়গা নেই। নেই কোনও বিক্রির স্থায়ী বাজার। ফলে মাদুর তৈরির পর চাষিদের বিক্রির জন্য নির্ভর করতে হয় ফড়েদের ওপর। সহজ শর্তে ঋণ, কৃষকদের মাদুরকাঠি রাখবার গোডাউন তৈরি সহ মাদুর বিক্রির স্থায়ী বাজার তৈরি করে দিক সরকার। তবেই মাদুরকাঠি চাষিদের আর্থিক অবস্থার বদল ঘটবে।'

> মাদুরকাঠি চাষের জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন হয়। সরকারিভাবে মাদুরকাঠি চাষিদের জল দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেই গ্রামে। নিজেদের শ্যালো মেশিন চালিয়ে চাষ করতে হয় মাদুর কাঠি। মাদুরকাঠি ঘরে আনার পরে বেশিরভাগ বাড়িতেই মাদুরকাঠি রাখা হয় অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে।
>
> **স্বপন দেবনাথ** *চাষি*

এই প্রসঙ্গে হরিরামপুর ব্লকের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের পর বিষয়টি নিয়ে আমি পরিকল্পনা নেব।'

মাদুরকাঠি তৈরির কাজ। -সংবাদচিত্র

শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক মন্দিরে তৃতীয় পর্যায়ের নির্মীয়মাণ দুর্গামণ্ডপ। -সংবাদচিত্র

দেবী চৌধুরানির মন্দিরের সংস্কার বন্ধ শিকারপুরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় চলছিল কাজ। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎই অদৃশ্য কারণে থমকে গিয়েছে শিকারপুরে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দিরের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ। মন্দিরের সীমানা প্রাচীর, দুর্গামণ্ডপ, দুটি গেট, সোলার লাইট, ল্যান্ডস্কেপিংয়ের কাজ শুরুর পরই বন্ধ হওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। নির্বাচনি বিধির জন্য এ নিয়ে মুখে কুলুপ জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের। গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জিডিএ)-র অধীনেই গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর শিকারপুরে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে, আগামী ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইবেন বলে জিডিএ'র ভাইস চেয়ারম্যান বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানান।

২০১৮-র ফেব্রুয়ারিতে ভয়াবহ আগুনে শিকারপুরে মন্দিরের বিগ্রহগুলি ভস্মীভূত হয়। সে সময় রাজ্য পর্যটন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ও বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০২১ সালে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ২০২২ সালের ৩০ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সহ ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছিলেন। এরপর সুরক্ষা হিসাবে বহু কাজ বাকি ছিল। সেগুলি রূপায়ণে সীমানা প্রাচীর, স্বাগতম গেট, মন্দিরের প্রবেশদ্বার, সৌরবিদ্যুৎ পরিষেবা, ল্যান্ডস্কেপিং, বসার জায়গা সহ দুর্গামণ্ডপ নির্মাণের কাজ গত বছরের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়। এজন্য রাজ্য সরকার এক কোটি টাকা বরাদ্দ করে বলে জিডিএ'র ভাইস চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

সমস্যা যেখানে

- থমকে গিয়েছে শিকারপুরে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দিরের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ
- সীমানা প্রাচীর, স্বাগতম গেট, প্রবেশদ্বার, সহ দুর্গামণ্ডপ নির্মাণের কাজ গত বছরের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়
- নির্বাচনি বিধির জন্য মুখে কুলুপ প্রশাসনের

বেলাকোবা থেকে শিকারপুর চা বাগানে ঢোকার মূল রাস্তায় 'সিংহদুয়ার' নামে বড় গেট তৈরি হবে। মন্দিরে ঢোকার মুখেও তৈরি হবে আর একটি গেট। মন্দিরের ভিতরে তৈরি হবে কিছু মেটাল করিডর। নাট মন্দির সংস্কার ও সৌরবিদ্যুতের প্যানেল বসানোর কাজও হবে। এখানে দৈনিক বহু পর্যটক ও পুণ্যার্থী আসেন। কলকাতার পর্যটক শিউলি বসু জানান, নয়া কাজগুলি বড় অগোছাল। দ্রুত শেষ করা উচিত। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী অলোক চক্রবর্তী জানান, মন্দির ও বিগ্রহের পুনর্নির্মাণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তৃতীয় পর্বের কাজ এখনও শেষ করা গেল না কেন? একটা ঐতিহাসিক মন্দিরের কাজ শেষ করতে কেন এত গড়িমসি?

পদাধিকার বলে জিডিএ'র চেয়ারম্যান জেলা শাসক। সদস্য সচিব মালের মহকুমা শাসক। ভাইস চেয়ারম্যান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। জেলা শাসক শামা পারভিন নির্বাচনি বিধি কার্যকর থাকায় এ নিয়ে মন্তব্যে নারাজ। জিডিএ'র কাজের ঢিলেমিতে ক্ষুব্ধ খোদ ভাইস চেয়ারম্যান। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের কাজ শুরু হলেও প্রশাসনিক স্তরে কাজে গতি নেই বলে অভিযোগ। বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সিও হাত গুটিয়েছে। বিধায়ক জানান, ৪ জুনের পর যা করার করা হবে। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হবে।

নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে সাফল্য জিতের

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১২ মে : প্রায় চার বছর আগে বাবা মারা যান। হঠাৎ করেই সংসারে নেমে আসে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। এই সময় সংসারের হাল ধরেন মা। কখনও নির্মাণ শ্রমিকের কাজ, কখনও আবার গৃহপরিচারিকার কাজ করে দুই ছেলে ও এক মেয়ের সংসার একা হাতে টেনে নিয়ে যান গয়েরকাটার মনসা দাস কলোনির বাসিন্দা কাঞ্চন সরকার বর্ধন। তাঁর এক ছেলে জিৎ বর্ধন এবার উচ্চমাধ্যমিকে ৪৩৩ নম্বর পেয়ে এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

স্বামীহারা হয়েও হাল ছাড়েননি জিতের মা কাঞ্চন। কষ্ট করে জিৎকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ান এভাবেই। এরপর উচ্চমাধ্যমিকে পড়ানোর ক্ষেত্রে খানিকটা দুশ্চিন্তা দেখা দেয় তাঁর মধ্যে। একার পক্ষে আর পেরে উঠছিলেন না তিনি। তাই মা-কে খানিকটা চিন্তামুক্ত

জিৎ বর্ধন। -সংবাদচিত্র

করতে উদ্যোগী হয় ছেলে। সংসার চালিয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ জোগাতে মাধ্যমিক দেওয়ার পরেই একটি দোকানে কাজে যোগ দেয় গয়েরকাটা হাইস্কুলের ছাত্র জিৎ। সারাদিন কাজ। শুধুমাত্র রাতটুকু পড়াশোনা করার সময় পেত সে। এতকিছুর পরেও উচ্চমাধ্যমিকে নিজের স্কুলে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জিৎ।

গত দু'বছর একটি মোবাইলের দোকানে কাজ করে একই সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য পেয়েছে হার না মানা জিৎ। এমনকি দিনেরবেলায় কাজ থাকায় ঠিকমতো স্কুলেও যেতে পারেনি সে। তার সাফল্যে গর্বিত স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরাও।

জিৎ বলছে, 'কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাই। পড়াশোনার পর রেল বিভাগে চাকরি করার স্বপ্ন রয়েছে আমার।' যদিও এরপর কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনার খরচ কীভাবে চালাবে তা নিয়ে খানিক দুশ্চিন্তা রয়েছে তার মধ্যে। এভাবেই কাজ করে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে চায় সে।

গয়েরকাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন দে সরকার বলেছেন, 'দারিদ্র্যকে জয় করে জিতের সাফল্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। সে আগামীদিনে আরও সফল হোক, এটাই চাই।' ভবিষ্যতে যদি কোনও সাহায্যের দরকার পড়ে তাহলে স্কুল সর্বদা জিতের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অ্যালেনের প্রাক্তনী সম্মেলন

নিউজ ব্যুরো

১২ মে : কোটায় দু'দিনের অ্যালেন অ্যালামনাই মিট-২০২৪ 'সমনয়ন' আয়োজন করেছিল অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা এসেছিলেন সেখানে। উপস্থিত হয়েছিলেন হাজারেরও বেশি অতিথি।

অ্যালেনের ১৯৯৫ ব্যাচের ডাঃ জীবন কানকারিয়া বলছিলেন, 'আমি গর্বিত যে আমি কোটায় পড়াশোনা করেছি। আমি অ্যালেনের ছাত্র ছিলাম। এখানেই আমার স্বপ্নপূরণের যাত্রা শুরু। শেষ কয়েক বছরে কোটা এবং অ্যালেন অনেকটা বদলেছে। এই পরিবর্তন খুব ভালো লাগছে।'

মূল অনুষ্ঠানটি হয় সামারাস অডিটোরিয়ামে। সেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীদের সম্মান জানানো হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ছিলেন অ্যালেন পরিবারের কৃষ্ণা দেবী মানধানা, ডঃ গোবিন্দ মাহেশ্বরী, রাজেশ মাহেশ্বরী, নবীন মাহেশ্বরী প্রমুখ। লোকসভার স্পিকার নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কোটা ও অ্যালেনের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ঘোষিত হয় অ্যালেন অ্যালামনাই স্কলারশিপ 'অ্যালেন পরিবার'। যা পরবর্তী সেশন থেকে চালু হবে। এর সুবিধা পাবে অ্যালেনের প্রাক্তনীদের সন্তানরা।

JOB VACANCY
We are Hiring
Sales Executive
In Coochbehar,
Falakata, Alipurduar.
DURGA HYUNDAI
COOCHBEHAR
9732078622,7479021125

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পা ধুইয়ে, পায়েস খাইয়ে 'মা পুজো'

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১২ মে : মাতৃ দিবসে 'মা পুজো'র অভিনব আয়োজন করল ধূপগুড়ি ব্লকের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রবিবার জল দিয়ে মায়েদের পা ধুইয়ে প্রণাম করে ও পায়েস খাইয়ে স্কুল পড়ুয়ারা মায়েদের সম্মান জানিয়েছে। এদিন ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এভাবে মায়েদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানিয়ে মাতৃ দিবস পালিত হল। প্রতি বছর এই দিনটিতে স্কুলের তরফে মাতৃ দিবস পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। গরমের ছুটি চলার কারণে সমস্ত স্কুল বন্ধ। তবে, এদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে তাদের মায়েদের স্কুলে আসার জন্য আবেদন জানানো হয়। আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াদের সঙ্গে তাদের মায়েরা স্কুলে হাজির হন। এদিন প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মায়েদের পা জল দিয়ে ধুইয়ে দেয়। এরপর হাতজোড় করে প্রণাম করার পর মায়েদের পায়েস খাইয়ে দেওয়া হয়। মায়েরাও তাদের সন্তানদের পায়েস খাইয়ে দেন। স্কুলের এক ছাত্রী বর্ষা রায় বলে, 'এদিন আমরা মায়ের পা ধুয়ে শপথ নিলাম। মাকে পায়েস খাইয়ে দিলাম। মাতৃ দিবসে এই কাজ করে খুব ভালো লাগল।'

বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা পুজোর আয়োজন।

আরেক পড়ুয়ার মা কবিতা রায় জানান, আমার ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়াশোনা করে। নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জয় বসাকের বক্তব্য, 'সন্তানরা যাতে নিজের মা-বাবাকে ভালোবাসে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, সে উদ্দেশে মা পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। প্রচুর অসহায় মা বাবাকে শেষ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হয়। এমনকি যৌথ পরিবারও ভেঙে যায়। সেজন্য মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ।' গত বছরও বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় মা পুজোর আয়োজন করেছিল। আগামীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ একইভাবে পড়ুয়াদের নিয়ে অভিনব আয়োজন করবে বলে জানিয়েছে। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি গ্রামবাসী।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফিরছে হাতির পাল, আতঙ্কে কৃষকরা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ মে : খুলেছে ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচির পুরোনো করিডর। ভুট্টার লোভে এ পথেই নেপাল ফেরত হাতি ঢুকল কলাবাড়িতে। গত দু'দিন ধরে তারা আসছে। হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে শুক্রবার থেকেই জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে বন দপ্তর। শুরু হয়েছে গ্রামগঞ্জ, চা বাগানে প্রচার। দপ্তর সূত্রে খবর, গত দু'দিনে নেপাল ও লাগোয়া এলাকা থেকে প্রায় ৭০টিরও বেশি হাতি কলাবাড়ি জঙ্গলে ঢুকেছে। বনকর্মীদের দাবি, সংখ্যাটা শতাধিক। কলাবাড়ি জঙ্গলে হাতি ঢোকায় নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ব্লকের চাষিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

আসার পথে হাতির দল শুক্রবার রাতেই মেচি লাগোয়া তারাবাড়িতে তিনটি বাড়ি ভাঙে। এতদিন জঙ্গলে হাতি কম থাকায় ধান ও ভুট্টাচাষিরা নিশ্চিন্তে ছিলেন। অধিকাংশ হাতিই নেপালে ছিল। সেগুলি এখন ফের কলাবাড়িতে ফিরছে। বন দপ্তরের অনুমান, হাতির দল ভুট্টা, ধানের লোভে কলাবাড়ি, টুকরিয়াঝাড়, উত্তমচন্দ্র ছাট, ঘোষপুকুর, বাগডোগরার বনাঞ্চলে ফের উপদ্রব শুরু করতে পারে। এ প্রসঙ্গে কার্সিয়াং বন বিভাগের পানিঘাটা-কলাবাড়ি বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ বলেন, 'নেপাল থেকে হাতি কলাবাড়ি জঙ্গলে ঢোকার সময় পথে কিছু বাড়িঘর ভেঙেছে। এখন জঙ্গলে ৭০টির বেশি হাতি রয়েছে। তাই আশপাশে সতর্কতামূলক প্রচার চলছে। এতদিন কম হাতি থাকায় নজরদারি সম্ভব হচ্ছিল। এখন সংখ্যা বাড়ায় তারা নানা দলে ভাগ হয়ে জঙ্গল থেকে গ্রামে হানা দিতে পারে। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কলাবাড়ি জঙ্গলে এলিফ্যান্ট স্কোয়াড টিম রাখা হয়েছে। এজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতেই প্রচার করা হচ্ছে।' কিলারামের ভুট্টাচাষি মহম্মদ ইরফান বলেন, 'শনিবার রাতেই হাতির দল আমার ভুট্টাখেতে ঢুকেছিল। কিন্তু ফসল তেমন নষ্ট না করেই সোজা জঙ্গলে ঢুকে যায়। এজন্য রবিবার সকাল থেকেই ভুট্টা তোলা শুরু করেছি। কারণ, রাতে দল বেঁধে হাতি ঢুকবে।'

সীমান্তে হাতির করিডর খোলায় খুশি পরিবেশপ্রেমীরা। কারণ, নেপালে গত এক বছরে প্রচুর হাতিকে মারা গিয়েছে। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'ঐরাবত'-এর প্রধান অভিযান সাহা বলেন, 'ভারত-নেপালের মধ্যে হাতির চলাচলের কয়েক দশকের পুরোনো করিডর মেচি-কলাবাড়ি বনাঞ্চল। কিন্তু ২০১৫ থেকে নেপাল এই করিডরে বৈদ্যুতিক ফেন্সিং দেয়। ফলে, পথ বন্ধ হয়। সংগঠন থেকে নানা সময় এটি খুলতে বহু জায়গায় চিঠি দিয়েছি। বারবার রুট বদলে তারা ক্ষিপ্ত।'

ক্ষুব্ধ হাতিরা গত ক'বছর ধরে নেপালে না ঢুকতে পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমায় ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষতি করেছে। করোনা পর্বের পর থেকেই নেপালের বামুনডাঙ্গির ১৮ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক ফেন্সিং অকেজো হয় ও করিডর খুলে যায়। ২০২২-'২৩ সাল থেকে হাতির দল ফের কলাবাড়ি হয়ে পূর্ব নেপালের কোশি অবধি যাতায়াত শুরু করে। শীতে এই হাতিরা কলাবাড়ি হয়ে নেপাল যায়, আর বর্ষার আগে তারা ওই পথেই ফেরে।

সতর্কতা জারি

- খুলছে ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচির করিডর
- হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় সতর্কতা জারি
- গত দু'দিনে প্রায় ৭০টির বেশি হাতি কলাবাড়ি জঙ্গলে ঢুকেছে
- হানার আশঙ্কায় বিভিন্ন গ্রামে সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে বন দপ্তর

শনিবার সন্ধ্যা থেকে অবিরাম। রবিবার ছুটির দুপুরেও ভিজেছে শহর শিলিগুড়ি। একরাতের বৃষ্টিতেই গরম উধাও। স্বস্তির মাঝে অস্বস্তিও আছে। বৃষ্টিতে শহরের বেশকিছু জায়গায় জল জমে দুর্ভোগ বেড়েছে। বেরিয়ে এসেছে নিকাশিনালার কঙ্কালসার চেহারা। জল-যন্ত্রণা মেটাতে পথে নামে পুরনিগম।

প্রাক মরশুমি বর্ষা শুরু উত্তরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ মে : মোহনবাগান লেন যেন শিলিগুড়ির মেরিন ড্রাইভ। মহানন্দার জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছে রাস্তার ওপর। স্নান করিয়ে দিচ্ছে রাস্তা এবং রাস্তার ধারের প্রাচীর। শনিবার রাতে এই পথ দিয়ে যাঁরা মোটরবাইক নিয়ে চলাচল করছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সতর্ক। হঠাৎই মহানন্দার জলস্ফীতি।

জলস্তর বৃদ্ধি হয়েছে শহরের অন্যত্রও। ৪৮ ঘণ্টা আগেও যে কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়েছিল, রাতের বৃষ্টিতে রবিবার সেখানে টইটম্বুর দশা। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, শনিবার রাতের কয়েক ঘণ্টায় শিলিগুড়িতে বৃষ্টি হয়েছে ৮৬.২ মিলিলিটার, যা চলতি মরশুমে সর্বাধিক। একইসঙ্গে রবিবারের বৃষ্টিতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঠেকেছে ২৮.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। চলতি গ্রীষ্মের মরশুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সর্বনিম্ন! মে মাসে এমন পারদ পতন কোন বছর ঘটেছে, বলতে পারছেন না অভিজ্ঞ আবহবিদরা। তবে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির অনেকটাই বদল ঘটবে বলে আবহাওয়ার মতিগতিতে স্পষ্ট।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে পারদ পতন ঘটেছে প্রায় ৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই সময় সাধারণত এমনটা ঘটে না। তবে সোমবার বিকেলের পর থেকে বৃষ্টির তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি অনেকটা কমবে। তবে যেহেতু স্থানীয় স্তরে জলীয় বাষ্পের জোগান রয়েছে, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে অনেক জায়গাতেই বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।'

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মিলিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে প্রায় সর্বত্র। এমনকি বৃষ্টির জেরে দহনজ্বালা জুড়িয়েছে গৌড়বঙ্গেও। কিন্তু নববর্ষের পর তেমনভাবে সর্বাত্মক বৃষ্টির আমেজ পায়নি শিলিগুড়ি। আকাশে মেঘ জমলেও তা 'লো ক্লাউড' না হওয়ায় বৃষ্টি অধরা ছিল শহর শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সংলগ্ন এলাকার ওপর অবস্থান করা ঘূর্ণাবর্ত। তার জেরে নিম্নচাপ অক্ষরেখা সৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গের ওপর। নিম্নচাপটি শনিবার অতি শক্তিশালী হয়ে ওঠায় মুষলধারায় বৃষ্টি নামে শিলিগুড়িতে। চম্পাসারি এবং সংলগ্ন এলাকাতেও ভারী বর্ষণ হয় (৬১.৬ মিলিলিটার)। ফলে মহানন্দা, বালাসন সহ প্রায় প্রতিটি নদীতে জলস্ফীতি ঘটে। সেবক (১৩৩.২), গজলডোবা (১৩৮.০), নেওড়ার (১২০.৬) বৃষ্টি জলস্ফীতি ঘটায় লোয়ার তিস্তায়। জলঢাকায় জল বাড়িয়ে দেয় মূর্তি (১২০), ডায়নার (৮১) বৃষ্টি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হলেও শহরে হালকা বৃষ্টিও হয়নি। কিন্তু শনিবারের পর রবিবারও বৃষ্টি পেয়েছে শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকা।

এই বৃষ্টির হাত ধরেই প্রাক বর্ষার মরশুম শুরু হয়ে গেল উত্তরবঙ্গে। কেন না, বৃষ্টি হওয়ায় মাটি যেমন শুষ্কতা কাটিয়ে উঠেছে, তেমনই নদী এবং খালবিলে জল জমেছে। ফলে জলীয় বাষ্পের আর ঘাটতি হবে না উত্তরের জেলাগুলিতে। স্থানীয় স্তরের জলীয় বাষ্পের জোগানেই বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বৃষ্টির দেখা মিলবে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রবেশ ঘটে সাধারণত ৮ জুন। গতবছর অবশ্য কেরলের মতোই ১ জুন বর্ষার মুখ দেখেছিল উত্তরবঙ্গ। এবার কী হবে, তা এখনও অবশ্য স্পষ্ট নয়। আর দু'-তিনদিনের মধ্যে যদি আন্দামানে বর্ষার প্রবেশ ঘটে তবে এগিয়ে আসতে পারে উত্তরের বর্ষা।

হিলকার্ট রোডে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

রবিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

গ্যাংটক- ১৭.০
দার্জিলিং- ১৪.৬
কালিম্পং- ১৮.৫
শিলিগুড়ি- ২৮.০
জলপাইগুড়ি- ৩০.৯
কোচবিহার- ৩৫.৪
বালুরঘাট- ৩৪.০
মালদা- ৩৪.৬

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে)
তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর)

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন চয়নপাড়ায় তোলা হচ্ছে আবর্জনা।

একরাতের বৃষ্টিতেই দুর্ভোগ

শমিদীপ দত্ত ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ মে : কোথাও নিকাশিনালা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। কোথাও আবার নিকাশি বলতে কিছুই নেই। শনিবার এক রাতের বৃষ্টিতে শহরের একাধিক জায়গা ভাসতে দেখে এমন বিষয় সামনে চলে এল। পরিস্থিতি এমনই হল যে, সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিকাশিনালায় জমে থাকা আবর্জনা তোলার জন্য ছুটল পুরনিগমের গাড়ি। চয়নপাড়া থেকে শুরু করে ৫ নম্বর ওয়ার্ড, হায়দরপাড়ার একাংশ সব জায়গায় দেখা গেল জলছবি। যা দেখে অনেককেই বলতে শোনা গেল, 'হায়দরপাড়ার জল জমার সমস্যা আর কোনওদিনই কি সমাধান হবে না?'

শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'সব জায়গা নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে। চয়নপাড়ার বিষয়টা মেয়র নিজে দেখেছেন। ওখানে বাজার রয়েছে। বাজারের সামগ্রী জলের সঙ্গে চলে এসেছিল।'

গত কয়েকদিনের অস্বস্তিকর গরম শেষে স্বস্তির বৃষ্টি। তবে সেই স্বস্তির সঙ্গে বাড়ল আশঙ্কাও। রবিবার সকালেই যাওয়া হয়েছিল ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের চয়নপাড়ায়। গোটা রাস্তা কাদায় ভর্তি। উড়ে বেড়াচ্ছে মাছি। পরিস্থিতি যে কতটা অস্বস্তিকর, সেটা মানস রায়, বিকাশ বিশ্বাসদের নাকে রুমাল চেপে চলার দৃশ্য দেখেই বোঝা গেল। ক্ষোভের সুরে স্থানীয় বাসিন্দা মানসী রায় বললেন, 'রাস্তার দুইপাশেই বড় ড্রেন রয়েছে। তবে সেই ড্রেন তো আবর্জনায় ভর্তি ছিল। তাই শনিবারের রাতের বৃষ্টিতে আর জল যেতে পারেনি। রাস্তায় উঠে এসেছে।'

ডন বসকো রোডের সঙ্গে চয়নপাড়ার সংযোগকারী মূল রাস্তাই শুধু নয়, চয়নপাড়ার আশপাশের রাস্তাতেও এদিন সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ জল জমে ছিল। দুপুরের দিকে গাড়ি এসে ড্রেন থেকে আবর্জনা তুললেও অনেককেই বলতে শোনা গেল, 'এই কাজটা তো আগেই করা যেত।' একদিকে যখন জল ড্রেন থেকে উপচে উঠে রাস্তায় কাদায় ভরল, তখন হায়দরপাড়া বাজারে আবার জমা জলের জেরে ব্যবসার সামগ্রীর ক্ষতি হল। এমনকি শনিবার রাতে বৃষ্টির জেরে হায়দরপাড়ায় মেইন রোডে স্কুটার, টোটোর চাকার অনেকটা অংশ জলের নীচে চলে যায়। হায়দরপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুব্রত দাস, শম্পা দাসদের কথায়, 'বৈশাখ মাসের বৃষ্টিতেই যদি রাস্তায় জল জমে যায়, তাহলে বর্ষাকালে কী হবে?'

৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিংকি সাহা বলছেন, 'রাতে কিছুক্ষণ জল জমে ছিল। কিন্তু পরে বৃষ্টির জল নেমে যায়। নালাগুলি আগেই পরিষ্কার করা হয়েছিল। সেই কারণে রাস্তার ওপর কাদা জমেনি। কোনও দোকানেও সেভাবে জল জমেনি। রাতে যে জল জমেছিল তা সকালে দেখে বোঝার উপায় ছিল না।'

অন্যদিকে, বৃষ্টির জেরে শনিবার রাতে এয়ারভিউ মোড়ের কাছে মহানন্দা সেতুর ওপর জল জমে যায়। অভিযোগ, সেতুর ওপর নিকাশির অংশে আবর্জনা ঢুকে থাকায়, জল বের হতে পারছিল না। তবে বৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গে জল নেমে যায়।

ছিঁচকে চুরিতে থানায় নালিশে আগ্রহ নেই

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১২ মে : চুরি চুরিই। তা বড়সড়ো হাত মারাই হোক, কিংবা ছিঁচকে চুরি। প্রায়শই ছিঁচকে চুরির ঘটনা ঘটছে সাউথ কলোনি বাজার ও সংলগ্ন এলাকায়। ফের রবিবার সাউথ কলোনি বাজারে একটি দোকানে চুরি হয়েছে। বাজারে মুরগি ও ডিমের দোকান রয়েছে কিশোর বর্মনের। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দোকানের শাটার খুলতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! ছাদের অ্যাসবেস্টাস ভাঙা। এরপর ক্যাশ বাক্স খুলে তিনি দেখেন, রাতে রেখে যাওয়া হাজার চারেক টাকা উধাও।

পাশের এলাকার কয়েকজন জানায়, রাত দেড়টা নাগাদ দোকানে আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছে। ঘটনা জানাজানি হতে দোকানের সামনে ব্যবসায়ীদের ভিড় জমে যায়। এরপর বাজার জমতে শুরু করলে সকলেই নিজের নিজের ব্যবসায় মন দেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, তিনি এব্যাপারে থানায় অভিযোগ জানাননি। কিশোর বলেন, 'যা যাওয়ার তা চলে গিয়েছে। থানা-পুলিশের দৌড়ঝাঁপ করে লাভের লাভ কিছু হবে বলে মনে হয় না। সেই কারণে আর অভিযোগ জানাইনি।'

এই ধরনের চুরি এলাকায় আগেও হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে কিশোরের মতো অনেকেই থানায় অভিযোগ জানাতে নারাজ। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধরা থেকে যাচ্ছে চোর। অন্যদিকে, নিউ জলপাইগুড়ি থানার তরফে কিন্তু অভিযোগ দায়ের হলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মিলেছে।

কয়েকদিন আগে ওই বাজারে রিপন দত্তের দোকানে টিনের চাল কেটে চুরির ঘটনা ঘটে। এই বাজারে সোনা-রুপোর দোকান রয়েছে তাঁর। তিনি অসমে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেইসময় চাল কেটে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। ঘটনার পর তাঁর প্রতিবেশী দোকানদাররা নিউ জলপাইগুড়ি থানায় খবর দেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিল। ঘটনার দিন কয়েক বাদে রিপন ফিরে আসেন। কিন্তু পুলিশে অভিযোগ জানাননি তিনি। রিপন বলছেন, 'ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গিয়েছিল। তাই আর অভিযোগ জানানো হয়নি।'

এই ঘটনার কয়েকদিন আগে বাজারে একটি মশলার দোকানে চুরি হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই দোকানের চাল কেটে ঢুকেছে চোর। পাশের শ্রীবাস কলোনির একটি বাড়ি থেকে সাইকেল চুরি যায়। নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের দক্ষিণে সাউথ কলোনির রেলব্রিজ এলাকাতেও গত দেড়-দুই মাসে চার-পাঁচটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। বহু ক্ষেত্রেই দায়ের করা হয়নি অভিযোগ।

কোথায় সমস্যা

- সাউথ কলোনি বাজারে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটে
- দোকানদাররা দৌড়ঝাঁপ এড়াতে অভিযোগ জানাচ্ছেন না থানায়
- ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধরা থেকে যাচ্ছে চোর
- অভিযোগ দায়ের হলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস থানার

ইসলামপুরে জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষ

ইসলামপুর, ১২ মে : পুরোনো জমি বিবাদের জেরে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে জখম হলেন বেশ কয়েকজন। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেন্নাবাড়ি চাপাসার এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, ইসারুল হকের সঙ্গে শাহ আলমের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদ মেটাতে একাধিকবার সালিশি সভা করা হয়। কিন্তু ফল হয়নি। অভিযোগ, এদিন সকালে আলমের লোকজন জমিতে গেলে ইসারুলের লোকজন বাধা দেয়। এতেই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা। এর মধ্যেই আচমকা সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন জখম হন। তাঁরা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুই পক্ষই জমি নিজেদের বলে দাবি করেছে।

নার্স দিবসে রক্তদান

শিলিগুড়ি, ১২ মে : ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্ব নার্স দিবস পালন করা হল রবিবার। বৃক্ষরোপণ, রক্তদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এদিনটি উদযাপন করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে। চলতি বছরের থিম ছিল 'আমাদের নার্সরা আমাদের ভবিষ্যৎ, যত্নের অর্থনৈতিক শক্তি'।

এদিন সংগৃহীত ৩০ ইউনিট রক্ত মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে। নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সেখানকার পড়ুয়ারা। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, মেডিকেল কলেজের ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

গণনার পর হিংসা নয়, নির্দেশ শাসকের

ইসলামপুর, ১২ মে : আগামী ৪ জুন ভোটগণনার পর শাসকদলের পক্ষ থেকে ব্লকে যাতে কোনও অশান্তি সৃষ্টি করা না হয় সেজন্য সবাইকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হল। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে ইসলামপুর ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের পদাধিকারী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রবিবার শহরের তিনপুল মোড় লাগোয়া ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের বাড়িতে একটি বৈঠক বসেছিল। সেখানেই এই নির্দেশ দিয়েছেন খোদ ব্লক সভাপতি। প্রসঙ্গত, দলের রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে খবর, যেসব এলাকায় ইতিমধ্যে ভোট হয়ে গিয়েছে সেখানকার নেতৃত্বকে এখন থেকেই ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে বৈঠক করতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য থেকে এমন বার্তাই গিয়েছে বলে খবর।

সভায় এদিন অন্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন জেলা তৃণমূল যুবর সভাপতি কৌশিক গুণ সহ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ একাধিক অঞ্চল সভাপতি। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে ইসলামপুর ব্লকের কোন বুথে কত ভোট পড়েছে এবং শাসকদলের ঝুলিতে কত ভোট আসার সম্ভাবনা তা নিয়েও এদিনের সভায় চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় বলে খবর। পাশাপাশি নির্বাচনে তৃণমূলের যেসব নেতা ও কর্মী বিরোধী দলের হয়ে কাজ করেছেন তাঁদের নামেরও বুথভিত্তিক তালিকা তৈরির জন্য সভায় উপস্থিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সভাপতি নির্দেশ দেন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, 'যে কোনও দলের কাছে নির্বাচন বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যদি দলের সদস্যরাই বেইমানি করেন তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তাই জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া বেইমানদের নামের তালিকা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের চিরদিনের মতো দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব পাঠানো হবে।' সভা শেষে জাকির বলেন, 'সবার কাছ থেকে পাওয়া ভোটের তথ্য অনুযায়ী, ইসলামপুর ব্লক থেকে দলীয় প্রার্থীকে আমরা কমপক্ষে ৪০ হাজার ভোটে লিড দেব। পাশাপাশি ৪ জুন ভোটগণনার পর যাতে ইসলামপুর ব্লকের কোথাও কোনও অশান্তির পরিবেশ ও ভোট পরবর্তী হিংসা না হয় সেই বিষয়ে দলের নেতা-কর্মীদেরই দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সবাইকে সতর্ক থাকতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এসএফ রোডে ভাঙল গাছ

শিলিগুড়ি, ১২ মে : ঝড়-বৃষ্টির জেরে শিলিগুড়ির এসএফ রোডের ওপর ভেঙে পড়ল আস্ত একটি আম গাছ। শনিবার গভীর রাতে ঝড়-বৃষ্টির সময় গাছটি ভেঙে পড়ে। ওই গাছের নীচে একটি গুমটি ছিল। সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মীরা ভেঙে পড়া আম গাছটি কেটে সরানোর ব্যবস্থা করেন। তবে যান চলাচলে কোনও সমস্যা হয়নি।

রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য পুরনিগমের তরফে ওই গাছটি গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ায় মহানন্দা নদীর বাঁধের পাশে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেজন্য বেশ কয়েকটি বড় ডাল কেটে ফেলা হয়। যা নিয়ে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ফলে গাছের ডাল কাটার কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয় পুরনিগম। এবার সেই গাছটিই ভেঙে পড়ল। যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

হাটুর ব্যাথা

পুরানোর থেকে অতি পুরানো যে কোন জয়েন্ট এর ব্যাথা অর্থাৎ বাতের ব্যাথার ১০০ শতাংশ গ্যারেন্টি সমেত কার্যকরী ঔষুধ পাওয়া যায়।

শ্বাসকষ্ট

শ্বাসকষ্টজনিত হাঁপানি রোগ যতই পুরোনো হোক না কেন গোড়া থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করবে আমাদের এই আয়ূর্বেদিক ঔষুধ।

মদ ছাড়ান

মদ্যপান ব্যাক্তিকে গোপনে আয়ূর্বেদিক ঔষুধের চিকিৎসার মাধ্যমে মদ খাওয়া থেকে সম্পূর্ন রূপে নিস্কৃত করা হয়।

স্বাস্থ্যবান হন এবং ওজন বাড়ান

ভালো খাওয়া দাওয়ার পরেও যদি স্বাস্থ্য ভালো না হয়। রোগা দুর্বল বা যে কোন কারনে যদি ওজন না বাড়ে তাহলে বিশ্ব প্রশিদ্ধ কার্যকরি আয়ূর্বেদিক ঔষুধ দ্বারা কিছুদিনের মধ্যেই ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন ও স্বাস্থ্যবান হন।

ডায়াবেটিস-পাইলস-লিউকোরিয়া-সাদাস্রাব এছাড়াও গিলোইজুস, নিমরস, সুদ্ধ শিলাজিৎ, পাচন রস, হার্বাল কাড়া, ওজন কমানো, লিভার টনিক, আমলা রস, অ্যালোভেরা জুস, পঞ্চতুলসী, অর্শগন্ধা ক্যাপসুল, গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠ কাঠিন্য, চুলপড়া বন্ধ, হার্বাল ফেসওয়াস, এন্টি অ্যাজিং ক্রিম, স্পেশাল চবনপ্রাস ইত্যাদি আয়ূর্বেদিক ঔষুধ এখানে পাওয়া যায়।

গোপাল আয়ুর্বেদিক

হেড অফিস ঃ
শিলিগুড়ি, মঙ্গলদীপ বিল্ডিং-এর বিপরীতে,
হিলকার্ট রোড, কলাবতী মেডিক্যালের নিকটে,
প্রতি সোম থেকে শনি
সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা খোলা থাকবে।
শাখা অফিস ঃ জলপাইমোড়, শ্যাম টাওয়ার,
UCO Bank বিল্ডিং, বাসস্ট্যান্ড।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন ঝাড়গ্রাম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়গ্রাম - এর একজন বাসিন্দা ধনরাম মুরমু - কে 29.02.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71G 32779 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আর্থিক স্থিতিশীলতা যে কারও জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য আরও বেশী প্রয়োজনীয়। আমাদের যা প্রয়োজন তার থেকে বেশী অর্থ উপার্জন করা একটি কঠিন কাজ হয়ে ওঠেছে। ডিয়ার লটারি পথ দেখিয়েছে কিভাবে এক কোটি টাকা জেতা সম্ভব। তাই আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

সূর্যাপুরি আম চাষে অনীহা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১২ মে : হারিয়ে যাচ্ছে ইসলামপুরে ঐতিহ্য সূর্যাপুরি আম। কারণ, সরকারি সাহায্য ও প্রশাসনিক নজরদারির অভাব। এখানকার বহু চাষি অন্যান্য ফসলের মতো সূর্যাপুরি আমেরও চাষ করতেন। কিন্তু এখন তাঁরা মুখ ফেরাচ্ছেন। ইসলামপুর মহকুমার পাঁচ ব্লকের মধ্যে ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া ও করণদিঘিতে এই আমের চাষ বেশি হত। কিন্তু এখন চোপড়া, ইসলামপুর ও গোয়ালপোখরে এর চাষ প্রায় বিলুপ্তির পথে। অথচ কলকাতা, শিলিগুড়ির বাজারে এই আমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। রাজধানী শহরের আমমেলায় এই আম বহুল প্রশংসিত। বর্তমানে চাকুলিয়া ও করণদিঘির মুষ্টিমেয় কিছু চাষি এর চাষ টিকিয়ে রেখেছেন।

বিষয়টি নিয়ে উদ্যান পালন দপ্তরের কোনও হেলদোলও দেখা যাচ্ছে না। এক সময় ইসলামপুর মহকুমার অধিকাংশ বাড়িতেই সূর্যাপুরি আম গাছ দেখা যেত। কিন্তু এখন গাছ দূর অস্ত অনেকে এই আমের নামই ভুলতে বসেছেন। নবীণ প্রজন্মের বেশিরভাগই এই আমের নাম শোনেনি। তারা আম বলতে বোঝে মালদার আম। মালদার আম বিশ্বখ্যাত হলেও ইসলামপুর মহকুমার সূর্যাপুরি বিকল্পহীন। যেমন সুগন্ধ, তেমনই সুস্বাদু।

গত বছর সূর্যাপুরি আমের পীঠস্থান ইসলামপুর বাজারেই এর দেখা মেলেনি। এবারও মেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ১৯৫৬ সালে ইসলামপুরকে বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সে সময় এই এলাকা সূর্যাপুর পরগনা হিসাবে পরিচিত ছিল। গোটা এলাকা ছিল সূর্যাপুরি আম গাছে ভর্তি। সেজন্য আমের নামে এলাকার নাম ছিল সূর্যাপুরি পরগনা।

এ প্রসঙ্গে মহকুমার উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক অনীক মজুমদার বলেন, 'চোপড়া, ইসলামপুর ও গোয়ালপোখর ব্লকের বেশিরভাগ চাষি এই আমের চাষে আগ্রহ হারিয়েছেন। মূলত চাকুলিয়া ও করণদিঘি ব্লকেই এর চাষ বেশি হচ্ছে। কীভাবে ঐতিহ্যবাহী সূর্যাপুরি আমের চাষ আরও বাড়ানো যায় বা নয়া চাষিদের এই চাষে আগ্রহী করা যায় সেই বিষয়ে রাজ্য উদ্যান পালন দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে থেকে নির্দেশ এলেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করব।'

করণদিঘি ব্লকের সূর্যাপুরি আমের চাষি শ্যামচন্দ্র লালা বলেন, 'ছ'বিঘার আম বাগানের এক বিঘায় সূর্যাপুরি আমের চাষ করি। গত বছর যা ফলন হয়েছিল তা কলকাতার আমমেলা ও শিলিগুড়ি হাটে বিক্রি করেছিলাম। অন্যান্য জেলায় এই আমের বিপুল চাহিদা। সরকারি সাহায্য, সহযোগিতা না মেলায় চাষিরা ধীরে ধীরে এই আমের চাষ থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। নতুন চাষিরাও আগ্রহ পাচ্ছেন না।'

বিলুপ্তির পথে

- ইসলামপুর মহকুমার পাঁচ ব্লকে এক সময় প্রচুর সূর্যাপুরি আম চাষ হত
- একদা এই আমের নামেই ইসলামপুরের নাম ছিল সূর্যপুর পরগনা
- কলকাতার আমমেলা, শিলিগুড়ির হাটে সূর্যাপুরির প্রচুর চাহিদা
- সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা না মেলার অভিযোগ কৃষক মহলের

প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকা কাঁটাতারবিহীন। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ফাঁসিদেওয়া তাই পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। মঙ্গলবার রাতেই অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে দুই বাংলাদেশির। কীভাবে চলছে এই কারবার, ফাঁসিদেওয়ার পাচার-কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ শেষ পর্ব

নেতাদের মাসোহারা দিয়ে পাচার

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১২ মে : শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার আন্তরাষ্ট্রীয় সীমান্ত দিয়ে পাচার, অনুপ্রবেশের ঘটনা এবং পাচারকারীদের মৃত্যু উসকে দিয়েছে নানা প্রশ্ন। এই কারবারে শুধুই কি বাংলাদেশি চোরাচালানকারীরা জড়িত নাকি এর পিছনে রয়েছে স্থানীয়দের মদত, প্রশ্নটা এখন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় সীমান্তের গ্রামে গ্রামে। কারণ যতবারই এই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ততবারই এদেশের কোনও না কোনও কেষ্টবিষ্টুর নাম জড়িয়েছে। এই নাম জড়ানো যে শুধুই কাকতালীয় নয়, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এলাকার মানুষ।

ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলার গ্রামে মহানন্দা নদীর পাড়ে যেটুকু এলাকায় কাঁটাতার নেই সেখানে সন্ধ্যা ৬টার পর স্থানীয়দের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অন্ধকার নামতেই বদলে যায় সীমান্তের গ্রামের চিত্র। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই এলাকায় পাহারা আরও কড়া হয় বিএসএফের। দুই দেশকে বিভক্ত করেছে যে মহানন্দা, সেই নদীর ধারেকাছে স্থানীয়রাই ঘেঁষতে সাহস পান না। ফলে সেখানে ভিনদেশিদের অনুপ্রবেশ যে সহজ নয় তা অনুমান করা শক্ত নয়।

আর সেই কারণেই স্থানীয়দের কানাঘুষো করতে শোনা যায়, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারাই এই অপরাধে মদত দিয়ে আসছেন। তা না হলে প্রতিনিয়ত গোরু পাচার এবং অনুপ্রবেশের ঘটনা চলতে পারে না। বিরোধী বিজেপি নেতারাও দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযোগ তুলছেন। মাসকয়েক আগে বাড়ি থেকে গোরু চুরির সময় ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দারা বেশ কিছু চোরাকারবারিকে আটক করেছিলেন, যাদের অনেকে স্থানীয় নেতাদের নাম নিয়েছিল। এমনকি পাচার করতে

বন্দরগছে মহানন্দা পেরিয়ে চলে পাচার। রবিবার।

এসে গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে করণগছে বাংলাদেশিদের ফেলে যাওয়া মোবাইলে স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল নেতার ফোন নম্বরও পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকেই গ্রামের মানুষের সন্দেহ আরও গভীর হয়।

সূত্রের খবর, গোরু পাচারকারীদের থেকে দলের ব্লক তথা জেলার দায়িত্বে থাকা এক শীর্ষ নেতার কাছে মাসোহারা যায় নিয়মিত। কারবারের অনেকটাই সামলান তিনি। যদিও তা অস্বীকার করেছেন ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ ব্লক সভাপতি মহম্মদ আখতার আলি। তাঁর বক্তব্য, 'মাসোহারা নেওয়ার

জোর যার

- সন্ধ্যা ঘনালেই সীমান্তের কাছে ঘেঁষা মানা স্থানীয়দের
- কড়াকড়িতে অনুপ্রবেশ খুব সহজ কথা নয়
- স্থানীয়দের অনুমান, তৃণমূল নেতাদের মদতেই পাচার ও অনুপ্রবেশ চলছে
- এর আগে পাচারকারীদের ফোনে তৃণমূল নেতাদের নম্বরও মিলেছে
- দুই নেতা মাসোহারা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ

অভিযোগ ভিত্তিহীন। সীমান্তে কেন্দ্রের সশস্ত্র বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও পাচার কীভাবে হচ্ছে সেই প্রশ্ন আমাদেরও রয়েছে।' দীর্ঘদিন দলের নানা পদে ছিলেন এবং এখনও আছেন এমন এক বরিষ্ঠ নেতাও সরাসরি এই কারবারে জড়িত বলে নাম না করে অভিযোগ করছেন গ্রামবাসীরা। ফলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তাঁর।

ক্ষমতাসীন দলের নেতারাই যেখানে এই অবৈধ কারবার থেকে মুনাফা লুটছেন, সেখানে চোরাচালান যে সহজে বন্ধ হওয়ার নয় তা মেনে নিচ্ছেন গ্রামবাসী। ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ বলছেন, 'সঠিক তদন্ত হলেই কারবারে জড়িত শাসকদলের নেতারা ধরা পড়বে। তৃণমূল নেতারা যে এই অপরাধে মদত দিচ্ছে তা জানার জন্য এলাকার মানুষের কোনও রকেট বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই।' তাঁর মতো অনেকেরই মত, সীমান্তে বিএসএফের কড়া পাহারা নয়, বরং এই কারবার নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হলেই এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

তাড়া করে ডাম্পারকে জরিমানা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১২ মে : বালিবোঝাই ওভারলোডেড ডাম্পার যাচ্ছিল দ্রুতগতিতে। আর তা দেখতে পেয়ে পিছুধাওয়া করেছিলেন রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক। তাঁর তৎপরতাতেই চালান কেটে জরিমানা করা গেল ডাম্পারটিকে।

রবিবার সকালে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসের জাবরাভিটা এলাকায় বেপরোয়াভাবে চলছিল ডাম্পারটি। সেই সময় দপ্তরের রেভিনিউ অফিসার সৌরভ সরকার নিজের গাড়ি নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাম্পারটি দেখে তাঁর সন্দেহ হওয়ায় সেটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাম্পারটি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপর ডাম্পারটিকে ধাওয়া করেন তিনি। সেই দেখে ডাম্পারটি ভিআইপি মোড় থেকে নিউ জলপাইগুড়ির পথে বাঁক নেয়। এরপর প্রায় দেড় কিলোমিটার গিয়ে বাড়িভাসা এলাকার কাছে ডাম্পারটিকে দাঁড় করানো হয়। ঘটনায় ডাম্পারচালক ও খালাসি তেড়ে আসেন বলে অভিযোগ। মুহূর্তে ফোন করে অন্য ডাম্পারচালক ও খালাসিদের ডাকেন। সৌরভও বিষয়টি রাজগঞ্জ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায়কে ফোনে জানান। যদিও বিষয়টি পুলিশকে জানানোর আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে ডাম্পারচালক ও খালাসি সহ অন্যরা নরম হতে থাকে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, ঠাকুরনগর এলাকায় অবৈধভাবে বালি মজুত করা রয়েছে। সেখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বালি সরবরাহ করা হচ্ছে। দপ্তরের তরফে গোটা ঘটনাকে অবৈধ বলে জানানো হয়েছে।

রাজস্ব আধিকারিকের বক্তব্য, 'বর্তমানে আশপাশের নদী থেকে বালি তোলা নিষিদ্ধ রয়েছে। ওভারলোড ডাম্পার দেখে সন্দেহ তৈরি হয়। নিয়ম মোতাবেক চালান কেটে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই এলাকায় প্রায়ই ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচল করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কারবার চলছে। দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের বক্তব্য, 'আমরা লাগাতার অভিযান করব। বেআইনি ডাম্পার দেখলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

টুকরো খবর

কৃতী সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ১২ মে : চলতি বছর কেন্দ্রীয় বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় শিলিগুড়ি শহরের লেকটাউনের বাসিন্দা অর্চিষ্মান ঠাকুর সর্বভারতীয় স্তরে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। শনিবার তাকে দার্জিলিং জেলা বিজ্ঞানমঞ্চের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শিক্ষক দম্পতির ছেলে অর্চিষ্মান ভবিষ্যতে গবেষণা করতে চায়। বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সভাপতি গোপাল দে, শংকর কর, স্বপনেন্দু নন্দী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১২ মে : রবিবার শিলিগুড়ির নিউ মিলনপল্লির তিন নম্বর রাস্তায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। নিজ প্রাঙ্গণে এই আয়োজন করে ইয়াং স্টার ক্লাব। এদিন ১৬ জন মহিলা রক্তদান করেন। সংগৃহীত ৫৩ ইউনিট রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ক্লাব সদস্য তুলসী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সত্ত্বেও যাঁরা রক্তদান করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ক্লাবের তরফে ধন্যবাদ জানাই।'

কমিটি গঠন

শিলিগুড়ি, ১২ মে : ফাড়াবাড়ির নেপালি বস্তির কামাখ্যা মন্দিরের পরিচালন কমিটি গঠন করা হল রবিবার। এদিন একটি সাধারণ সভার মধ্যে দিয়ে ২১ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির মেয়াদ তিন বছর। পরিচালন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কানাই পাল।
সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে বিজয় রাই ও বিষক ছেত্রী। কার্যনির্বাহী সভাপতি বাবলু পাল বলেন, 'অম্বুবাচিতে বিশেষ পুজোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সেবামূলক কাজ বজায় রাখা হবে।'

পাখিদের জল

শিলিগুড়ি, ১২ মে : পাখিদের জন্য জলের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এল স্প্রেড স্মাইল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। সংগঠনের তরফ থেকে রবিবার বিভিন্ন এলাকায় গাছগুলিতে জলভর্তি পাত্র লাগানো হয়। দু'দিন অন্তর পাত্রের জল পরিবর্তন করে দেওয়া হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি রাজু পাল বলেন, 'দু'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তা তো সমবসময় হবে না। তাই এই ব্যবস্থা।'

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১২ মে : রবিবার ভক্তিনগর থানার পুলিশ মহানন্দা চর এলাকা ও মিলিটারি মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন নেশাগ্রস্তকে গ্রেপ্তার করল। দীর্ঘদিন ধরে এই দুই জায়গায় দুপুরের পর থেকে নেশার আসর বসার অভিযোগ উঠছিল। অভিযান চালাতেই নেশাগ্রস্তরা পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশ অধিকাংশকে ধরে ফেলে।

বাঁদরের উৎপাতে অতিষ্ঠ ত্রিহানা

সাগর বাগচী

বাগডোগরা, ১২ মে : হাতি নিয়ে আতঙ্ক তো ছিলই, এবার দোসর হয়েছে বাঁদরের উৎপাত। কখনও খাবারের খোঁজে স্কুলে ঢুকে পড়ছে বাঁদরের দল, আবার কখনও 'হামলা' করছে পথচলতি মানুষের ওপর। তাদের উৎপাতে তিতিবিরক্ত ত্রিহানার গোডাউন লাইন এলাকার প্রায় দুই হাজার বাসিন্দা।

টাইপো বিটের অধীনস্থ ত্রিহানা চা বাগানের গোডাউন লাইনে খাবার ছিনিয়ে নিতে বাধা দিলেই বাঁদর আক্রমণ করছে এলাকাবাসীর ওপর। অনেকে জখম হয়েছেন ইতিমধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দারা সমস্যা মেটাতে একাধিকবার বন দপ্তরের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ।

ত্রিহানা চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী কৃষ্ণা রওতিয়া বলছিলেন, 'রাস্তা দিয়ে খাবারের প্যাকেট নিয়ে যাওয়া যায় না। যখন তখন বাঁদর আক্রমণ করছে। একটা সময় এলাকায় দারুণ হাতির উৎপাত ছিল। বিশেষ করে রাতের দিকে খাদ্যের খোঁজে বুনোরা দল বেঁধে এসে বাড়ি ভেঙে দিত। বর্তমানে অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা হওয়ায় হাতিদের আনাগোনা কমেছে। কিন্তু স্বস্তি আর পেলাম কই। এখন বাঁদরের অত্যাচার সইতে হয়। ভয়ে ভয়ে বাড়ির বাইরে বের হই।'

যদিও পশুপ্রেমী সংগঠনের বক্তব্য, এই ধরনের বাঁদরের দলকে

কী পরিস্থিতি

- ত্রিহানা চা বাগানের গোডাউন লাইনে বাঁদরের দলের উৎপাত
- বন্যপ্রাণের আক্রমণে জখম অনেকে
- খাবারের খোঁজে আগে হাতির আনাগোনা ছিল এলাকায়
- এখন খাদ্য সংগ্রহে স্কুলে ঢুকছে বাঁদরের দল
- পশুপ্রেমীদের পরামর্শ, খাবার দেওয়া বন্ধ করলেই ফিরবে জঙ্গলে

জঙ্গলে ফেরানো কঠিন। যার বড় কারণ, পথচলতি মানুষ জঙ্গলের বাঁদরদের খাবার দিচ্ছে এবং ওদের আশপাশের এলাকার উচ্ছিষ্ট থেকে খাদ্য সংগ্রহের প্রবণতা। এব্যাপারে পশুপ্রেমী অভিযান সাহার কথা, 'জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসা বাঁদরকে 'রেসার্স ম্যাকাক' বলা হয়। কম খাটনিতে লোকালয় থেকে খাবার পেয়ে যাওয়ায় এরা জঙ্গলে ফিরতে চায় না। লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিলে একটা সময় পর ওরা বনে ফিরতে বাধ্য হবে। এজন্য মানুষকে সচেতন হতে হবে।'

ত্রিহানা বাগানের শ্রমিক রাজকুমার বিশ্বকর্মা জানালেন, বন দপ্তরের কাছে বাঁদরের উৎপাতের কথা জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বন দপ্তর প্রয়োজনমতো পদক্ষেপ করেনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানকার শিশু ও মহিলারা সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েছে।

তবে জানা গেল, এর আগে দপ্তরের তরফে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ানো বাঁদরগুলোকে সরাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়নি।

টাইপো বিটের আধিকারিক মানসকান্তি ঘোষের বক্তব্য, 'ত্রিহানা শুধু নয়, বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্যা রয়েছে। বেশ কিছু বাঁদরকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে নিয়ে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো আবার লোকালয়ে চলে যায়। যে বাঁদরগুলো বেশি সমস্যা তৈরি করছে, তাদের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ করা হয়। কিন্তু ঘুমপাড়ানি গুলি করতে গিয়ে অনেক সময় বাঁদর আহত কিংবা সেটার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া এখন বাঁদরের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে।'

তরুণের মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ১২ মে : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন ভীমবার এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রবিবার এক তরুণকে জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে তাঁকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম সুমন এক্কা (২৮)। তিনি মাদাতি বিন্নাগুড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

এদিন ওই তরুণকে সড়কের উপর জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জখম তরুণকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান, সড়ক পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় ওই ব্যক্তি জখম হয়ে থাকতে পারেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তৃণমূলের সভা

শিলিগুড়ি, ১২ মে : লোকসভা নির্বাচনের পর পর্যালোচনা সভা করল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ইস্টার্ন বাইপাসের কানকাটা মোড়ের দলীয় অফিসে ব্লক কমিটির উদ্যোগে একটি সভা হয়। ভোটের ফলাফল কী হতে পারে, সে নিয়ে ব্লকের পাঁচটি সাংগঠনিক অঞ্চল কমিটি পর্যালোচনা করে।

উপস্থিত অঞ্চল নেতৃত্ব নিজ নিজ এলাকার রিপোর্ট পেশ করে। তার ভিত্তিতে নির্বাচনে এই ব্লকে তৃণমূল প্রার্থী প্রচুর ভোটে এগিয়ে থাকবেন বলে দাবি করা হয়। দলের ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক বলেন, 'নির্বাচনে ভালো ফল নিয়ে আমরা আশাবাদী।'

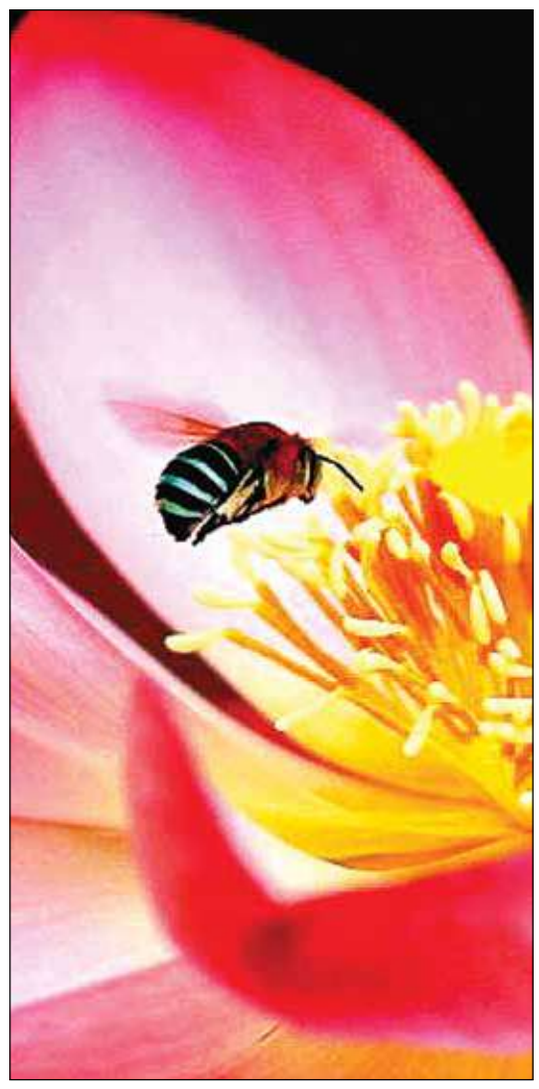

ভ্রমর।। ছবিটি তুলেছেন বালুরঘাটের বিশ্বরূপ সরকার।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অন্য সংস্করণের খবর

শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরের বাকি জেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর এবার একঝলকে

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

তছরুপের হিসেব তলব মেডিকেলে

কোচবিহার, ১২ মে : কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে গরমিলের হদিস মিলেছে। বিশেষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেয়েই স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকরা নড়েচড়ে বসেছেন। চিঠি পাঠিয়ে এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওই চিঠির কথা ফাঁস হতেই শোরগোল ছড়িয়েছে। হাসপাতালের বিভিন্ন খাতে আর্থিক তছরুপ হয়েছে বলে গত বছর স্বাস্থ্য ভবনে অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ভবনের তিন আধিকারিক পাঁচদিন ধরে তদন্ত করে যান। সেই তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতেই যত দ্রুত সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব চাওয়া হয়েছে। মেডিকেলের অধ্যক্ষ ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডল বললেন, 'তদন্তকারীরা যে রিপোর্ট জমা করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ভবন থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে কিছু বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে।' এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদের বক্তব্য, 'তদন্তের সময়ই অনেক কিছু জানতে চাওয়া হয়েছিল। আবার কিছু বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।'

গত বছর মে মাসে ঘটনার সূত্রপাত। হাসপাতালের প্রাক্তন অ্যাকাউন্টস অফিসার নুরউদ্দিন মল্লিক গত ৬ মে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ পাঠান। তিনি জানান, রোগীর খাবার, বেডশিট ও অন্যান্য সামগ্রী ধোওয়ার লন্ড্রি খরচ, পিপিপি মডেলের এমআরআই, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিসের খরচ, সরকারি গাড়ির তেল খরচ সহ আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে আর্থিক তছরুপ হয়েছে। এমএসভিপি'র দিকে অভিযোগের তির যায়। তদন্তের জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য ভবন থেকে তিনজন আধিকারিক হাসপাতালে আসেন।

বয়স কমিয়ে প্রসবের প্রবণতা

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : সংখ্যাতত্ত্ব রীতিমতো ভয় ধরাচ্ছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গত মার্চ মাসে ১৩৯ জন এবং এপ্রিল মাসে ১২২ জন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এদের বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। এভাবে কমবয়সিরা মা হওয়ায় প্রশাসনে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, আইনি সমস্যা এড়াতে এই মেয়েদের বেশিরভাগ পরিবার কমবয়সিদের বয়স ভাঁড়িয়ে ১৯ বছর হিসেবে দেখিয়ে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। এই প্রবণতা বেড়ে চলায় প্রশাসনিক আধিকারিকরা উদ্বেগে ভুগছেন।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'নাবালিকাদের প্রসবের বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই চিন্তার বিষয়। বয়স ভাঁড়িয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া গুরুতর অন্যায়। একজন রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার সঠিক বয়সের বিষয়টি চিকিৎসকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটা গাছ বড় হওয়ার আগেই যদি তাতে ফল চলে আসে সেটি অবধারিতভাবে ভেঙে পড়বে। নাবালিকা অবস্থায় সন্তানের জন্ম দিলে একই অবস্থা হবে। সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থাতেই সন্তান অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় মা অপরিণত সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। এক্ষেত্রে উভয়ের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিয়মিত এই বিষয়ের ওপর সচেতনতা শিবির করে থাকি।'

মাতৃ দিবসে ছেলের মারে মায়ের মৃত্যু

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১২ মে : মাতৃ দিবসে মাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। শামুকতলা থানার গারোখুটা গ্রামের ঘটনা। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম বীণা খড়িয়া (৫৪)। ধৃত তরুণ সঞ্জয় খড়িয়া। ছেলের হাতে মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, মৃতার স্বামী নাক্কু খড়িয়া হায়দরাবাদে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। বীণা রোজ নেশা করতেন। এই নিয়ে সংসারে অশান্তি ছিল। শনিবার বিকালে লোহারডাঙ্গি বাজারে যান তিনি। সেখানে গিয়েও মদ্যপান করেন। সন্ধ্যার পর সেখান থেকে তাঁর পরিচিত সমরু খড়িয়া, ঝাড়ি খড়িয়া ও বিমল খড়িয়া নামে তিন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন তিনি।

এদিকে, মায়ের খোঁজে সঞ্জয় ওই বাজারের দিকে যায়। রাস্তায় সেও মদ্যপান করেছিল। পথে মায়ের সঙ্গে ওই তিন ব্যক্তিকে দেখে সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। তারপর শুরু হয় মারধর। সঞ্জয়ের মারের চোটে গুরুতর হন তার মা। এরপর ওই তিন ব্যক্তি বীণাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। রবিবার ভোরের দিকে প্রচণ্ড অসুস্থ বোধ করেন তিনি। জল চেয়ে খান। সকালেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই গ্রামবাসী পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে। সঞ্জয়ের ভাই অঞ্জয় খড়িয়া বলছিলেন, 'দাদার মারধরে এভাবে মায়ের মৃত্যু হবে ভাবতে পারিনি। রাতে ভালোই ছিলেন। ভোরের দিকে বৌদির কাছে জল চেয়েছিলেন। সকালে মায়ের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা পুলিশকে খবর দিই। চিকিৎসকরা মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।'

শোকস্তব্ধ গারোখুটা গ্রাম। রবিবার।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়ের প্রতিক্রিয়া, মাতৃ দিবসের দিন একজন মায়ের মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মৃত মহিলার মেয়ে কল্পনা খড়িয়া দাদার বিরুদ্ধে তাঁর মাকে পিটিয়ে খুন করার লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। আমরা অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করেছি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

ছয় বছর পর নিকাশিনালা সাফাই শুরু

চোপড়া, ১২ মে : বর্ষাকাল অনেকের কাছেই স্বস্তিদায়ক। কিন্তু সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনির বাসিন্দাদের কাছে তা হয়ে উঠত বিভীষিকা। প্রতিবছর বর্ষা এলেই ভোগান্তি পোহাতেন কলোনির বাসিন্দারা। হয়রানির কারণ একটাই, বেহাল নিকাশিনালা। প্রায় ছয় বছরের ভোগান্তির পর অবশেষে মুখে হাসি ফুটল বাসিন্দাদের। নিকাশিনালা সাফাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হল। তিন-চারদিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিকাশিনালা সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

গোটা সদর এলাকায় নিকাশি সমস্যা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন বাসিন্দারা। এবছর বর্ষার আগে নিকাশিনালা সাফাইয়ের দাবি ওঠে। অভিযোগ ছিল, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নালা সাফাইয়ের কোনওরকম উদ্যোগ নেওয়া হয় না। সারাবছর মশার উৎপাতে জেরবার বাসিন্দারা। অধিকাংশ নালা ভরাট হয়ে রয়েছে। জঞ্জাল, জমা জল বের করার উপায় নেই। রয়েছে ডেঙ্গির আশঙ্কা। বৃষ্টি হলেই নালার জল বাড়িতে ঢুকে যেত। একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। প্রত্যেকবার শুধুই আশ্বাস মিলেছে। অবশেষে সাফাইয়ের কাজ শুরু হওয়ায় যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশা দেখছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রিতা সরকারের কথায়, 'এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাওয়া হয়। সবার একটাই দাবি ছিল- নিকাশিনালা সাফাই করতে হবে। ভোট মিটেছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যই গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে নালা সাফাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

এখানকার বেশিরভাগ নালা কার্যত বুজে যাওয়ায় এখন আর্থমুভার দিয়ে মাটি তুলতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সাব্বির আলম বলেন, গত তিন-চারদিন ধরে নালাগুলি সাফাইয়ের কাজ চলছে। অধিকাংশ নালা বন্ধ হয়ে আছে।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'ওই কলোনিতে নালা নিয়ে সমস্যা ছিল। সে কারণে এবার বর্ষার আগে কাজ শুরু করা হয়েছে। নতুন করে আরও কিছু নালা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।'

কলকাতা এবং

লকেট নিখোঁজ

মোদির সভার পরই চুঁচুড়ায় লকেটের নামে পড়ল নিখোঁজ পোস্টার। পোস্টারে লেখা, 'সন্ধান চাই, লকেট মানে পালাই, জানে হুগলির সবাই।'

ভিজবে রাজ্য

সোমবার রাজ্যের সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। বৃহস্পতিবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা।

সৃজনকে সারপ্রাইজ

প্রচারে বেরিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের থেকে সারপ্রাইজ পেলেন সৃজন। তাঁদের সঙ্গে জন্মদিনের কেক কাটলেন সিপিএম প্রার্থী।

বিমানে অসুস্থ

বিমানের ভিতরেই অসুস্থ ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের কর্তব্যরত বিমানকর্মী। তড়িঘড়ি বে নম্বর ৫০-এ অবতরণ বিমানের।

রাজভবনের ৪ কর্মীকে তলব

কলকাতা, ১২ মে : রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগকারিণী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওইদিনের সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ চাওয়ার পরও পায়নি। তবে পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে সেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তা খতিয়ে দেখার পরই রাজভবনের একাধিক কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠাল লালবাজার।

সম্প্রতি রাজভবনের ঘটনায় পুলিশের হাতে যে ফুটেজ এসেছে তাতে দেখা গিয়েছে, অভিযোগকারিণী কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসছেন। তা দেখেছেন চারজন কর্মী। ফুটেজ খতিয়ে দেখেই ওই চারজন কর্মীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ এবং তাঁদের তলব করা হয়েছে। তবে তাঁরা পুলিশের তলবে আদৌ সাড়া দেন কিনা, সেটাই দেখার।

মা যে আমার ঘরে।। *মাতৃ দিবসে কলকাতার বাবুঘাটে।* *ছবি : আবির চৌধুরী*

তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধর

কলকাতা, ১২ মে : নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল সন্দেশখালিতে। পুলিশ মিথ্যা মামলায় দলীয় কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে, এই অভিযোগ তুলে রবিবার সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ দেখান বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র সহ নেতা-কর্মীরা। থানার অনতিদূরেই তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি দিলীপ মল্লিকের বাড়িতে সভা করছিলেন সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। সেই বাড়িতে গিয়ে বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। বিধায়কের সামনেই তাতান নামে এক তৃণমূল কর্মীকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিধায়কের মুখ চেপে ধরেন এক মহিলা।

বিধায়কের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রই এই অশান্তি পাকাচ্ছেন। অপরদিকে, সন্দেশখালি কাণ্ডে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন বলে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানাল তৃণমূল।

জোর করে জমি দখল, মহিলাদের ওপর অত্যাচার ইত্যাদি অভিযোগ নিয়ে বহুদিন ধরেই খবরের শিরোনামে সন্দেশখালি। মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে শাসক তৃণমূলকে রীতিমতো কোণঠাসা করে বিরোধীরা। নির্বাচনের আগে বিরোধীদের প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে সন্দেশখালি।

এরই মধ্যে স্টিং অপারেশনে সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের বক্তব্যের ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। যেখানে তিনি বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো। বিজেপি টাকা দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করেছে।' এই নিয়ে বিজেপিকে পালটা কোণঠাসা করেছে তৃণমূল। বিজেপির বক্তব্য, নিজেদের বাঁচাতে ফের ভিডিও করে বাজারে ছেড়েছে তৃণমূল। এরই মধ্যে জেলিয়াখালি এলাকায় ছিনতাইয়ের অভিযোগে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ, বেছে বেছে তাদের কর্মীকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। তার প্রতিবাদেই এদিন সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়।

যে সময় সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছিল সেইসময় থানার পাশেই স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি দিলীপের বাড়িতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন বিধায়ক সুকুমার। সেই কথা আন্দোলনকারীদের কানে যেতেই তাঁরা গিয়ে ওই বাড়ি ঘেরাও করেন। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল বেশি। তাঁদের অভিযোগ, সম্প্রতি বিজেপি নেতা গঙ্গাধরের যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে তা ভুয়ো। এই ভুয়ো ভিডিও তৈরি করেছেন তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক। বিক্ষোভ চলাকালীন এক তৃণমূল সমর্থককে তাঁর বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে

সন্দেশখালি থানায় বিক্ষোভ বিজেপির

এসে বেধড়ক মারধর করা হয়। বিধায়কের সামনেই এই মারধর চলে। দলীয় কর্মীকে বাঁচাতে গেলে দিলীপের সঙ্গে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি হয়। তাঁকে জুতো খুলে মারতে যান এক মহিলা। দিলীপ বলেন, 'আজ যা হয়েছে, মানুষ তা দেখেছে। সাধারণ মানুষই এর জবাব দেবে।'

সব মিলিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেইসময় সংবাদমাধ্যমকে এই বিষয়ে বলতে গেলে বিধায়কের মুখ চেপে ধরে রীতিমতো হুমকি দেন এক মহিলা। পরে অবশ্য বিধায়ক বলেন, 'এই বিক্ষোভের পিছনে আছেন প্রার্থী রেখা পাত্র।' এদিন দিল্লির জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে তৃণমূলের পক্ষে অভিযোগ করা হয়, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে রাজ্যকে প্যাঁচে ফেলার ষড়যন্ত্র করছেন।

পঞ্চম দফার ভোট

লড়াইয়ে ২০ জন কোটিপতি

কলকাতা, ১২ মে : রাজ্যে ২০ মে পঞ্চম দফায় আরামবাগ, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হুগলি, হাওড়া, শ্রীরামপুর ও উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এই ৭টি কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ৮৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ২০ জন প্রার্থীই কোটিপতি। প্রার্থীদের গড় সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। প্রার্থীদের অনেকেই শুধু অর্থবলে বলীয়ান তাই নয়, ২১ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ১৯ জনের বিরুদ্ধেই রয়েছে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের মামলা।

রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচের তরফে প্রার্থীদের জমা দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে জানানো হয়েছে, এই দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হুগলি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকারও বেশি। সম্পত্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন হুগলি জেলারই আর এক বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকারও বেশি। বনগাঁ কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী সুমিতা পোদ্দারের মোট সম্পদের পরিমাণ ২২ কোটি টাকার বেশি। ১৮ কোটি টাকারও বেশি মোট সম্পদের অধিকারী হয়েও দেনার তালিকায় হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার রথীন চক্রবর্তী শীর্ষে রয়েছেন। তাঁর দেনার পরিমাণ ৬ কোটি টাকা। বনগাঁর নির্দল প্রার্থী সুমিতা পোদ্দার সম্পদে তৃতীয় স্থানে থাকলেও দেনায় তিনি রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। তাঁর দেনার পরিমাণ ৩ কোটি টাকারও বেশি। বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার বেশি হলেও তাঁর দেনার পরিমাণ ১ কোটি টাকারও বেশি।

সন্দেশখালি ও দুর্নীতি ইস্যুতে একে অপরকে আক্রমণ মোদি-মমতার

'ভয় দেখানোর নয়া খেলা তৃণমূলের'

জগদ্দল (ব্যারাকপুর), ১২ মে : ব্যারাকপুরের সভা থেকে সন্দেশখালি নিয়ে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সন্দেশখালির ভিডিওকে 'ফেক' ভিডিও বলে ইতিমধ্যেই সরব বিজেপি। এদিন জগদ্দলের সভা থেকে সেই ভিডিওর যথার্থতা নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও প্রধানমন্ত্রীর মতে, সন্দেশখালি নিয়ে 'নতুন খেলা' শুরু করেছে তৃণমূল। নাগরিকত্ব আইন সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও কার্যকর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি দুর্নীতির প্রশ্নে ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করে রাজ্যের শাসকদল ও সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন মোদি।

রবিবার রাজ্যে প্রথম সভাটি ছিল ব্যারাকপুরের জগদ্দলে। দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে সেই সভা থেকেই এদিন সন্দেশখালি প্রসঙ্গে সরব হন মোদি। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালিতে কী চলছে সারা দেশ তা দেখতে পাচ্ছে। সেখানকার অত্যাচারী নেতাদের তৃণমূলের পুলিশ বাঁচিয়েছে। আর এখন এলাকা থেকে বোমা-বন্দুক উদ্ধার হচ্ছে। কিন্তু তাতেও তুষ্টিকরণের রাজনীতি থেকে সরতে নারাজ তৃণমূল। কারণ, ওখানে অত্যাচারীর নাম শেখ শাহজাহান। তাঁকে ক্লিনচিট দিতে চায় এই শাসক দল।'

রবিবারের ৪টি সভার জন্য শনিবারই কলকাতায় পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেদিনই সন্দেশখালির দ্বিতীয় স্টিং ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করে দেখেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। সেই ভিডিওতে সন্দেশখালির 'সাজানো' টাকার লেনদেনের হিসেব শোনা গিয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শনিবার একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সন্দেশখালির এই স্টিং ভিডিওকে সরাসরি ফেক ভিডিও বলে মন্তব্য করেছিলেন। এদিন জগদ্দলের সভায় ওই স্টিং ভিডিও সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্দেশখালি নিয়ে নয়া খেলা শুরু করেছে। এর উদ্দেশ্য সন্দেশখালির মহিলাদের ভয় দেখানো।' রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার এই ঐতিহাসিক ভূমিকে টিএমসি কী হাল করেছে। জায়গায় জায়গায় বোমার কারখানা বানিয়েছে। তৃণমূলের রাজত্বকালে অনুপ্রবেশকারীরাই সবথেকে গুরুত্ব পায়।' রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বরাবরই সরব বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের স্বার্থে অনুপ্রবেশকে মদত দেয় এই সরকার। অনুপ্রবেশ বন্ধে বিজেপির দীর্ঘদিনের দাবি, উদ্বাস্তু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে সিএএ আইন ভোটের মুখে কার্যকর করেছে কেন্দ্র। আর তা নিয়েই চাপানউতোর তৃণমূল-বিজেপিতে।

নির্বাচনি প্রচারে জগদ্দলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার। -রাজীব মণ্ডল

এদিনও প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি প্রশ্নে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার কোনও হিসেব দেয়নি এই সরকার। ক্যাগ রিপোর্টই সেই কথা বলছে। এটা একটা বড় মাপের দুর্নীতি। এই প্রসঙ্গেই রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে একাধিক দুর্নীতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এইসব দুর্নীতির পিছনে শুধু নেতারা নয়, সরকারের মেশিনারিও যুক্ত আছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'এক এক করে চোর ধরো আর জেলে ভরো।'

উলুবেড়িয়ার জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার। -পিটিআই

'জ্ঞানের কথা শুনতে চাই না'

আমডাঙা (ব্যারাকপুর), ১২ মে : জগদ্দলে বাণ ছুড়লেন মোদি। আমডাঙায় পালটা জবাব দিলেন মমতা। রবিবার রাজ্যে এসে সন্দেশখালি থেকে শুরু করে সংরক্ষণ এবং দুর্নীতির প্রশ্নে মমতার বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির সভা শেষের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তার জবাব দিতে পালটা আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালি নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বিজেপি যে পরিকল্পনা করেছিল তা কার্যত মাঠে মারা যাবে বলেও এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা।

এদিনও স্টিং ভিডিও প্রকাশের পর প্রাথমিকভাবে বিজেপি কিছুটা ধাক্কা খেলেও ভোটের মুখে এই ইস্যুতে সুর নরম না করে পালটা আক্রমণে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। সেই কৌশলের অঙ্গ হিসেবে এদিন প্রধানমন্ত্রী ফের সন্দেশখালি প্রসঙ্গে সরব হন। আর প্রধানমন্ত্রীর সেই আক্রমণের পালটা জবাব দিতে এদিন মমতা বলেন, 'এখনও সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যা বলে যাচ্ছেন! সন্দেশখালির সন্দেশ তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রেজাল্টটা মিলিয়ে নেবেন।' এরপরেই সারা দেশে ভোটের ফল নিয়ে মমতা বলেন, 'সারা দেশেই বিজেপি এবার পিছু হটছে। রেজাল্ট হল, মোদি যাচ্ছে।' সন্দেশখালির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে মমতা আরও বলেন, 'নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বোনেদের সম্মান কীভাবে নষ্ট করছেন, হেয় করেছেন টাকার বিনিময়ে। লজ্জা করে না! যারা মা-বোনেদের সম্মান নষ্ট করে তাদের জ্ঞানের কথা শোনবার জন্যে আমি তৈরি নই।'

নাগরিকত্ব ইস্যুতে মোদির সিএএ গ্যারান্টিকে তীব্র কটাক্ষ করে এদিন মমতা বলেন, 'মতুয়াদের ক্যা করবেন। ক্ষমতা থাকলে তাদের নিঃশর্ত অধিকার দিন। মানুষকে তাড়াতে চাইলে আপনাকে বাংলায় ঢুকতে দেব না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসতে পারেন কিন্তু বিজেপি নেতা হিসেবে আপনি আগুন জ্বালাতে পারেন না।' যদিও এরপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্যরি বাংলায় আসতে পারবেন না বলে যা বলেছি সেটা আমি প্রত্যাহার করছি।' তবে একই সঙ্গে মমতা জানিয়ে দেন, নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথায় তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ('আমার গায়ে এতটাই জ্বালা লেগেছিল') যে একথা বলে ফেলেছেন।

ছবি বিতর্ক

কলকাতা, ১২ মে : রবিবার নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে তাঁর প্রথম সভা শুরু করেন ব্যারাকপুর দিয়ে। ব্যারাকপুরের জগদ্দলে অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে সভা করেন তিনি। ওই সভা মঞ্চেই ভাটপাড়ার বিধায়ক অর্জুন-পুত্র পবন সিংকে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি তুলে দিতে। কিন্তু মোদির হাতে সেই ছবি ধরানো হয় উলটো করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুল বুঝতে পেরে সোজাও করে দেওয়া হয় ছবিটিকে। মোদির ডানদিকে বসে থাকা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ছবিটি সোজা করে তাঁর হাতে দিয়ে আলোকচিত্রীদের দিকে ফের তুলে ধরেন। কিন্তু ততক্ষণে 'ফাউল' হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূল লেখে, 'এরাই নাকি বাংলার হৃদয়ে জায়গা করতে চায়।'

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ১০.০০ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ মন দিতে চাই
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ ভক্তির সাগর, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া- ১ ঘণ্টার মহাপর্ব, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

বড়লোক অ্যাটর্নির সাহিত্যিক মেয়ে আরতির জীবনটা জুড়ে যায় নিতান্তই অপছন্দের পুরুষ প্রতিবেশী সুনন্দর সঙ্গে। **আকাশ আটে** সাহিত্যের সেরা সময়ে- **যার যেথা ঘর**- সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০টায়।

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

দুপুর ২.৫৫ মিনিটে
মন মানে না জলসা মুভিজে।

সকাল ১১.৪৫ মিনিটে
আয়রন ম্যান ৩ স্টার মুভিজে।

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১২.০০ রাবণ, দুপুর ২.৫৫ মন মানে না, সন্ধ্যা ৬.০০ দেবী, রাত ৯.৩০ অগ্নিশপথ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধ্যা ৭.০০ কুরুক্ষেত্র, রাত ১০.০০ সখী তুমি কার
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.৩০ বৌরানি, রাত ৮.৩০ টক্কর, রাত ১১.৩০ কিশোর কুমার জুনিয়র
জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১১.৫৫ ১৭ই সেপ্টেম্বর, দুপুর ১.৫০ বেলাশুরু, বিকেল ৪.২০ ককপিট, সন্ধ্যা ৬.৫০ হাইওয়ে, রাত ৯.০০ কুলের আচার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার তুমি

বুদ্ধদেবকে নিয়ে অরূপের প্রশ্ন

কলকাতা, ১২ মে : বার্ধক্যের ভারে দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। চলনক্ষমতা হারিয়েছেন, কাউকে কাউকে একটু আধটু চিনতে পারেন। সেই বুদ্ধদেববাবুর কার্যকাল প্রসঙ্গ টেনে আনলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন উন্নয়নের খতিয়ান শূন্য বলেই দাবি অরূপের।

রবিবার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের সঙ্গে প্রচারে বেরিয়েছিলেন তিনি। তখনই একদা বামগড় হিসেবে পরিচিত যাদবপুরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন অরূপ। তিনি বলেন, '২৪ বছর এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি এই এলাকার জন্য, এখানকার মানুষের জন্য কিছু করেননি। মাত্র দু'বছরের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক অর্থাৎ আমাদের পুরপ্রতিনিধিরা উন্নয়ন কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছেন।' এই কেন্দ্রে গতবারের সাংসদ মিমির থেকেও সায়নী আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতবেন বলে দাবি অরূপের।

এবছরই মাস্টার প্ল্যান শুরুর প্রতিশ্রুতি দেবের

চিত্ত মাহাতো

ঘাটাল, ১২ মে : ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেব রবিবার ঘাটালের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে গিয়ে ফের ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বলেন, 'এবছরই মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হবে। যদি কাজ না শুরু হয় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমি ঘাটালে ঢুকব না। সাংসদ হিসেবে গত ১০ বছরে বহু চেষ্টা করেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করতে পারিনি। তাই আমি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল এখানে ঝগড়া ছাড়া কিছু হয় না। ভেবেছিলাম আমার চ্যাপ্টার ক্লোজড। দিদি বললেন, না তোমাকে দাঁড়াতে হবে।'

বিগত নির্বাচনে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জেতা এবং বন্যা ও করোনার সময় ঘাটালে না আসায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'যে সৎ কাজ করে তার ভয় পাওয়ার দরকার নেই। দিদি এবার কথা দিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকার করবে। তাই আমি কথা দিচ্ছি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ এই বছর থেকে শুরু হবে।'

দেব আরও বলেন, 'আমি জানি ভোটের বাজারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটা নিয়ম আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া আরেকটা নিয়ম। যদি সত্যি কাজ হত তাহলে ৫০-৬০ বছরে মাস্টার প্ল্যান হত। ঘাটাল কেন্দ্রে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন প্রত্যেকেই মাস্টার প্ল্যান করার কথা বলেছেন।'

তিনি বিজেপি প্রার্থী হিরণের নাম না করে বলেন, 'সে সারাদিন তার বিরোধী প্রার্থীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে। সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দিচ্ছে। কিন্তু জেতার পর কে কত বড় গুন্ডা হবে সেই প্রতিযোগিতার জন্য এই নির্বাচন নয়। মানুষের পাশে কে থাকবে সেটাই আসল কথা। আমি দেব বলে ভোট দিতে হবে সেরকম নয়। আমি যদি সত্যি ভালো কাজ করে থাকি বলে মনে করেন তাহলে আপনারা আমাকে ভোট দেবেন।'

দেবের দাবি, তিনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে পার্লামেন্টে একাধিকবার বলেছেন এবং সেটাও বাংলা ভাষায়। তাঁর কথায়, 'কেন বাংলায় বলেছি, এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাংলা আমার মাতৃভাষা। আমি গর্বিত আমি বাঙালি। তাছাড়া দক্ষিণের সাংসদরা সংসদে তাঁদের মাতৃভাষায় কথা বলেন। তাহলে আমি আমার মাতৃভাষায় কথা বলব না কেন?'

মূলস্রোতে ফেরাতে জোর তৎপরতা

নিষ্ক্রিয়দের সঙ্গে ফোনে কথা বক্সীর

কলকাতা, ১২ মে : বুথ স্তরে সংগঠন শক্তিশালী করতে হবে, এই বক্তব্যই বারবার প্রতিষ্ঠা করেছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে যেমন গেরুয়া গড়, তেমনই দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূলের আধিপত্য। নির্বাচনে নিজেদের দক্ষিণের গড় ধরে রাখতে ঝাঁপিয়েছে শাসকদল। বসে যাওয়া অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া জেলা ও ব্লকের নেতাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনাই এখন লক্ষ্য তৃণমূলের। তাই সবার অলক্ষ্যে ভবানীপুরের পার্টি অফিসে বসে একের পর এক নিষ্ক্রিয় নেতাদের ফোন করে চলেছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। নির্বাচনের আবহে মান-অভিমান ভুলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুরোধ ও নির্দেশ দিচ্ছেন বক্সী।

জেলাভিত্তিক ব্লক স্তরের ও জেলা স্তরের নেতাদের একাংশ ভোটের কাজে নামছেন না। এই অভিযোগ প্রচার শুরুর পর থেকেই দলের রাজ্য সভাপতির কানে আসতে থাকে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুরোনো দিনের কর্মী। তাই আবার তাঁদের ফেরাতে নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের পার্টি অফিস থেকে ফোন করেন তিনি। অনেকে নিজেদের ক্ষোভ, অভিমান তাঁকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিজেপির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গিয়েছে নতুনদের ভিড়ে ব্রাত্য হয়েছেন পুরোনোরা। তৃণমূলের ক্ষেত্রেও সেই উদাহরণ ব্যতিক্রম হল না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুর নজর এড়ায়নি বক্সীর। সবকিছু মন দিয়ে শুনে সমস্ত ভুলে দলকে জেতানোর লড়াইয়ে আবার মাঠে নামার নির্দেশ দেন বক্সী।

তৃণমূলের পুরোনো সঙ্গীদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত টিকে রয়েছেন সুব্রত বক্সী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুরোনো বিশ্বস্ত সৈনিক তিনিই। ১৯৯৮ সাল থেকে দলের রাজ্য সভাপতি তিনি। কঠোর হস্তে দলের সংগঠন মজবুত করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। ভোটের আগে সেই ফর্মেই ফিরেছেন বক্সী।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ সামান্য কথার জেরে সংসারে অশান্তি। কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। বৃষ ঃ সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন ঃ দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণে আনন্দ। অসম্পূর্ণ কাজ সমাধান হওয়ায় মানসিক তৃপ্তি। কর্কট ঃ কোনও কাজ করে আজ মানসিক চাপে পড়তে পারেন। বিতর্কে যাবেন না। প্রেমে সামান্য অশান্তি। সিংহ ঃ মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। বাড়ি পরিবর্তনের ইচ্ছা। কন্যা ঃ বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তি। সুপরামর্শে লাভবান। তুলা ঃ প্রযুক্তিবিদদের জন্য শুভ। হঠাৎই শরিকি ঝামেলার মুখোমুখি। বৃশ্চিক ঃ ব্যবসায় অর্থাগম বাড়বে। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি হবেন। প্রেমে শুভ। ধনু ঃ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ শুরু করতে হতে পারে। পরোপকারে আনন্দ। বন্ধুকে নিয়ে খুশি। মকর ঃ বন্ধ থাকা কাজ শুরু হবে আজ। ভাই-বোনের সঙ্গে আজ খুব ভালো দিন কাটবে। কুম্ভ ঃ প্রেমের সমস্যা কাটায় শান্তি। কোনও নিকটজনের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। মীন ঃ নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। ব্যয়বৃদ্ধি হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩০ বৈশাখ, ১৪৩১, ভাঃ ২৩ বৈশাখ, ১৩ মে ২০২৪, ৩০ বহাগ, সংবৎ ৬ বৈশাখ সুদি, ৪ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।৬। সোমবার, ষষ্ঠী অহোরাত্র। পুনর্বসুনক্ষত্র দিবা ১।৫৩। শূলযোগ দিবা ১০।২০। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৭।৩৯ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১।৫৩ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।৫৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী-পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৪০ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১২ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাসদগ্ধা। চন্দনষষ্ঠী। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।২ মধ্যে ও ১১।১৩ গতে ২।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৪ মধ্যে।

সম্পাদকীয়

সোমবার, ৩০ বৈশাখ ১৪৩১, ১৩ মে ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩৫৩ সংখ্যা

বঙ্গশিশুর মৃত্যুফাঁদ

দিনকয়েক আগে বর্ধমানের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া রাজ বিশ্বাস হুগলির পাণ্ডুয়ায় মামাবাড়িতে এসেছিল। সমবয়সি আরও দুটি বালকের সঙ্গে বাড়ির পাশে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তার। গুরুতর জখম বাকি দুই বালক। বিস্ফোরণস্থলের অদূরে সেদিন ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবেশ। এই ঘটনার দিনতিনেক পর বীরভূমের নলহাটিতে বাড়ির সামনে পড়ে থাকা বোমা ফেটে রক্তাক্ত হয় আরেক কিশোর।

গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বল ভেবে খেলতে গিয়ে একইভাবে রাজের মতো কত শিশুর প্রাণ গিয়েছে, কত শিশু হাত-পা হারিয়েছে, তার হিসেব নেই। সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক, এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটলেই সেটা নিয়ে শাসক-বিরোধীর চাপানউতোর শুরু হয়। জীবন শুরু হওয়ার আগেই একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবনের আলো নিভে যাওয়ার বিষয়টা সবসময় ধামাচাপা পড়ে যায়। সবকিছু ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে রাজনৈতিক তর্জা।

সবসময় যে শিশুরাই বিস্ফোরণের বলি হয়, তা নয়। কখনো-কখনো কিশোর-তরুণরা বোমাবাজির বলি হয়। তবে মাঠেঘাটে যত্রতত্র বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে শিশুমৃত্যুর ঘটনা যেন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলায়। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ২০২২ সালের মার্চে বীরভূমের বগটুই গ্রামে গণহত্যার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি মনোজ মালব্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'সারা বাংলায় সমস্ত জায়গায় তল্লাশি চালাও। যেখানে যত বোমা আছে, যত বেআইনি অস্ত্র রয়েছে, সব উদ্ধার করতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ শোনার পর রাজ্যের মানুষ আশা করেছিল, এবার হয়তো সত্যিই জেলায় জেলায় বোমা বানানো, আগ্নেয়াস্ত্র মজুত, বোমাবাজি, বোমা ফেটে অকালমৃত্যু বন্ধ হবে। মানতেই হবে, মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর প্রথম কিছুদিন অন্তত, বিশেষ করে বীরভূম জেলার কিছু এলাকায় দফায় দফায় অজস্র তাজা বোমা পুলিশ উদ্ধার করে। কিন্তু তারপর পরিস্থিতি আবার সেই একই।

রাজ্যজুড়ে বোমা কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু অথবা হাত-পা উড়ে যাওয়ার খবর আসতেই থাকে। কোথায় ঘটেনি? শাসন, দেগঙ্গা, রেজিনগর, মাড়গ্রাম, হাড়োয়া, বেলডাঙ্গা, অশোকনগর, ভাঙড়, সাঁইথিয়া, কেশপুর, মিনাখাঁ, ভাতার, কেতুগ্রাম, হরিহরপাড়া, বনগাঁ, দাঁতন, ডোমকল, ভাটপাড়া, জগদ্দল, সন্দেশখালি, নরেন্দ্রপুর সর্বত্র। বিস্ফোরণ ঘটেছে কখনও পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে, কখনও রাস্তাঘাটে, কখনও পাবলিক টয়লেটে, কখনও সেপটিক ট্যাংকে মজুত বোমা ফেটে, আবার কখনও টিফিন বক্সে।

বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে কোথাও এগারো বছরের বালক, কোথাও ন'বছরের বালিকা, আবার কোথাও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। গত পঞ্চায়েত ভোটের দিনকয়েক আগে বোমার আঘাতে দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের গাঙাটি গ্রামের উঠতি ক্রিকেট প্রতিভা একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া ইমরানের মৃত্যু শোরগোল ফেলে দিয়েছিল গোটা রাজ্যে। তারিখটা ছিল ৪ জুলাই। রাত এগারোটা বেজেছে, বাবা তখনও বাড়ি ফেরেননি। হন্তদন্ত হয়ে বাবার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে ইমরান। বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ বোমাবাজিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ইমরানের। এভাবে কত ইমরানের প্রাণ ঝরে গিয়েছে, কে রাখে তার হিসেব।

আজ ভোটগ্রহণ দক্ষিণবঙ্গের আটটি লোকসভা আসনে। বিভিন্ন জেলায় বোমা-আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, বোমায় মৃত্যুর খবরে নির্বাচন কমিশন বিশেষ উদ্বিগ্ন। উদ্বেগের কারণ, বহু আগে থেকে জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় জওয়ানদের রুটমার্চ করানো সত্ত্বেও বোমাতঙ্ক, হিংসাত্মক বিভিন্ন ঘটনা থেকে রেহাই মেলেনি। সেজন্য চতুর্থ দফা ভোটের ক্ষেত্রে কমিশন বিশেষ সতর্ক। যে কোনও মূল্যে অশান্তি রুখতে কমিশন তৈরি বলে দাবি করছে।

অমৃতধারা

গুরু কৃপা করেন। ঈশ্বরও কৃপাময়। কিন্তু সবার আগে নিজেকেই কৃপা করতে হবে কারণ, আমাকেই তো প্রথম ঠিক করতে হবে-আমি কী চাই। সংসারের মধ্যে থেকে সত্যকে বুঝতে হবে। ঠাকুর বলেছেন, এক হাতে সংসার করো, এক হাতে তাঁকে ধরো। অর্থাৎ সংসার দুহাত দিয়ে নয়, মন-প্রাণ ঢেলে নয়, কারণ ওটা সত্য নয়। কিন্তু ঈশ্বরের কথা শুনেছ-ঈশ্বরকেও পুরো সময় দিতে পারবে না-কারণ ঈশ্বর যে পুরো সত্য, সেটা বোঝোনি। তাই দু'হাত দিয়ে দুজনকে ধরো। কোনও সময় তাঁর কৃপায়, যদি তিনি বুঝিয়ে দেন-এই আমি, তখন কিন্তু বলতে হবে না, কয় হাত দিয়ে তাঁকে ধরব। একটা দিন যখন পাবে, চেষ্টা করবে-কত সুন্দর করে এই দিনটাকে কাটানো যায়। কারণ সুন্দর-ই ভগবান।

-ভগবান

বিভাজনের রাজনীতি ও আত্মধ্বংস

কোন পথে যাচ্ছে বাঙালি? অন্যতম বড় ব্যর্থতা উত্তর প্রজন্মের কাছ থেকে সঠিক শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া।

সুপর্ণ পাঠক

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই শুরু কংক্রিটের কার্পেট। একদিকে হাইওয়ে আর তার পাশ ঘেঁষে হাইরাইজ। তার পর নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলতে থাকা গাড়ির ভিড় ঠেলে বাড়িতে ঢোকার মুখেই কেঁদো ছুঁচো। শুনলাম এগুলো ছুঁচো নয়, মেঠো ইঁদুর। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট কেটে সাফ। আশপাশের আরও সব জঙ্গলও কারা যেন কেটে পাহাড়ের মাথা হালকা করে দিয়েছে। আর তাই এরাও তাদের জঙ্গলের অন্যান্য পড়শির মতো উৎখাত হয়ে, বাঁচার তাগিদেই শহুরে হয়ে উঠতে চাইছে। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক বেপরোয়া যাপনের মহোৎসব যেন। তার ফল যাই হোক না কেন।

ভাগ্যিস আদালত ছিল। নাহলে আগামীদিনে শিলিগুড়িও আরও সবুজ সরিয়ে অন্য চারটে শহরের মতোই আকাশ ছুঁতে চাইত। আর সাধারণ নাগরিক শুধু ফোনে তাপমান দেখে হাহুতাশ করতেন ছোটবেলার শিলিগুড়ি কী ছিল আর এখন কী হল তা ভেবে। আদালতের রায়ে আর নাকি নতুন হাইরাইজ মাথা তুলতে পারবে না এই শহরে।

তবে যদি মনে হয় এই বেআইনি অশ্লীল যাপন শুধু শিলিগুড়ির একার অধিকার তাহলে তা অবশ্যই অপপ্রচার হবে। এই বেআইনি যাপন তো গোটা রাজ্য তথা দেশেই। নাহলে শিক্ষকতার চাকরি পেতেও ঘুষ দিতে হয়? আর তা মাথা নীচু করে মেনে নেওয়ার খেসারত কিন্তু দিতে হয় গোটা প্যানেলের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষককেই। অভিযোগ ছিল কিছু শিক্ষকের বেআইনি নিয়োগের। আর তার জেরেই হেনস্তা তাঁদেরও যাঁরা ঠিক পথেই চাকরি পেয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে যোগ্যরা আশার আলো দেখেছেন। তা স্বস্তির। কিন্তু সমস্যার গোড়াটা মুছে গেল কি?

প্রশ্ন উঠতেই পারে উষ্ণায়ন আর শিক্ষকদের বেআইনি নিয়োগের যোগসূত্র নিয়ে। উত্তর খুব সোজা। উষ্ণায়ন আর শিক্ষকদের এই সমস্যার মূলে রয়েছে একটাই কারণ এবং তা হল ক্রমাগত দেশজুড়ে গেড়ে বসতে থাকা নীতিপঙ্গুত্ব এবং প্রশাসনের উপর শাসকের রাজনীতির প্রভাব ঝেড়ে না ফেলতে পারা চাপ। আর এর মূল্য যে শুধু আমরা দিচ্ছি তা নয়। মূল্য কিন্তু দিতে হচ্ছে তাদেরও যাদের অঙ্গুলিহেলনেই আত্মধ্বংসী পদক্ষেপগুলি প্রশাসন মেনে নিচ্ছে।

আসলে অন্যায়ই যখন ন্যায় হয়ে ওঠে, তখন সাধারণভাবে খুন ছাড়া আর সবকিছুই চোখ সওয়া হয়ে যায়। হয়তো খুনও। কিন্তু সর্পকে যে রজ্জুভ্রমে অবহেলা করে এসেছি তা নিয়ে টনক নড়ে তখনই যখন ছোবলটা স্বজনের প্রাণ নেওয়ার উপক্রম করে। এখন যেমন হচ্ছে হড়পা, তাপপ্রবাহ, ধস এবং শিক্ষকদের চাকরির কারণে।

আর এগুলোও কিন্তু হিংসাই। শুধু শারীরিক আঘাতকেই হিংসা বলে না। নাগরিকের স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকার কেড়ে নেওয়াও কিন্তু হিংসা। ২০১১ সালে বিশ্ব উন্নয়ন সমীক্ষায় বিশ্ব ব্যাংক বলেছিল যে গোটা দুনিয়ায় প্রতি চারজনে একজন হিংসার বলি। সংখ্যায় যা ছিল দেড়শো কোটি। আর এঁরা থাকেন দুনিয়ার সেই সব অঞ্চলে যেখানে হিংসা জাত বিবাদ দৈনন্দিন জীবনযাপনের অংশ অন্যভাবে বললে সামাজিক পরিমণ্ডলটাই হিংসা সঞ্জাত।

মনে রাখবেন আমরা সর্পকে রজ্জুভ্রমেই দিন কাটাই। বিশ্ব ব্যাংক মনে করিয়ে দিয়েছে যে হিংসা বলতে সাধারণ বোধে যা বুঝি তার বাইরেও হিংসা আছে। তাই এই দেড়শো কোটি মানুষের পরিমণ্ডলে যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বা হানাহানি রয়েছে তা নয়। এদের বেশিরভাগের পরিমণ্ডলেই রয়েছে কতিপয়ের ভয়ে কেঁপে বাঁচতে থাকা এই দেড়শো কোটি মানুষ।

তাতে কী? আমি তো বেশ আছি। তাহলে? সমস্যাটা এখানেই। আজ থেকে কয়েক দশক আগেও সরকারি বাংলামাধ্যম স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করতে লাইন লাগাতেন উচ্চ মধ্যবিত্তরাও। কিন্তু এখন? উচ্চ মধ্যবিত্তরা ভাবতেই পারেন না তাঁদের সন্তানকে সরকারি বা সরকারের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কোনও স্কুলে পড়ানোর কথা।

আমরা সামাজিকভাবে জেনে গিয়েছি যে, সরকারি বা সরকারি আর্থিক আনুকূল্যে পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা কমছে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' স্লোগানে বিশ্বাসী আমরা তাই সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। এবার ভাবুন, যাঁদের পক্ষে এই সব স্কুলের খরচ চালানো সম্ভব নয়, তাঁরা বাধ্য হয়ে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন সরকারি স্কুলে, যেগুলির গুণমান নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

স্কুল শিক্ষার এই অবনমনও কিন্তু এই হিংসারই ফসল। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করা যাক। যে কোনও প্রতিষ্ঠানের চরিত্র এবং দক্ষতা নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের চরিত্র এবং দক্ষতার উপর। একই কথা একটি স্কুলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্কুলের ক্ষেত্রে তার উৎকৃষ্টতা কিন্তু নির্ভর করে সেই স্কুলের পরিচালন সমিতি এবং শিক্ষকদের দক্ষতার উপরেই। আর এই দক্ষতার খোঁজেই তো তৈরি হয়েছিল শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এবার সেই পরীক্ষাকে অতিক্রম করে নিয়োগ কর্তাদের বদান্যতায় চাকরি যিনি পেলেন তিনি কিন্তু একই সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষতাকেও যূপকাষ্ঠে চড়িয়ে দিলেন। এখানে হিংসা হল দু'মুখী। প্রথমত একজন যোগ্যের চাকরির অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হল। আপনার কাছ থেকে যখন পকেটমার মানিব্যাগ তুলে নেয় তাকে তো আপনি হিংসা হিসাবেই দেখেন। কিন্তু চাকরি ছিনিয়ে নিলে?

আরও বড় হিংসা হল গোটা রাজ্যের উত্তর প্রজন্মের কাছ থেকে সঠিক শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া। আমরা যদি এইভাবে গোটা বিষয়টা পড়তে থাকি তাহলে কিন্তু হিংসার চরিত্র স্পষ্ট হতে থাকে।

এই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেলে বোঝা যায় এই হিংসা কীভাবে অসাম্য তৈরি করে চলেছে। আমরা সামাজিকভাবে অনেকদিন আগেই জেনে গিয়েছি যে সরকারি স্কুল বা সরকারে আর্থিক আনুকূল্যে পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা কমছে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এই স্লোগানে বিশ্বাসী আমরা তাই সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। এবার ভাবুন তাঁদের কথা যাঁদের পক্ষে এই সব স্কুলের খরচ চালানো সম্ভব নয়। আর তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে পরিচালিত স্কুলগুলিতে যাদের গুণমান নিয়ে সংশয়ের জায়গা অনেক আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ তৈরি হয়ে গিয়েছে এক বিপুল অসাম্যের জায়গা। গণতান্ত্রিক স্বাধীন নাগরিকের সামনে সুযোগের সাম্যের বদলে তৈরি হয়েছে এক অসাম্যের সমাজ। কারণ, আমরা এতদিন মেনে এসেছি সেই প্রাতিষ্ঠানিক হিংসাকে যা অযোগ্যকে মাইনে দেয় যোগ্যের বদলে। আর এর ফলে যাঁরা সচ্ছল তাঁদের সন্তানও এগিয়ে যায় সচ্ছলতার লক্ষ্যে। অন্যরা ভেবেই চলেন কীভাবে ভাঙা যায় এই শৃঙ্খল।

এর ফল কী হয় তা কিন্তু নজর করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। তাদের এক সমীক্ষা এই জাতীয় হিংসায় কী কী হয় তার নির্দিষ্ট তালিকার শেষে বলেছে এর ফলে মানুষের গঠনমূলক সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে (পড়ুন চাঁদা না দিলে এলাকায় টেকার সমস্যা অথবা বাড়ি তৈরির সময় পাড়ার নির্দিষ্ট লোকের কাছ থেকে মাল না-নেওয়ার পরিণতি)। এর ফলে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের গতি শুধু খর্ব হয় তাই নয়, হারিয়েও যায়।

আমরা কিন্তু এগুলো সব জানি নিজেদের জীবন দিয়েই। আমরা জানি গাছ কাটলে কী হয়। কিন্তু যখন দেখি শয়ে-শয়ে গাছ কাটা পড়ছে আমরা প্রশ্ন করি না। কেন? এর উত্তরও কিন্তু বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে আছে। এই রিপোর্ট বলছে, সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে নাগরিক এই সব হিংসাকে সাময়িক ভেবে উপেক্ষা করেছে কিন্তু পরে, যখন তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে তখন সেই হিংসার 'কারক'রা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে হিংসাকে রদ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

আমরা এখনও সৌভাগ্যবান। কারণ আমাদের আদালত আছে। আইন ঠেকাচ্ছে শিলিগুড়ির বহুতল, অথবা ঘুরপথে পছন্দের মানুষকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রবণতা। কিন্তু যতদিনে তা হচ্ছে ততদিনে হারিয়ে যাচ্ছে বনাঞ্চল আর বনের প্রাণী খুঁজছে শহরে আশ্রয়। আর আমাদের সন্তানরা চাকরি খুঁজতে গিয়ে অযোগ্যের তকমা নিয়ে বাঁচছে সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবে। দোষ কার?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৪৭

১৯৪৭ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

২০১১

নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকারের জীবনাবসান হয় ২০১১ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

মোদি যতদিন ক্ষমতায়, ততদিন রামনবমী পালনে, রামের পুজোয় কেউ বাধা দিতে পারবে না। রাম মন্দিরে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত কেউ বদলাতে পারবে না। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হবে না। তপশিলিদের সংরক্ষণ হবেই।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

রিল বানানোর নেশায় নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেন না অনেকে। সম্প্রতি ভাইরাল এক ভিডিওতে এক মহিলা ইনফ্লুয়েন্সারকে লখনউয়ের রাস্তায় পিস্তল হাতে গানের তালে নাচতে দেখা গিয়েছে। তদন্তে পুলিশ। সমালোচনার ঝড় নেটদুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

খাবার টেবিলে পরিবারের সঙ্গে বসে এক তরুণী নিজের মোবাইলে মেসেজ লিখে তাঁর প্রেমিককে পাঠান। প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ টানার বার্তা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। ব্রেকআপের ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

মেধাতালিকা নিয়ে মাতামাতি না করে শিক্ষায় মন দেওয়া ভালো

এবারের মাধ্যমিকে স্কুলের সর্বোচ্চ নম্বর সাড়ে ছয়শোর কাছাকাছি, তবু স্কুল মেধাতালিকায় স্থান পায়নি। এ কারণে একটি শহরের নামকরা স্কুলের একজন শিক্ষিকা বলেছিলেন, ওর স্কুলের রেজাল্ট নাকি ভীষণ খারাপ। আবার মাত্র চার নম্বরের জন্য মেধাতালিকা হাতছাড়া হলেও জেলায় সম্ভাব্য প্রথম স্থান পাওয়াটা নাকি ছাত্রীটির ক্ষতে কিছুটা স্বস্তির মলমের কাজ করেছে। কী সময় এসেছে! এমন কথা বলা বা ছাপা হচ্ছে! উচ্চশিক্ষিত ও উন্নত মানুষ হিসেবে এমন ভাবনা ও মূল্যায়ন কতখানি যথার্থ? এই যে যারা এত ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করল তাদের সম্পর্কেও এ ধরনের কথা অসম্ভব মানসিক চাপ ও হতাশা তৈরি করে না কি?

তাহলে যারা অতি সাধারণভাবে শুধুমাত্র ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন বা নামমাত্র পাশ করল তাদের সাফল্য কীভাবে দেখা হবে? কীভাবে তাদের উৎসাহিত করবেন? নাকি আপনাদের মতে, যারা একেবারে অসফল আগামীতে তাদের কোনও কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা নেই? অতএব 'ওরা থাক ওধারে'। কে বলতে পারে, এদেরই কেউ হয়তো ভবিষ্যতে সুন্দরভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

আসলে সফলতার মাপকাঠি সবার কাছে সমান নয়। আইআইটিতে চান্স পাওয়া ছেলেটি যখন শুধুমাত্র অসুস্থ বাবা-মায়ের কথা ভেবে বাড়ির কাছাকাছি কোনও একটি কলেজে পড়াশোনা করে বা যে মেয়েটি সংসারে কিছুটা সুরাহা করতে গিয়ে সাধারণ রেজাল্ট করে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে সামান্য আয় করে বা যে বিএড করা ছেলেটি চাকরির আশা ছেড়ে দোকানদারি করে সংসারের হাল ধরেছে কিংবা এমন বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষ যাঁরা ট্রেনে হকারি করেন তাঁদের কি আপনারা অসফল বলবেন? আবার যাঁরা স্কুলের গণ্ডি পার করতে পারেনি বা সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রী অথচ পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক কাজকর্মে তারা সেরা, যারা মানুষের বিপদে তাদের পাশে নিঃস্বার্থভাবে ছুটে যায়, তাদের কী বলবেন আপনারা?

এই যে মেধাতালিকা নিয়ে প্রতিবার শোরগোল পড়ে যায়, এটাই এখন প্রচলন। ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়া এখন ট্রেন্ড। মেধাবীদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাদের প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা ঈর্ষা নেই। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একের পর এক প্রতিযোগিতার দৌড়ে অতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও একটা সময় বিমর্ষ হয়ে পড়ে, লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর সঙ্গে লড়াইয়ে তারাও বারবার হেরে যায়, অসফল হয়। তাদের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সাহস দেওয়ার জন্য আশপাশে কিছু সুস্থ ভাবনার মানুষের প্রয়োজন হয়। তাই বলতে চাইছি, সব ছাত্রছাত্রীকে একযোগে উৎসাহ ও সাহস দিতে হবে। কোনও একজনও যাতে হতাশ না হয় সে বিষয়ে নজর দেওয়া ভীষণ জরুরি। শুধু মেধা নয়, শিক্ষাকে মননেও প্রবেশ করাতে হবে।

বীণা বল
শ্রীপল্লি, রোড নম্বর ৫, শিলিগুড়ি বাজার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor : Sabyasachi Talukdar. Owned by Manjusree Talukdar and published on her behalf by Pralaykanti Chakraborty from Suhas Chandra Talukdar Sarani, Subhaspalli, Siliguri-734001 and printed at Baribhasa, Jaleswari-735135. Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in

Volume No. 44 Issue No. 353

উত্তরাধিকারহীন উত্তরবঙ্গের জন্য যন্ত্রণা

সমরেশ মজুমদারের মতো লেখকরা কোথায় গেলেন? তাঁদের ভুলে যাওয়া সত্যি বললে বাংলা ভাষার প্রতি অপমান।

কৌশিক দাম

ছোটবেলায় একটা গর্ব ছিল সেটা মাঝে মাঝেই অনেককে বলতাম। জানিস তো সমরেশ মজুমদার আমাদের স্কুলে পড়তেন...। অনেকটা বড় হওয়ার পরেও সেটা প্রায় সুযোগ পেলেই বলি। আমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি শহরের একটা অংশ অনেক কাল থেকে পালটায়নি, তাই ওঁর লেখাগুলো চলচ্চিত্রের মতো বারবার যেন দেখতে পেতাম এবং এখনও পাই। মনে হত পিডি কলেজের বাইরের গেটে দাঁড়িয়ে আছে গোটা সাতকাহন উপন্যাসটা।

ছোটবেলায় নিজেকে অনি ভাবেনি এমন ছেলে পাওয়া আমাদের প্রজন্মে বিরল। দাদুর হাত ধরে আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে অনি, যেন আমি নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। হাকিমপাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়ি তখনও অবধি উত্তরাধিকার-এর মতো ছিল, যখন আমরা জিলা স্কুলে পড়তাম। টাউন ক্লাব আর হাকিমপাড়ার মাঝের গলিতে সমরেশবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনেক দিন বোঝার চেষ্টা করেছি কোন অবধি রিকশা করে অনিমেষ এসেছিল। সেই বিড়ালটা যার সঙ্গে পিসিমা গল্প করতেন, সেটাই বা কোথায়?

আবার অনেক দিন পর যখন মৌশলকাল পড়লাম তাতে চৌধুরী মেডিকেলের উল্লেখ পেয়ে গিয়েছিলাম রামকাকুর ছেলের কাছে জানতে। সত্যিই কি উনি এসেছিলেন নাকি! কদমতলার চায়ের দোকান খুঁজে পাইনি। শুনেছিলাম সেটাও ছিল। স্বর্গছেঁড়ায় অনির মা মারা যাওয়ার বর্ণনা পড়ে অনেকক্ষণ মাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, মা জানতেও চায়নি কেন, আমিও বলিনি।

নবকুমারের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছি আমি নিজেও। আবার সেই আমিই কখন যেন দীপার বাবা হয়ে গিয়েছি। যেদিন দীপার শেষ পড়তে যাওয়া ছিল মাস্টারমশাইয়ের কাছে সেটা পড়তে আমার তিনদিন লেগেছে, যে কোনও উপন্যাস শেষ করতে যে সময় লাগে সাতকাহন পড়তে আমার তার দশ গুণ সময় লেগেছে। পড়ার থেকে বেশি চোখের জল মুছতেই সময় বেশি লেগেছে।

এখনও মাঝ রাতে মনে পড়ে তিস্তাপারের সেই কুষ্ঠ আশ্রমটার কথা, সেই আড়াল থেকে দেখা কয়েকজন যুবতীর স্নান করার দৃশ্য... টুকরো টুকরো কথা যা আমি আমাদের জন্মের আগেই মহাভারতের মতো লিখে ফেলেছেন উনি। অর্জুন আর ফিরবে না তার হাকিমপাড়ার বাড়িতে। তবুও যখন ওয়েলফেয়ার-এর সামনে দিয়ে হেঁটে যাব, ছাতিমের গন্ধে তোমাকে খুঁজব গুরুদেব। এ শহর তোমার এ শহর আমাদের।

সেদিন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গিয়েছিলাম গয়েরকাটা বাগানে, ভাবলাম গোটা বাংলা যার লেখায় আজও আচ্ছন্ন হয়েছে তার নিজের জায়গা এই এক বছরে কতটা মনে রেখেছে! ভীষণ হতাশ হলাম, প্রায় কেউই ওঁকে চিনে উঠতে পারল না। অনেকক্ষণ বাগানের গেটটায় দাঁড়িয়ে থাকলাম, মনে মনে ভাবলাম দুটো মানুষ এখান থেকে বেরিয়ে গোটা বাংলায় ছড়িয়ে গিয়েছিল পাঠকের মনে, অনি আর দীপাবলি তারা কি আর ফিরে আসেনি, নাকি ফিরলেও কেউ মনে রাখেনি! উত্তরবঙ্গ সংবাদে দেখলাম ওঁর ঘর সংরক্ষিত করার চেষ্টা হচ্ছে, খুব খুব প্রয়োজন। বাংলা ভাষার জন্যই।

(লেখক জলপাইগুড়ির শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৩২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মাহাত্ম্য, যোগলব্ধ অষ্ট ঐশ্বর্যের অন্যতম ৪। স্থির, নিস্তব্ধ ৫। পুত্র ৭। হঠাৎ সুচ ফোটার মতো তীব্র যন্ত্রণা ৮। পৃথিবী রূপ বাসস্থান, ইহলোক ৯। ঋণের দলিল ১১। শ্রীকৃষ্ণ ১৩। ননদ, দুর্গাদেবী ১৪। বহুতন্ত্র বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ১৫। মৃত্যুর পরে পাপীদের শাস্তিভোগের কল্পিত স্থান, আবর্জনাপূর্ণ স্থান।

উপর–নীচ : ১। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র ২। মূল্যবান রত্ন, স্নেহপাত্রকে আদরের সম্বোধনবিশেষ ৩। প্রাচীন যজ্ঞবিশেষ যাতে মানুষ বলি দেওয়া হত ৬। তামাম-এর রূপভেদ ৯। সূর্য ১০। অত্যন্ত কুৎসিত ১১। অরণ্য, উপবন ১২। বর্তমানে অপ্রচলিত টাকা গন্ডা প্রভৃতি নির্দেশক গণিতের চিহ্নবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৮৩১

পাশাপাশি : ১। পাদোদক ৩। কাহার ৫। কাঙালপনা ৭। হরিণ ৯। বাইতি ১১। মালাইচাকি ১৪। কদম ১৫। তরতর।

উপর–নীচ : ১। পানিগ্রহ ২। কড়কা ৩। কাবিল ৪। রটনা ৬। পচাই ৮। রিসালা ১০। তিরস্কার ১১। মাশুক ১২। ইনাম ১৩। কিরাত।

বিন্দুবিসর্গ

পুষ্টিবিদদের মতে, রোজের পাতে একটু করে আচার খাওয়া নাকি ভালো। আচার প্রোবায়োটিকে ঠাসা। আচার খেলে অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা বাড়ে। ফলে হজমশক্তি বাড়ে। আচারের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।

সুস্থ থাকুন

পুড়ে যাওয়া ক্ষত সারাতে নতুন ধরনের ব্যান্ডেজ তৈরি করলেন ইটালিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির গবেষকরা। ব্যান্ডেজটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ব্যান্ডেজটি বায়োডিগ্রেডেবল। পাশাপাশি ক্ষত দ্রুত শুকোতে সাহায্য করে।

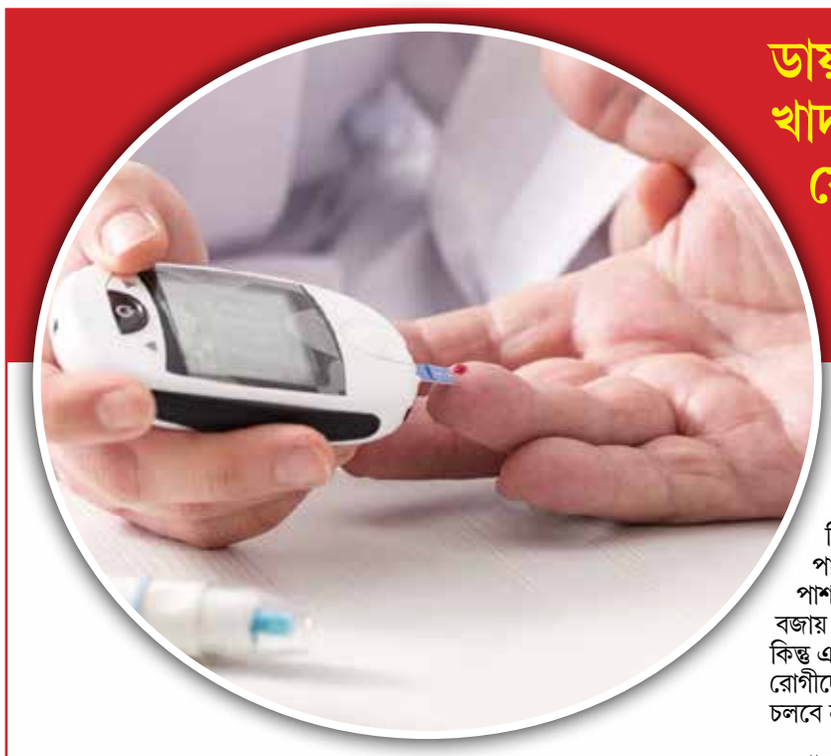

ডায়াবিটিকদের খাদ্যতালিকা যেমন হবে-

■ প্রতিদিনের সকালটা শুরু হতে পারে মেথি ভেজানো জল দিয়ে, যা সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে।

■ শরীর যাতে ডিহাইড্রেট না হয়ে যায় তার জন্য শরীরের চাহিদা অনুযায়ী জল, মাঝে মাঝে ডাবের জল, জলের সঙ্গে ছাতু মিশিয়ে বা দইয়ের ঘোল খেতে পারেন। এতে শরীর ঠান্ডা থাকার পাশাপাশি ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স বজায় থাকবে। তবে লবণ-চিনির জল কিন্তু একেবারেই নয়। আর ডায়াবিটিস রোগীদের আখের রস, ফলের রস চলবে না।

■ খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে পরিমাণমতো সবজি, যেমন – লাউ, শসা, চালকুমড়ো, ঝিঙে, চিচিঙ্গা শরীরে জলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

■ এই প্রচণ্ড গরমে ডায়াবিটিস রোগীরা ফলের মধ্যে রাখতে পারেন মুসম্বি, তরমুজ (তিন থেকে চার টুকরো), পাকা পেঁপে, আপেল এবং নাসপাতি। এই সব ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেকটা কম, ফলে একজন ডায়াবিটিক রোগী দিনে ১০০-১৫০ গ্রাম ফল খেতেই পারেন।

■ এছাড়া প্রতিদিন দুপুরে খাবার পাতে স্যালাড নিতে ভুলবেন না। স্যালাডের মধ্যে অবশ্যই রাখবেন শসা। এতে জল ও ফাইবার থাকে। টমেটোয় অধিক পরিমাণে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টস, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফোলেট এবং পটাশিয়াম, যা আপনার হৃদযন্ত্র ভালো রাখবে এবং রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

■ যা-ই খান না কেন, প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা জরুরি। তবে সেটা প্রচণ্ড রোদে নয়, সূর্য ওঠার আগে অথবা সূর্যাস্তের পরে।

গরমে ডায়াবিটিকরা কী খাবেন

বিশ্বজুড়ে ডায়াবিটিস আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধ থাকলেও এর দীর্ঘমেয়াদি কোনও চিকিৎসা নেই। ডায়েটের মাধ্যমেই ডায়াবিটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। আর তাই গরমের দিনেও ডায়াবিটিসের রোগীদের সচেতন থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে কী খাচ্ছেন, সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। লিখেছেন ডায়েটিসিয়ান **দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়**

শিশুদের চোখ ভালো রাখতে কী খাওয়াবেন

শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য সুষম খাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের চোখের বিকাশে ভিটামিন এ, অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড ও জিঙ্কের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের উচ্চ চাহিদা রয়েছে। ভিটামিন ডি'র অভাবে কেরাটোম্যালাসিয়া এবং রাতকানা রোগ হয়ে থাকে। ভিটামিন সি'র ঘাটতি হলে কনজাংটিভায় বারবার রক্তপাত হতে পারে, যেখানে ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাবে মস্তিষ্কের বিকাশে প্রভাব পড়ে।

অতএব চোখ ভালো রাখতে ডায়েটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। চোখের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন ই। সেইসঙ্গে জিঙ্ক, লুটেইন এবং জেক্সানথিনের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের অবদানও কম নয়।

মাছের মধ্যেই অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড পেয়ে যাবেন, যা শিশুর রেটিনার যথার্থ বিকাশ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের টিয়ার ফিল্ম মেইনটেনান্সের জন্য জরুরি। এছাড়া শিশুকে ফ্ল্যাক্স সিড ও বাদাম খাওয়াতে পারেন। ভিটামিন এ পাওয়া যাবে গাজর, বিটরুট, মিষ্টি আলু এবং অ্যাপ্রিকটে। রেটিনার কার্যকলাপে ভিটামিন এ'র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ভিটামিন সি'ও একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এজন্য লেবু জাতীয় যে কোনও ফল খেতে পারেন। এছাড়া আমলা, রেড বেল পেপার, টমেটো, স্ট্রবেরি ও পিচ ফল খেতে পারেন। অ্যান্টি এজিংয়ের ক্ষেত্রে ভিটামিন সি-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি বয়স সংক্রান্ত পরিবর্তন যেমন ম্যাকুলার ডিজেনারেশন ও ক্যাটার‍্যাক্ট প্রতিরোধে বেশ সহায়ক। ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে সূর্যালোক থেকে। এটি অপটিক নার্ভের কার্যকলাপে সাহায্য করে। চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ভিটামিন ই'র ভূমিকাও কম নয়। এটি অ্যাভোকাডো, আমন্ড, সূর্যমুখীর বীজে পাওয়া যাবে।

লুটেইন ও জেক্সানথিন হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ম্যাকুলাকে সুরক্ষিত রাখে। এটি চোখের সেই অংশ যা সেরা ভিশন রেজোলিউশন দিতে পারে। পালং শাক, লেটুস, ওলকপি ও ব্রোকোলিতে এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি ভরপুর মাত্রায় রয়েছে। ডিমেও এই দুই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের খানিকটা পেয়ে যাবেন।

রেটিনাকে নীল আলোর ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জিঙ্ক। এটি বিনস, চর্বিহীন রেড মিট, পোলট্রি এবং ফর্টিফায়েড সিরিয়ালসে পাওয়া যাবে।

একটি বাড়ন্ত শিশুর সুস্থ দৃষ্টিশক্তির বিকাশে এই সবক'টি নিউট্রিয়েন্টস একান্ত প্রয়োজন। যেসব শিশুর পাতে কোনও কারণে এই সব মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রাখা যাবে না তারা মাল্টিভিটামিন সিরাপ খেতে পারে, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে।

ভাঙা হাড়ের রোগ

ভঙ্গুর হাড়ের রোগ বা অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা (ওআই) একটি বিরল জেনেটিক রোগ, যা আমাদের হাড়ের ওপর প্রভাব ফেলে। এটি মৃদু থেকে মারাত্মক পর্যায়ের হতে পারে এবং সব বয়সের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে।

ভঙ্গুর হাড়ের রোগ চার ধরনের এবং প্রতিটির তীব্রতার মাত্রা ভিন্ন। সাধারণত জেনেটিক মিউটেশনের ওপর ভিত্তি করে রোগের ধরন নির্ণয় করা হয়।

টাইপ-১ : এটি ওআইয়ের মৃদুতম রূপ। এক্ষেত্রে ঘনঘন হাড় ভাঙে, চোখের সাদা অংশ নীল দেখায় এবং দাঁত দুর্বল হয়ে যায়। এই ধরনের রোগীরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। সাধারণত ছোটবেলায় হাড় ভাঙার অভিজ্ঞতা হতে পারে, তবে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের প্রবণতা কমতে থাকে।

টাইপ- ২ : এটি ওআইয়ের সবচেয়ে মারাত্মক রূপ। সাধারণত সদ্যোজাত, এমনকি গর্ভাবস্থায় এই রোগ নির্ণয় করা হয়। টাইপ-২'তে আক্রান্ত শিশুদের হাড় খুব নরম ও ভঙ্গুর হয়, যা সহজেই মাতৃগর্ভে ভেঙে যেতে পারে এবং জটিলতা হতে পারে।

টাইপ- ৩ : এই পর্যায়ের রোগীদের মাঝারি থেকে মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে ঘনঘন হাড় ভাঙা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিকৃতি, স্কোলিওসিস অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বাঁকা হাড় এবং শ্বাসযন্ত্রে সমস্যা। এছাড়া তাদের শ্রবণশক্তির ক্ষতি হতে পারে এবং আয়ুও কম হয়।

টাইপ- ৪ : এটি টাইপ-৩ ওআই-এর মৃদু রূপ। যদিও এক্ষেত্রে ভঙ্গুর হাড়, হাড়ের বিকৃতি, ভঙ্গুর দাঁত দেখা যায়। এই ধরনের রোগীরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। তবে হাত বা পায়ের ত্রুটির জন্য সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।

লক্ষণ

দুর্বল হাড় যা সহজেই ভেঙে যায়, চোখের সাদা অংশে নীল বা ধূসর রংয়ের ছোপ, হাড়ের বিকৃতি যেমন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝুঁকে যাওয়া বা মেরুদণ্ডের বাঁকা অবস্থা, দুর্বল দাঁত ও দাঁতের সমস্যা, আলগা জয়েন্ট ও পেশি দুর্বলতা, শ্রবণক্ষমতা কমে যাওয়া এবং শ্বাসযন্ত্রে সমস্যা।

চিকিৎসা

বর্তমানে ভঙ্গুর হাড়ের রোগের কোনও প্রতিকার নেই। যদিও চিকিৎসার উদ্দেশ্য, ফাটল প্রতিরোধ করা এবং জীবনের মান উন্নত করতে উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করা। তবে অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টার ধরন এবং তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হয়। সেইসঙ্গে ফিজিকাল থেরাপি, ওষুধ, অস্ত্রোপচার, অঙ্গের ত্রুটির জন্য সহায়ক সামগ্রী, দাঁতের যত্ন এবং জেনেটিক কাউন্সেলিং অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে।

পেপটিক আলসারে আক্রান্তদের সতর্কতা

আলসার মানে ক্ষত। পেপটিক আলসার হলে সেই ক্ষত পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে হতে পারে। এই ক্ষত থেকেই পরবর্তীকালে জটিলতা হয়। খাদ্যনালিতে অধিক মাত্রায় অ্যাসিড উৎপন্ন হলে এই রোগ হয়। এছাড়া এইচ পাইলোরি নামক একটি ব্যাকটেরিয়া থেকেও এই রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে।

কী করবেন

- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করবেন
- প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় শাকসবজি রাখবেন
- অল্প অল্প করে বারেবারে ৫-৬ বার খাবেন
- মাছ খেতে পারবেন
- প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস জল খাওয়া উচিত
- রাতে হালকা খাবার খেতে হবে
- প্রতিদিন সময়মতো ও নিয়মিত খাবার খাবেন
- রাতে খাওয়ার কমপক্ষে ২ ঘণ্টা পর ঘুমোতে যাবেন

কী করবেন না

- মদ থেকে দূরে থাকা উচিত
- ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন
- পেট ভরে খাবেন না
- খাবারের সঙ্গে না খেয়ে বরং খাবারের পরে জল খেতে পারেন
- ধূমপান করবেন না
- কফি, চকোলেট, ঝালজাতীয় খাবার, তেল, চর্বি, ভাজাপোড়া জাতীয় খাবার না খেলেই ভালো

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

- পেটে হঠাৎ তীব্র ব্যথা হলে
- ওজন কমে গেলে
- রক্তবমি বা বমিবমি ভাব হলে

খালি পেটে যে পানীয় এড়িয়ে চলবেন

সাধারণত সকালের খাবার এমন হওয়া উচিত, যা আপনার প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটাবে। তবে আমাদের অনেকেই ব্রেকফাস্টের সঙ্গে চা, কফি বা ফলের রস খেতে পছন্দ করি, যা ভালো তো করেই না, উলটে নানাভাবে আমাদের শরীরের ক্ষতি করে। এই অবস্থায় খালি পেটে যেসব পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত, তার মধ্যে রয়েছে-

কফি

অনেকেই নিয়মিত সকালে খালি পেটে কফি খেতে অভ্যস্ত, যা একেবারেই ঠিক নয়। সকাল সকাল খালি পেটে কফি খেলে গ্যাস হতে পারে। সেইসঙ্গে উদ্বেগ বোধ, হজমে সমস্যা এবং ডিহাইড্রেশন হতে পারে। তাছাড়া কফি আপনার প্রতিদিনের ক্যাফিন গ্রহণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

চা

কফির মতো চা-ও খালি পেটে খেলে শরীরে অ্যাসিড উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে এবং হজম সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। এই অভ্যাস শরীরে পুষ্টি শোষণেও হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ফলের রস

সকালে খালি পেটে ফলের রস খাওয়া একেবারে উচিত নয়, বিশেষ করে ডায়াবিটিকদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে নিয়মিত ফলের রস খেলে বাড়িতেই তৈরি করে খান। প্যাকেটজাত ফলের রসে পুষ্টির যেমন অভাব থাকে, তেমনই অতিরিক্ত চিনিও থাকে।

কার্বোনেটেড ড্রিংকস

খালি পেটে কখনোই কার্বোনেটেড ড্রিংকস খাবেন না, এতে গ্যাস হতে পারে বা পেট ফুলে যেতে পারে। এছাড়া বদহজম, বমিবমি ভাব এবং বুক জ্বলতে পারে। কার্বোনেটেড ড্রিংকস অতিরিক্ত খেলে বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হতে পারে।

যে কোনও চিনিযুক্ত পানীয়

চিনির পরিমাণ বেশি রয়েছে এমন পানীয় খালি পেটে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এধরনের পানীয় রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ানোর পাশাপাশি আপানার প্রতিদিনের শর্করা গ্রহণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

এড়িয়ে চলুন তেল, চিনি, প্রোটিন পাউডার

মাটির পাত্রই নিরাপদ, মত জাতীয় পুষ্টি সংস্থার

হায়দরাবাদ, ১২ মে : রান্নার জন্য ধাতব উপাদানে বানানো পাত্রের তুলনায় মাটির তৈরি পাত্র অনেক স্বাস্থ্যকর। এসব পাত্রে রান্না করা হলে খাবার সুস্বাদু হয় শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে খাবারের পুষ্টিগুণও পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। এমনই মত হায়দরাবাদের জাতীয় পুষ্টি সংস্থা (এনআইএন)-র।

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ভারতীয়দের কী ধরনের খাবারদাবার খাওয়া দরকার তা নিয়ে বুধবার 'নিন'-এর একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কয়েক দশকে ভারতীয়দের জীবনধারা বদল, রোগভোগের ধরন এবং পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাসের ওপর দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে বিশেষভাবে 'ভারতীয়দের জন্য খাদ্যতালিকা নির্দেশিকা' তৈরি করেছেন জাতীয় পুষ্টি সংস্থার বিশেষজ্ঞরা।

নির্দেশিকায় দিনে ২০-২৫ গ্রামের বেশি চিনি খেতে নিষেধ করা হয়েছে। শর্করা খাবারে চিনি থাকায় আলাদা করে চিনি খাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন পুষ্টিবিদরা। একইসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, প্রোটিন পরিপূরক খাবার এবং ভোজ্য তেল এড়িয়ে চলতে। তেলের পরিবর্তে গরম বাতাসে রান্না (এয়ার ফ্রাইং বা ডিপ ফ্রাইং) এবং রান্নায় গ্রানাইটের মতো কালো ননস্টিক কোটিং দেওয়া বাসনকোসন ব্যবহার করা স্বাস্থ্যকর বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

রান্নার ভালোমন্দ

- **মাটির পাত্র :** রান্নার জন্য মাটির পাত্রই সেরা। কারণ, এটা সবচেয়ে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, তেলের প্রয়োজন এতে কম এবং এটি খাবারের পুষ্টিগুণ ধরে রাখে
- **ধাতব পাত্র :** আম্লিক খাবার যেমন চাটনি, সম্বর বা ডাল, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল বা তামার পাত্রে সংরক্ষণ করা ক্ষতিকর
- **স্টেনলেস স্টিল :** নিরাপদ বলে মনে করা হয়
- **নন-স্টিক প্যান :** রান্নায় ঝুঁকি আছে

পাশাপাশি এই প্রথম প্যাকেটে বন্দি খাবারের গুণমান পরীক্ষা করেও মতামত দিয়েছে জাতীয় পুষ্টি সংস্থা। বুধবার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর অধ্যক্ষ রাজীব বল নির্দেশিকা প্রকাশ করে বলেন, 'তেল খাওয়া কমান। তার বদলে খান বাদাম, তেলের বীজ এবং সামুদ্রিক খাবার। এগুলি থেকেও আপনার শরীরে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড ঢুকবে। আর প্রোটিন পাউডার একেবারেই খাওয়া চলবে না।'

নিনের গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রোটিন পাউডার তৈরি হয় ডিম, দুগ্ধজাত খাবার এবং মটর, সয়াবিন ও চাল থেকে। স্বাদ-গন্ধ আকর্ষণীয় করতে প্রোটিন পাউডারে অতিরিক্ত চিনি এবং মিষ্টি দ্রব্য মেশানো থাকে যেগুলি শরীরের পক্ষে বিষ। এই ধরনের খাবার খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেলে তা থেকে হৃদরোগ, ফুসফুস ইত্যাদির রোগ এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

পেশির গঠন ও শক্তি বাড়াতে প্রায়ই প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রোটিন পাউডার খেলেই যে খুব পেশিবহুল চেহারা হয় তা নয়। ১০০ কেজি ওজনের কোনও ব্যক্তির দিনে ১৬০ গ্রাম প্রোটিন খাওয়াই যথেষ্ট। তার বেশি খেলে উপকার সেই অনুপাতে বাড়বে না।

নিন-এর অধ্যক্ষ হেমলতা আর বলেন, বেশিরভাগ শিশুর পুষ্টির মাত্রা ঠিক থাকে না। একদল শিশু পুষ্টির অভাবে ভোগে। আর একদলের সমস্যা পুষ্টির বাড়বাড়ন্ত। যথেচ্ছ খাবারদাবার খাওয়ার ফলে সম্পন্ন পরিবারের শিশুদের একটি বড় অংশকে স্থূলতাজনিত নানাবিধ অসুখে ভুগতে দেখা যায়। পুষ্টি সংক্রান্ত নির্দেশিকা না মানলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও বাড়বে।

পাক পরমাণু বোমায় ভয় পাই না : শা

অমিত শা'র সভায় বিজেপি সমর্থক। রবিবার রায়বরেলিতে।

লখনউ, ১২ মে : পাকিস্তানের পরমাণু বোমা নিয়ে সতর্ক থাকার 'পরামর্শ' দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ার এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লা। রবিবার দুই বিরোধী নেতাকে 'জবাব' দিলেন অমিত শা।

এদিন উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে বিজেপির এক জনসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা থাকলেও উদ্বিগ্ন নয় ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) দাবি ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অমিত শা বলেন, 'মণিশংকর আইয়ার ও ফারুক আবদুল্লা বলেছেন পাকিস্তানকে সম্মান করতে হবে। কারণ, ওদের কাছে পরমাণু বোমা আছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দাবি করবেন না। রাহুল বাবা আপনি পরমাণু বোমাকে ভয় পেতে পারেন। তবে আমরা ভয় পাইনি। পিওকে ভারতের অংশ।'

এর আগেও এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে নিশানা করেছিলেন অমিত শা। বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের কাছ থেকে পিওকে ফিরিয়ে নেওয়ার বদলে কংগ্রেস পরমাণু বোমার কথা বলে দেশের মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। বিজেপির অবস্থান খুব স্পষ্ট। আমরা মনে করি, পিওকের প্রতিটি ইঞ্চি ভারতের এবং তা ভারতেই থাকবে।'

পাক অধিকৃত ভূখণ্ডের দাবি ছাড়বে না ভারত

সম্প্রতি ভাইরাল একটি ভিডিওতে মণিশংকর আইয়ারকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'পাকিস্তানকে যোগ্য সম্মান করতে গেলে পাকিস্তান চুপ করে থাকবে না বলে মন্তব্য করেন ফারুক আবদুল্লা। লোকসভা ভোটের সময় দুই বিরোধী নেতার মন্তব্যকে প্রচারের হাতিয়ার করেছে বিজেপি। রবিবার সেই সূত্রেই দুই নেতার পাশাপাশি রাহুল গান্ধিকেও নিশানা করলেন অমিত শা।

দেওয়া উচিত ভারতের। পাকিস্তান একটি সার্বভৌম দেশ। ওদের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানো অনুচিত।' অন্যদিকে, ভারত পিওকে দখল

ভোটের আবহে ফের আলোচনায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

হায়দরাবাদ, ১২ মে : পাকিস্তানের বালাকোটে ভারতীয় সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে ফের বিতর্ক উসকে দিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। লোকসভা ভোটের আবহে পাঁচ বছর আগে ভারতীয় বায়ুসেনার অভিযান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'কেউ জানে না এরকম কিছু আদৌ ঘটেছিল কি না!' ছেড়ে কথা বলেনি বিজেপিও। তাদের বক্তব্য, কংগ্রেস পাকিস্তানের থেকে সাহায্য পাচ্ছে। তাই এরকম বলছে।

২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় পাক জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের। এর ১২ দিন পর ২৬ ফেব্রুয়ারি বালাকোটের জঙ্গিশিবিরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে তারা জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। যদিও তা নিয়ে পরবর্তীকালে বিরোধীদের কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংয়ের মতো অনেকেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

এবার সেই একই প্রশ্ন তুলে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত সমালোচনা করেন কেন্দ্র এবং ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর। তিনি বলেন, পুলওয়ামা হামলার সময় কোথায় ছিল আইবি, র? একইসঙ্গে মোদিকে বিঁধে তাঁর মন্তব্য, 'নির্বাচনে জেতাই মোদির রাজনীতি। পুলওয়ামা-বালাকোট নিয়েও তিনি সেটাই করেছেন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে। এমন একজন নেতার চিন্তাধারা দেশের পক্ষে ভালো নয়। এঁদের এবার বিদায় করা উচিত।'

রেবন্তের পালটা জবাব দিয়েছেন বিজেপি নেতা বন্দি সঞ্জয় কুমার। তাঁর কথায়, 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং পুলওয়ামা হামলায় পাকিস্তানকে ক্লিনচিট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কী স্বার্থ, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

নিখোঁজ প্রার্থীর হদিস অবশেষে

সুরাট, ১২ মে : বিজেপি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন সুরাটের কংগ্রেস প্রার্থী নীলেশ কুম্ভানি। দীর্ঘ ২০ দিন পর শনিবার তিনি প্রকাশ্যে আসেন। এসেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হন নীলেশ। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ২০১৭ সালে প্রথমবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কংগ্রেস। নীলেশ বলেন, 'কংগ্রেস নেতারা বলেছেন আমি নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আসলে কংগ্রেস ২০১৭ সালে প্রথমবার আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে কামরেজ বিধানসভা আসনে আমার টিকিট বাতিল করে দিয়েছিল কংগ্রেস।'

খাড়গের কপ্টারেও তল্লাশি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১২ মে : রাহুল গান্ধির পর এবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানোর অভিযোগ উঠল। বিহারের সমস্তিপুর এবং মুজফফরপুরে নির্বাচনি প্রচারে গিয়েছিলেন খাড়গে। সেখানে নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁর হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সবর হয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা রাজেশ রাঠোরের অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র নেতাদের বিনা বাধায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিরোধী নেতানেত্রীদের বেছে বেছে নিশানা করা হচ্ছে। এর আগে কেরলে নির্বাচনি প্রচারের সময় রাহুল গান্ধির হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

রাঠোর এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের উচিত, কংগ্রেস নেতাদের হেলিকপ্টারে এই ধরনের তল্লাশি রুটিন পদক্ষেপ এবং এনডিএ-র শীর্ষ নেতাদের ক্ষেত্রেও এমনটা করা হবে কিনা সেটা স্পষ্ট করে বলা। কমিশনের উচিত, সমস্ত নথি জনসমক্ষে আনা। না হলে মনে হবে, এটা বিরোধী নেতাদের নিশানা করার জন্যই করা হচ্ছে।' তবে তল্লাশি চললেও বিজেপি বিরোধী আক্রমণের ঝাঁঝ কমাতে দেখা যায়নি কংগ্রেসকে। রবিবার মহারাষ্ট্রে একটি নির্বাচনি জনসভায় খাড়গে বলেন, 'এবারের নির্বাচন ভারতের সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াই। এবারের ভোট দেশের ভবিষ্যৎ তৈরির নির্বাচন।

এবারের নির্বাচন ভারতের সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াই। এবারের ভোট দেশের ভবিষ্যৎ তৈরির নির্বাচন। নিজেদের ভোটাধিকার এবং ভবিষ্যৎকে বাঁচানোর জন্য ভোট দেবেন আপনারা।

মল্লিকার্জুন খাড়গে

অপরদিকে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এদিন রায়বেরেলিতে একাধিক পথসভা করেন। কংগ্রেস রায়বেরেলিতে কী কী কাজ করেছে তার ফিরিস্তি তুলে ধরে বিজেপি কী কাজ করেছে তা জানতে চান তিনি। প্রিয়াংকা বলেন, মোদি দেশের ধনীদের থেকে চাঁদা নেন আর তারপর দেশের সম্পত্তি তাঁদের হাতে তুলে দেন। অপরদিকে দিল্লিতে ন্যায় মঞ্চ নামক একটি সমাবেশ থেকে কীভাবে তরুণ সমাজের হাতে কাজ তুলে দেওয়া যায় সেই ব্যাপারে নিজের মতামত জানান রাহুল গান্ধি। সেখানে তিনি বলেন, 'এবারের ভোটে সবথেকে বড় ইশ্যু হল বেকারত্ব। আমি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হেঁটেছি। সর্বত্র বেকারত্বের প্রসঙ্গই উঠে এসেছে।'

শিল্পার বিরুদ্ধে পশু নিগ্রহের অভিযোগ

মুম্বই, ১২ মে : আর্থিক তছরুপের অভিযোগ ছিল অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির বিরুদ্ধে। তিনি ও তাঁর স্বামীর ৯৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এবার নেট নাগরিকরা তাঁর বিরুদ্ধে পশু নিগ্রহের অভিযোগ তুললেন। ফিটনেস নিয়ে যিনি বড়াই করেন, তাঁর ঘোড়ায় পিঠে চেপে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির দর্শন মেনে নিতে পারছেন না নেটিজেনরা। শিল্পার সুনাম ফিটনেস ফ্রিক হিসেবে। ৪০ পেরিয়েও তারুণ্য ধরে রেখেছেন দুই সন্তানের মা।

শরীরচর্চার সঙ্গে আপস করেন না। কিন্তু শারীরিকভাবে ফিট থাকা সত্ত্বেও বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে তিনি ঘোড়ার পিঠে চেপে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ নেট নাগরিকরা। তাঁদের কটাক্ষ, এত ফিট থেকে কী লাভ? অবলা পশুর পিঠে চেপে যেতে হল। তাঁরা শিল্পার ঘোড়ার পিঠে চেপে যাওয়াকে পশু নিগ্রহ বলে অভিহীত করেছেন।

আজাদির দাবি পাক কাশ্মীরে

মুজফফরাবাদ, ১২ মে : পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) বেনজির বিক্ষোভ। পুলিশের লাঠি-গুলি-ধরপাকড় উপেক্ষা করে গত কয়েকদিন ধরে সেখানে রাস্তায় নামছে জনতা। মুদ্রাস্ফীতি, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, বেকারত্ব, বিদ্যুৎ ঘাটতির প্রতিবাদে চলছে বিক্ষোভ। রবিবার সেই বিক্ষোভকারীদের জমায়েতে উঠল 'আজাদি' (স্বাধীনতা) স্লোগান।

ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কাশ্মীরের একাংশ জবরদখল করে রয়েছে পাকিস্তান। আজাদ কাশ্মীর নাম দিলেও সেখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র বাকি রাখেনি পাক প্রশাসন। পাকিস্তানে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে পিওকে-তে সেই দলের তাঁবেদার সরকার তৈরি হয়। ৭ দশক ধরে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থেকে আর্থিক বা পরিকাঠামো উন্নয়নের ছিটেফোঁটা পায়নি এলাকাটি। সম্প্রতি পাক অর্থনীতি

ভাঙনের দোরগোড়ায় চলে যাওয়ায় পিওকের পরিস্থিতি আরও জোরালো হয়েছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে বাসিন্দাদের।

শনিবার বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে একে-৪৭ থেকে গুলি চালিয়েছিল পাক পুলিশ। গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। এরপর থেকেই আজাদির দাবিতে উত্তাল পিওকে।

স্বাভাবিকের পথে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস

নয়াদিল্লি, ১২ মে : কর্মীরা গণছুটি তুলে নিয়ে কাজে যোগ দেওয়ায় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়ান পরিষেবা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, মঙ্গলবার সকালের মধ্যে পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কেবিন কর্মীদের ইউনিয়ন জানিয়েছে, যাঁরা অসুস্থ বলে ছুটি নিয়েছিলেন তাঁরা সবাই কাজে যোগ দিয়েছেন। সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার ২০টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। টাটাগোষ্ঠীর মালিকানাধীন এই উড়ান সংস্থায় প্রতিদিন ৩৮০টি উড়ান চলে। বিমানসংস্থাটির অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে কেবিন কর্মীদের একটা বড় অংশ অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে গণছুটি নেওয়ায় মঙ্গলবার রাত থেকে ধাক্কা খায় উড়ান পরিষেবা। কয়েকশো উড়ান বাতিল হয়। অসুবিধায় পড়েছিলেন হাজার হাজার যাত্রী।

হজযাত্রীদের জন্য সৌদিতে উড়ন্ত ট্যাক্সি

রিয়াধ, ১২ মে : আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল হজযাত্রাতেও। হজ তীর্থযাত্রীদের জন্য এবার পরিবহণে উড়ন্ত ট্যাক্সি ও ড্রোনের ব্যবহার করবে সৌদি সরকার। এর ফলে যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। বাঁচবে সময়।

মদিনার প্রিন্স মহম্মদ বিন আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশি হজযাত্রীদের প্রথম দলকে শুক্রবার স্বাগত জানান পরিবহণমন্ত্রী সালে আল জাসের। সেই অনুষ্ঠানেই সৌদি সরকার সংবাদ সংস্থা আল-আরাবিয়াকে জানান, এবার তীর্থযাত্রীদের জন্য

আধুনিক পরিবহণ পরিষেবা দেওয়া হবে।

যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের অধীনে সৌদি আরবে সামাজিক সংস্কার হচ্ছে। সৌদি তাক লাগিয়ে দিয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহারেও। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত ইসলাম ধর্মাবলম্বী মক্কায় হজ করতে আসেন। ফি বছর বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন হজ কর্তৃপক্ষ। এবার নয়া চমক হবে উড়ন্ত ট্যাক্সি ও ড্রোন। একটি সূত্র জানিয়েছে, আধুনিক পরিবহণ পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমসারির দেশ হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সৌদি আরব। পরিবহণমন্ত্রীর বক্তব্য, হজ মরশুমে আধুনিক পরিবহণব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগানো হবে। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আকাশযানগুলি পুরোপুরি বিদ্যুৎ চালিত ও পরিবেশবান্ধব।

২৯ বার এভারেস্টে রীতা

কাঠমান্ডু, ১২ মে : নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন নেপালের পর্বতারোহী কামি রীতা শেরপা। রবিবার বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করেছেন তিনি। এই নিয়ে ২৯ বার এই পর্বতশৃঙ্গে পা রাখলেন কামি। ১৯৯৪-এ প্রথমবার এভারেস্টে চড়েছিলেন এই নেপালি শেরপা। সেই শুরু। তারপর একের পর এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ৮,৮৪৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত শৃঙ্গটি জয় করেন। এদিন তাঁর এভারেস্ট জয়ের সংখ্যা ২৯-এ পৌঁছেছে।

গত সপ্তাহে এভারেস্টের বেসক্যাম্প থেকে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কামি লিখেছিলেন, 'বিশ্বের সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়ায় ২৯ তম আরোহণের জন্য এসেছি।' একাধিকবার এভারেস্ট জয় করেছেন নেপালে এমন শেরপার সংখ্যা কম নয়। পাসাং দাওয়া শেরপা মোট ২৬ বার এভারেস্টে চড়েছেন। তবে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন কামি রীতা শেরপা।

দরকারে পরমাণু বোমা, হুঁশিয়ারি ইরানের

তেহরান, ১২ মে : মধ্যপ্রাচ্য সংকটে যুক্ত হল পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা। রবিবার দেশের পরমাণুনীতি বদলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের শীর্ষনেতা আয়াতুল্লা আলি খোমেইনির অন্যতম উপদেষ্টা কামাল খারাজি। তিনি জানিয়েছেন, ইজরায়েল যদি ইরানের পক্ষে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে পরমাণু বোমা তৈরি করতে পিছপা হবেন না তাঁরা। এজন্য পরমাণু নীতিতেও বদল আনা হতে পারে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পেলেও দীর্ঘদিন ধরে পরমাণু শক্তিধর দেশ ইরান। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই দেশটি পরমাণু কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ইরান সরকার বরাবর দাবি করে এসেছে যে, তারা শক্তিসম্পদের চাহিদা মেটাতেই পারমাণবিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে চায়। এর মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্র তৈরির কোনও উদ্দেশ্য তাদের নেই।

এবার খোমেইনি ঘনিষ্ঠ সরকারি কর্তার মন্তব্যে পরমাণু অস্ত্র তৈরির

ইজরায়েলের হানায় ধূলিসাৎ গাজা। প্রাণ বাঁচাতে সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র পাড়ি। রাফা শহরে।

ইঙ্গিত মেলায় স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে খারাজি বলেন, 'আমরা পরমাণু বোমা তৈরির সিদ্ধান্ত নিইনি। কিন্তু ইরানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে আমাদের সামনে পারমাণবিক নীতি পরিবর্তন করা ছাড়া কোনও রাস্তা খোলা থাকবে না।' কিছুদিন আগে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে ইরানের উপদূতাবাসে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর থেকে ইজরায়েল-ইরান দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠেছে। দু-দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। কোনও হামলাই অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি।

হামলা-পালটা হামলার পর দুই দেশ নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর পথে হাঁটেনি। বরং ইরানের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছিল, ইজরায়েল আক্রমণাত্মক সামরিক পদক্ষেপ না করলে তারাও আর সংঘাতে জড়াবে না। কিন্তু এদিন খারাজির বক্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করল বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

ইরানের সঙ্গে সংঘাতের আবহে গাজায় সেনা অভিযান জারি রেখেছে ইজরায়েল। শনিবার ওই এলাকায় প্যালেস্তিনীয়দের শেষ আশ্রয়স্থল রাফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তারা। এতে কমপক্ষে ২১ জন প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। আন্তর্জাতিক ত্রাণ ও শরণার্থী সংস্থার তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাফায় ইজরায়েলি অভিযান চলতে থাকলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে'।

কেজরিওয়ালের ১০ আশ্বাস

‘ইন্ডিয়া’র সমর্থন নিয়ে সংশয়

দশ দফা গ্যারান্টি হাতে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ১২ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টিগুলির জবাবে এতদিন কংগ্রেসের ‘ন্যায়পত্র’-ই ছিল ইন্ডিয়া জোটের অলিখিত ইস্তাহার। এবার দেশের জন্য ১০ দফা গ্যারান্টির কথা জানিয়ে কংগ্রেসের ইস্তাহারের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে তিনি দাবি করেছেন, মোদি যে গ্যারান্টিগুলি দিয়েছেন সেগুলির জবাব দিতেই তিনি ওই ১০ দফা গ্যারান্টির কথা ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে আলোচনা না করে ওই গ্যারান্টিগুলি তৈরি করায় তিনি ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, সরকারি স্কুল ও হাসপাতাল গড়ার ব্যাপারে ইন্ডিয়া জোট কোনও আপত্তি তুলবে না।

এদিন নিজের জেল যাত্রার বিষয়টিকেও প্রচারের হাতিয়ার করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। নয়াদিল্লি আসনের অন্তর্গত মোতিনগরে রোড শো করতে গিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, ‘২০ দিন পর আমাকে আবার জেলে ফিরতে হবে। আপনারা যদি ঝাড়ুকে ভোট দেন তাহলে আমাকে আর জেলে ফিরতে হবে না।’ দু-দিন আগে তিহার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন কেজরি। তিনি বলেন, ‘আমি আপনাদের জন্য কাজ করেছিলাম বলে বিজেপি আমাকে জেলে পাঠিয়েছে। বিজেপি চায় না আমি আপনাদের জন্য কাজ করি। আমি জেলে ফিরলে ওরা আপনাদের জন্য সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেবে।’

কেজরির ১০ গ্যারান্টির মধ্যে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ, উন্নত মানের সরকারি স্কুল এবং হাসপাতাল তৈরির কথা বলা রয়েছে। বছরে ২ কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন আপ সুপ্রিমো। রবিবার আপের সদর দপ্তরে একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘বিজেপি সবসময় প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আমার গ্যারান্টিগুলির একটি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। এবার মানুষই ঠিক করবেন, তাঁরা কেজরিওয়ালের গ্যারান্টির সঙ্গে যাবেন নাকি মোদির গ্যারান্টি মানবেন।’ তিনি বলেন, ‘এই ১০টি গ্যারান্টিতে নতুন ভারতের ভিশন রয়েছে। এই ১০টি গ্যারান্টির গ্যারান্টি আমি নিচ্ছি। ইন্ডিয়া জোটের সরকার তৈরি হলেই ওই গ্যারান্টিগুলি পূরণ করা হবে।’

সোমবার দেশে চতুর্থ দফার ভোটের আগে কেজরি কেন ইন্ডিয়া জোটের বাকি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করলেন না, সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রশ্নও ওঠে। জবাবে কেজরি বলেন, ‘আমি ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে আলোচনা না করে গ্যারান্টিগুলির কথা জানিয়েছি। তবে আমি বিশ্বাস করি, ইন্ডিয়া জোটের কোনও সদস্য এই গ্যারান্টিগুলির বিরোধিতা করবেন না।’ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘আমরা আগে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলাম সেগুলি সমস্ত পূরণ করা হয়েছে। মোদি আগামী বছর অবসর নেবেন। তারপর তাঁর গ্যারান্টিগুলি কে পালন করবেন তা নিয়ে কোনও স্পষ্টতা নেই।’

আপ নেতার গ্যারান্টি

- ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অস্বচ্ছল পরিবারগুলিকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ
- সরকারি স্কুলগুলির মানোন্নয়ন, দেশের প্রতিটি শিশুকে বিনামূল্যে শিক্ষা
- প্রতিটি গ্রাম এবং এলাকায় মহল্লা ক্লিনিক। জেলা হাসপাতালগুলিকে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত করা হবে
- চিনের হাতে থাকা ভারতীয় এলাকা ফিরিয়ে আনতে সেনাকে ক্ষমতা
- অগ্নিবীর বন্ধ করে নথিভুক্ত তরুণদের সেনাবাহিনীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হবে
- স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে কৃষকদের ন্যায্য দাম
- দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা
- প্রতিবছর ২ কোটি নতুন চাকরি দেওয়া হবে
- দুর্নীতি দমন
- জিএসটি সরলীকরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে চিনকে পরাজিত করা

মোদির বিকল্প নিয়ে ধন্দ ‘ইন্ডিয়া’ জোটে

নয়াদিল্লি, ১২ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গদি টলছে, গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার প্রচার করছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধি প্রায় সমস্ত জনসভায় দাবি করছেন, মোদি কিছুতেই এবার ক্ষমতায় ফিরতে পারবেন না। বিজেপি নেতা-নেত্রীরা তা শুনে মুচকি হাসলেও চোরাস্রোত যে বইছে সেটা অস্বীকার করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার জন্য রাহুল গান্ধির নাম করায় আরও একবার পুরোনো প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। তা হল, বিরোধীদের মধ্যে মোদির বিকল্প মুখ কে?

সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা শশী থারুর বলেছিলেন, বিরোধী শিবিরে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা একাধিক নেতার মধ্যে রয়েছে। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে সমযোগ্যতাসম্পন্ন নেতাদের মধ্যে থেকেই একজনকে বেছে নেওয়া হবে। কিন্তু প্রাক্তন বিচারপতি মদন বি লোকুর, প্রাক্তন বিচারপতি এপি শা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক এন রাম যে চিঠি লিখেছেন তাতে মোদির সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁরা রাহুল গান্ধিকেই বেছে নিয়েছেন। তাঁদের ওই প্রস্তাব থেকে জল্পনা চলছে, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে কি রাহুলই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হবেন? রাহুল ইতিমধ্যে ওই চিঠির জবাবে প্রাক্তন বিচারপতি ও সাংবাদিককে পালটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে বসতে রাজি। তাঁর বদলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও ওই প্রকাশ্য বিতর্কে বসতে পারেন বলে জানিয়েছেন রাহুল।

> যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিতর্কে বসতে চাইছেন তিনি কি ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী?
>
> **স্মৃতি ইরানি**

আমেথির প্রাক্তন সাংসদের এই বক্তব্যে চটেছেন ওই আসনের এবারের বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এবার আমেথিতে রাহুলের প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করে স্মৃতির খোঁচা, ‘যে ব্যক্তি তাঁর পরিবারের তথাকথিত দুর্গে একজন সাধারণ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস দেখাতে পারেন না, প্রকাশ্য বিতর্ক নিয়ে তাঁর মুখে কথা মানায় না।’ স্মৃতির প্রশ্ন, ‘যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিতর্কে বসতে চাইছেন তিনি কি ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী?’ এই অবস্থায় রবিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ১০ দফা গ্যারান্টির কথা জানাতে গিয়ে ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নবাণের মুখে পড়েন। জবাবে আপ সুপ্রিমো বলেন, ‘না, আমি প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নই।’ গতবছর ১৯ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বিরোধী শিবিরের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যদিও সেইসময় কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্ব এবং স্বয়ং খাড়গে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ভোটে জেতার পর বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

মাতৃ দিবসে নমোকে উপহার

মায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, ভক্তের আঁকা ছবি

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মায়ের আঁকা ছবি হাতে এক সমর্থক। রবিবার হুগলির চুঁচুড়ায়।

নয়াদিল্লি ও চুঁচুড়া, ১২ মে : ঐতিহ্যের শহর, সংস্কৃতির শহর, ভালোবাসার শহর, প্রাণের শহর চুঁচুড়ায় নির্বাচনি প্রচারে এসে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস। এদিন হুগলি ও শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির দুই প্রার্থী যথাক্রমে লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং কবীরশংকর বসুর সমর্থনে চুঁচুড়ার কোর্ট ময়দানে একটি নির্বাচনি জনসভা করেন মোদি। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের পাশাপাশি এলাকার মানুষজনও ভিড় করেছিলেন সমাবেশস্থলে। ভিড়ে ঠাসা জনসভায় তখন শুধুই মোদি, মোদি স্লোগান।

ভাষণ দেওয়ার ফাঁকে হঠাৎ মোদির চোখ পড়ে দুই ব্যক্তির দিকে। দুজনের কাছে তখন ছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মা স্বর্গীয়া হীরাবেন মোদির বসে থাকার দুটি হাতে আঁকা ছবি। প্রধানমন্ত্রী ওই দুজনের ছবির প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি আধিকারিকদের ছবি দুটি নিয়ে নিতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সভার দুই কোণে দুজন ব্যক্তি ছবি এঁকে এনেছেন। আর অনেকক্ষণ ধরে হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দাদা, আপনাদের হাতে যন্ত্রণা হবে। কিন্তু আপনারা এত ভালোবেসে আমার মায়ের ছবি এঁকে এনেছেন।’ মোদি বলেন, ‘পশ্চিমী দুনিয়া আজ মাতৃদিবস পালন করছে। আমরা ভারতীয়রা ৩৬৫ দিন মায়ের পুজো করি, দুর্গা মায়ের পুজো করি, কালী মায়ের পুজো করি এবং ভারতমাতারও পুজো করি।’ এরপরই এসপিজির হাতে ওই ছবিগুলি তুলে দিতে বলেন মোদি। তিনি বলেন, ‘আমি এসপিজির লোকজনকে বলছি, এই দুই ব্যক্তির হাত থেকে ছবিগুলি নিয়ে নিতে। আপনারা ওই ছবি দুটির পিছনে নিজেদের নাম, ঠিকানা লিখে দেবেন। আমি আপনাদের নিশ্চয়ই চিঠি দেব। তবে এখনই হবে না। কিছুদিন বাদে করব। আপনারা আমার মায়ের ছবি এঁকে এনেছেন। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।’

একটি ছবিতে ছিল মায়ের কোলে হাত রেখে মেঝেতে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অপরটিতে ছিল মায়ের পাশে মোদির বসে থাকার একটি ছবি। গতবছর ৩০ ডিসেম্বর ৯৯ বছরে প্রয়াত হন হীরাবেন মোদি। মায়ের ব্যাপারে বরাবরই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মাকে প্রণাম করে মনোনয়ন জমা দেওয়ার স্মৃতিচারণ করেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসের সকালে নিজের মা এবং দেশের কোটি কোটি মাকে স্মরণ করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, ‘মা শব্দটি একটি অনুভূতি-মমতা, ত্যাগ, ধৈর্য এবং শক্তির। আজ মাতৃ দিবসের শুভদিনে আমি সমস্ত মাতৃশক্তিকে প্রণাম জানাচ্ছি। হ্যাপি মাদার্স ডে।’ মা সোনিয়া গান্ধিকে ভালোবাসার পাশাপাশি যে সমস্ত প্রবীণ মহিলার সঙ্গে রাহুল ভারত জোড়ো যাত্রা ও ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সময় আলাপ করেছিলেন তার একটি ভিডিও-ও শেয়ার করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট নিয়ে ভোটকেন্দ্রের পথে ভোটকর্মীরা। রবিবার শ্রীনগরে।

ভারতের নজরে খালিস্তানি টাইগার ফোর্স

নিজ্জর হত্যায় কানাডায় গ্রেপ্তার ৪র্থ ভারতীয়

টরন্টো, ১২ মে : সময় যত গড়াচ্ছে খালিস্তান ইশ্যুতে ভারত-কানাডা সম্পর্ক ততই জটিল হচ্ছে।

খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুন এবং পান্নুকে খুন করার চক্রান্তের পেছনে ভারত হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে কানাডা। নিজ্জর খুনের ঘটনায় কয়েকদিন আগেই তিন ভারতীয়কে আটক করেছিল কানাডা পুলিশ। এদিন আরও এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করল কানাডা পুলিশ। ধৃতের নাম আমনদীপ সিং। ২২ বছরের ওই তরুণ পড়াশোনার সূত্রে কানাডায় ছিলেন বলে সেদেশের প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। কানাডার ইন্টিগ্রেটেড হোমিসাইড ইনভেস্টিগেশন টিম (আইএইচআইটি) জানিয়েছে, ভারতের নাগরিক আমনদীপের বিরুদ্ধে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং খুনের পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। গত কয়েকমাসে অন্টারিও, সারে, ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং অ্যাবটসফোর্ডে তাঁর গতিবিধি নজরে এসেছে।

এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কেন্দ্রের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরও ৫টি নাম। তারা সবাই খালিস্তানি টাইগার ফোর্স নামে একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। অভিযুক্তদের নাম বলজিৎ সিং, গুরজন্ত সিং, প্রিন্স চৌহান, আমন পুরেওয়াল এবং বিলাল মানসের।

আমনদীপ সিং।

বিদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা উক্ত ৫ জন ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত বলে এনআইএ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। বলজিৎ রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডাবাসী যথাক্রমে গুরজন্ত, প্রিন্স। আমন থাকে আমেরিকায়। বিলালের পাকিস্তানে থাকার কথা জানা গিয়েছে। পঞ্জাবের পাতিয়ালা জেলে বন্দি খালিস্তানি জঙ্গি কমলজিৎ শর্মাকে জেরা করে ৫ জনের কথা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা।

এর আগে নিজ্জরকে খুন করার অভিযোগে করণ ব্রার, কমলপ্রীত সিং এবং করণপ্রীত সিংকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় যে ৪ জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঘটনাচক্রে তাঁরা সবাই পঞ্জাবের বাসিন্দা। নিজ্জর খুনের ঘটনায় দীর্ঘদিন ধরে কানাডার কাছে প্রমাণ চাইছে ভারত। যদিও এখনও কোনও তথ্যপ্রমাণ দিল্লির হাতে তুলে দেয়নি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার। করণ, কমলপ্রীত ও করণপ্রীত গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর কানাডার কাছে তাঁদের বিষয়ে তথ্য চেয়েছিলেন। সেই তথ্যও দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সেখানে আরও এক ভারতীয়ের গ্রেপ্তারি দু’দেশের সম্পর্কের ফাটলকে চওড়া করল বলে মনে করা হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীকে তলব ইডি’র

রাঁচি, ১২ মে : লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন চাপে পড়ল কংগ্রেস। এবার ঝাড়খণ্ডের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আলমগির আলমকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ১৪ মে মঙ্গলবার রাঁচির ইডি’র দপ্তরে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের পরিচারকের বাড়ি থেকে ৩৭ কোটি টাকারও বেশি বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা। ৬ মে তাঁরা তল্লাশি চালিয়েছিলেন। সেদিন রাঁচির একাধিক স্থানে তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। ঘটনার পর মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীব লাল ও তাঁর পরিচারক জাহাঙ্গির আলম দু’জনেই গ্রেপ্তার হন। অভিযানের সময় হিসাবহীন নগদ টাকা গুনতে মেশিন আনতে হয়েছিল। জাহাঙ্গির আলমের ফ্ল্যাট থেকে গয়নাও উদ্ধার হয়।

কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রী আলমগির আলম ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী। ঝাড়খণ্ড গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বিপুল অর্থ নয়ছরের অভিযোগ উঠেছে। গত বছর গ্রেপ্তার হন দপ্তরের প্রাক্তন মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার। সাম্প্রতিক তল্লাশি অভিযানগুলি সেই দুর্নীতির তদন্তের সঙ্গে যুক্ত।

বিপাকে ‘পুষ্পা’ নায়ক, বিধায়ক

হায়দরাবাদ, ১২ মে : বিপাকে পড়লেন ‘পুষ্পা’র আল্লু অর্জুন ও জগন্মোহন রেড্ডির দলের বিধায়ক রবিচন্দ্র কিশোর। আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়ালে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। শনিবার নান্দিয়ালে বিধায়কের বাড়িতে যান দক্ষিণের সুপারস্টার। তাঁকে ঘিরে মানুষের স্রোত নামে। সোমবার এখানে চতুর্থ দফার ভোট। ফলে জমায়েতের অনুমতি নেই। আল্লু অর্জুন জানিয়েছেন, বন্ধুর যে পেশারই মানুষ হোন না কেন, তাঁকে তাঁর বন্ধুর প্রয়োজন হলে তিনি আসবেন। তার মানে এই নয় যে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করছেন। বিধায়কের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

ঝাঁপ মারার হুমকি, ধৃত বিমান যাত্রী

বেঙ্গালুরু, ১২ মে : বিমানে অদ্ভুত ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। ৮ মে তেমনই এক অবাক করা কাণ্ড ঘটে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে। এক বিমানযাত্রী মাঝ আকাশে বিমান থাকাকালীন অসংলগ্ন আচরণ করায় বিমানসেবিকারা তাঁকে বাধা দেন। তাতে তিনি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেওয়ার হুঁমকি দেন। দুবাই থেকে মেঙ্গালুরুগামী এয়ার ইন্ডিয়ার সেই বিমান তখন আরব সাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। বিমান কোনওমতে মেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নামলে যাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কর্মীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিআইএসএফ যুবককে গ্রেপ্তার করে।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের নিরাপত্তা সমন্বয়কারী সিদ্ধার্থ দাস জানিয়েছেন, ধৃত যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এক পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যুবকের নাম মহম্মদ বিসি। তিনি কেরলের কান্নুরের বাসিন্দা। উড়ান চলাকালীন তাঁর অদ্ভুত আচরণ যাত্রীদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বিমান থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

দিল্লির দুই হাসপাতালে বোমা রাখার হুমকি-মেল

নয়াদিল্লি, ১২ মে : দেশে বোমাতঙ্কের হুমকি কাটছে না। প্রথমে এসেছিল দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে। তারপর রাজধানীর স্কুলগুলিতে। এবার দিল্লির আট-দশটি হাসপাতালে। ই-মেলগুলি করা হয়েছে রবিবার। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও বোমা রাখার হুমকি-মেল এসেছে।

রবিবার বুরারি সরকারি

হাসপাতাল ও মঙ্গলপুরীর সঞ্জয় গান্ধি মেমোরিয়াল হাসপাতালে বোমা রাখার হুমকি ই-মেল সম্পর্কে পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বুরারি হাসপাতাল থেকে প্রথম ফোনটি তাঁদের কাছে এসেছে বিকেল ৩ টে ১৫ মিনিট নাগাদ। সঞ্জয় গান্ধি মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে ফোন আসে বিকেল ৪ টে১৫ মিনিটে। ডিসিপি (উত্তর) এমকে মীনা জানিয়েছেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি পুলিশ ও বোমা নিষ্ক্রিয় টিম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমে পড়ে। হাসপাতালের অন্দরমহল থেকে বহির্বিভাগ সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে তারা। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে। দমকলের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুটি হাসপাতালেই দমকলের দুটি করে ইঞ্জিন পাঠানো হয়েছিল। দিল্লি দমকল পরিষেবার প্রধান জানিয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁদের কাছে ফোন এসেছিল সন্ধ্যা ৬ টা১৫ মিনিট নাগাদ।

রবিবারের এই ঘটনার কিছুদিন আগে দিল্লি-এনসিআর-এর ১৩১টি স্কুলে বোমা রাখা আছে, ই-মেলে এমনই হুমকি দেওয়া হয়েছিল। একই বিষয় ঘটে আহমেদাবাদের বহু স্কুলে। তাতে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। পড়ুয়াদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত স্কুলগুলিকে বন্ধ রাখা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছিল, ই-মেলটি ভুয়ো, প্রতারণামূলক। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

হিজাব পরা মহিলা হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

হায়দরাবাদ, ১২ মে : বিজেপির ঘোর বিরোধী। আবার কংগ্রেসের পছন্দের তালিকাতেও নেই তিনি। রবিবার তাই একযোগে শাসক ও প্রধান বিরোধী দলকে নিশানা করলেন এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখতে মেরুকরণের রাজনীতি করছে বিজেপি। অন্যদিকে, মুসলিম ভোট পেতে কংগ্রেস এআইএমআইএমকে বিজেপির বি টিম বলে প্রচার করছে। অথচ খাড়গে-রাহুলের দল বিজেপিকে ঠেকাতে পারছে না।

ওয়াইসির দাবি, মুসলিমদের উপেক্ষা করা হলেও এমন একদিন আসবে যখন একজন হিজাব পরা

আশা ওয়াইসি’র

মহিলা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। হায়দরাবাদের সাংসদের কথায়, ‘দাবি করা হচ্ছে, চলতি লোকসভা ভোটে মানুষ জাত-ধর্ম, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছেন। কিন্তু বিজেপি জোট মুসলিমদের প্রার্থী করছে না। ৪৮ আসনের মহারাষ্ট্রে একজনও মুসলিম প্রার্থী নেই। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, দিল্লির মতো রাজ্যেও ছবিটা আলাদা নয়। মুসলিমরা টিকিট না পেলে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব কমে যাবে।’

> এমন একদিন আসবে যখন একজন মহিলা হিজাব পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসবেন।
>
> **আসাদউদ্দিন ওয়াইসি**

এই মন্তব্যের রেশ ধরে ওয়াইসি বলেন, ‘এমন একদিন আসবে যখন একজন মহিলা হিজাব পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসবেন।’ ইন্ডিয়া জোট সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ, ‘মহারাষ্ট্রে আমাদের দল ইন্ডিয়া জোটের শরিক হতে ওদের নেতাদের সঙ্গে ৩ বার যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু সাড়া মেলেনি। সেজন্য আমাদের কিছু যায় আসে না।’

কংগ্রেসকে এআইএমআইএম নেতার কটাক্ষ, ‘কংগ্রেস হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রে হারলে কখনই বলে না যে সংখ্যাগুরুরা আমাদের ভোট দেয়নি। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রে হারলে বলে এআইএমআইএম ভোট কেটে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। ওয়াইসি’র দল বিজেপির বি-টিম।’

দরজায় আছে স্বপ্ন ছোঁয়া

কেরিয়ার ক্লাস

কোর্স করুন এগিয়ে থাকুন

রেলে টেকনিসিয়ান পরীক্ষায় কীভাবে সাফল্য পাবেন

সাফল্যের চাবিকাঠি হাতে বিশেষজ্ঞ সুব্রত কুমার সিনহা

কলকাতা, মালদা, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে টেকনিশিয়ান গ্রেড III পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। এই ক্যাটাগরিতে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। তাই সাফল্য সুনিশ্চিত করতে লিখিত পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে।

লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হয়। প্রশ্নপত্রে টেকনিক্যাল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, রিজিনিং ও অ্যারিমেটিক থেকে প্রশ্ন থাকবে। ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, তাই পরীক্ষাকেন্দ্রে অজানা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে চলতে হবে।

টেকনিক্যাল বা সায়েন্টিফিক অ্যাওয়ারনেস বিষয়ের অধিকাংশ প্রশ্ন আইটিআই মানের বিভিন্ন ট্রেড ও নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিদ্যার আলোকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান, স্থির ও প্রবাহী তড়িৎ, চুম্বক ও শব্দ বিভাগ থেকে আসে। প্রস্তুতির সময় এই পরিচ্ছদগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, একক ও সংজ্ঞা, বিভিন্ন ফর্মুলা খাতায় লিখে নিয়মিত মুখস্থ রাখলে পরীক্ষা কেন্দ্রে এই বিভাগের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দ্রুততালে দেওয়া সম্ভবপর হয়। জেনারেল নলেজ বিভাগে ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, ভারতের সংবিধান, অর্থনীতি ও রেলের ইতিহাস থেকে প্রশ্ন আসে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন কমন পেতে নিয়মিত একটি ইংরেজি ও দুটি বাংলা সংবাদপত্র পড়তে হবে। জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের নন ভার্বাল অংশে এনকোডিং ডিকোডিং, অডম্যান আউট, সমার্থক নির্ণয় ও শব্দের সিরিজ বিষয়ে প্রশ্ন থাকে ভার্বাল অংশে নির্দিষ্ট ছবি থেকে বিষয়ভিত্তিক যোগসূত্র ও ভেন ডায়াগ্রাম সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকে। অ্যারিথমেটিক অংশে মাধ্যমিক মানের লাভক্ষতি, সুদকষা, শতকরা, অনুপাত ও অ্যাভারেজ বিভাগের অঙ্কগুলি করতে হবে। পরিমিতি অংশে সূত্রভিত্তিক অঙ্কগুলি করতে হবে।

পরিশেষে জানাই কেউ যদি মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক লক্ষে পৌঁছোতে নিয়মিত প্রস্তুতি নেন, তাহলে তাঁর সাফল্য আসবেই।

বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ- ৭৯৮০৩১৭৩৯৯

প্যারামেডিকেল কোর্স করে দেদার চাকরির সুযোগ

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল, যেখানে দেখা যাচ্ছে, আগামী দু-বছরে দেশজুড়ে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে নার্সিং ও প্যারামেডিকেল সেক্টরে।

সম্ভাব্য শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় কয়েক লক্ষ। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর যারা নার্সিং বা প্যারামেডিক্যাল পেশায় যাঁরা আসতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখতেই হবে। সেগুলি হল—কলেজের প্লেসমেন্ট সেল, প্র্যাক্টিক্যালের বেশি সময়, ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং, উন্নত মানের ফ্যাকাল্টি, হরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত কোর্স ইত্যাদি।

বহু ছাত্রছাত্রী স্বপ্ন দেখে মেডিকেল ফিল্ডে কেরিয়ার গড়বে বলে। কিন্তু সকলেই তো আর ডাক্তার হতে পারে না। ডাক্তারি ছাড়াও মেডিকেলের অনেক নতুন ক্ষেত্র আছে। যেখানে ভবিষ্যতে কেরিয়ার অনেক উজ্জ্বল, সেইসঙ্গে চাকরিরও অনেক সুযোগ রয়েছে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে। যেসব ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) নিয়ে পড়ছে তারাই প্যারামেডিকেল নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। সরকারি কলেজে সুযোগ পেলে অল্প খরচেই তারা এই কোর্স করতে পারবে। কোন পরীক্ষা দিতে হবে, কী ধরনের কাজ করতে হয়, কীভাবে ভর্তি হবেন, জানানো হল সেইসব গুরুত্বপূর্ণ কথা।

প্যারামেডিকেল কী?

প্যারামেডিকেল কোর্স হল প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় ডাক্তারি কোর্স। উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়ার পর ভালো কেরিয়ার অপশনের মধ্যে হল প্যারামেডিকেল কোর্স।

প্যারামেডিকেল কোর্স তিন ধরনের হয়ে থাকে –সার্টিফিকেট কোর্স, ডিগ্রি কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স।

এই কোর্সের মাধ্যমে মেডিকেল ল্যাবোরেটরি টেকনোলজি, রেডিওলজি, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি শেখানো হয়। একজন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক থেকে শেষ পর্যন্ত একজন ডাক্তারের সব কাজকর্ম শেখানো হয়। যার ফলে ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে একজন প্যারামেডিকেল ডাক্তার রোগীকে খুব সহজে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারেন।

কারা এই কোর্স করতে পারবেন ?

প্রথমত, শিক্ষার্থীকে উচ্চমাধ্যমিকে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে যেসব ছাত্র-ছাত্রীর ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয় হিসাবে ছিল, তারাই এই কোর্সটি করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর যোগ্যতা হিসাবে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে।

ভর্তি প্রক্রিয়া

সরকারি ও বেসরকারি দুইভাবে এই কোর্স করা যায়। সরকারিভাবে এই কোর্স করলে খরচ কম এবং বেসরকারিতে খরচ বেশি হয়। সরকারি ভাবে এই কোর্স করতে গেলেই স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ SMFWB পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ একজন এই কোর্সে যুক্ত হতে পারবে।

বয়স: এই কোর্স করার জন্য নির্দিষ্ট কোনও বয়স সীমা নেই।

কোর্সের সময়সীমা

প্রতিটি কোর্সের নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে।

সার্টিফিকেট কোর্স: ৬ মাস থেকে ১ বছরের কোর্স।

ডিপ্লোমা কোর্স: ২ বছর থেকে ৩ বছরের কোর্স

ডিগ্রি কোর্স: চার বছরের কোর্স।

কোর্সের সুবিধা

এই কোর্স করা থাকলে সরকারি হাসপাতাল কিংবা বেসরকারি নার্সিংহোমে সুযোগ পেয়ে যাবে। তার সঙ্গে নিজের মেডিকেল ল্যাব খোলারও সুবিধা রয়েছে।

সেরা প্যারামেডিকেল কলেজগুলির নাম

১. মেডিকেল কলেজ, কলকাতা ২. ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ৩. মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ৪. রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ৫. রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

কোর্সের আবেদন কবে শুরু হচ্ছে ও কবে থেকে পরীক্ষা

হবে সব এই ওয়েবসাইটে গিয়ে জানতে পারবেন: অফিসিয়াল পোর্টাল: www.SMFWB.in

ম্যাট্রিক রিক্রুটস এন্ট্রিতে নৌবাহিনীতে অগ্নিবীর

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২৭ মে পর্যন্ত

প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীতে অগ্নিবীর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি।

নিয়োগ করা হবে ম্যাট্রিক রিক্রুটস অর্থাৎ এম আর এন্ট্রিতে।

অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা আবদেন করতে পারবেন।

অগ্নিপথ প্রকল্পে চার বছরের চুক্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

প্রশিক্ষণ শুরু হবে এ বছরের নভেম্বরে, আইএনএস ওড়িশার চিল্কায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক পাশ।

জন্ম তারিখ: ১-১১-২০০৩ থেকে ৩০-০৪-২০০৭-এর মধ্যে আবেদনকারীর জন্ম হতে হবে।

দৈহিক মাপজোখ: পুরুষ-মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই উচ্চতা ১৫৭ সেমি।

দৃষ্টিশক্তি: চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/১২। চশমা সহ উভয় চোখে ৬/৬। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-টু মানের হতে হবে। প্রার্থীকে শারীরিক ভাবে সুস্থ হতে হবে।

বেতনক্রম: প্রথম বছরে প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে প্রতি মাসে ৩৩,০০০ টাকা, তৃতীয় বছরে প্রতি মাসে ৩৬,৫০০ টাকা এবং চতুর্থ বছরে প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা। চার বছরের মেয়াদ শেষে নৌবাহিনীর শর্তানুসারে চাকরির সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাচের ২৫ শতাংশ অগ্নিবীর নৌবাহিনীতে নাবিক হিসাবে স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ পাবেন। বাকি ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীর অবসরের পর যাতে বিকল্প জীবিকা খুঁজে নিতে পারেন, সে জন্য আর্থিক অঙ্কে বিশেষ 'সেবা নিধি' প্যাকেজ দেওয়া হবে। তবে কোনও পেনশন, গ্র্যাচুইটি বা প্রাক্তন সমরকর্মীর প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তাঁরা পাবেন না।

প্রার্থী বাছাই: প্রার্থী বাছাই করা হবে সর্বভারতীয় অনলাইন কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নেভি এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ইংরেজি, বিজ্ঞান, অঙ্ক ও জেনারেল নলেজ বিষয়ে।

মোট নম্বর ১০০। নেগেটিভ মার্কিং আছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রশ্ন হবে।

ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় প্রশ্ন করা হবে। সময় ১ ঘণ্টা।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে সাড়ে ৬ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড় (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮ মিনিটে), ২০টি স্কোয়াট (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫টি স্কোয়াট), ১৫টি পুশ আপ (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০টি পুশ আপ), হাঁটু ভাঁজ করে সিট আপ ১৫টি (মহিলাদের ১০টি সিট আপ)।

আবেদন করতে চাইলে: ইচ্ছুক প্রার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাদ্যমে https://agniveernavy.cdac.in

প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২৭ মে পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফোটো (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

২০২৪-এর এপ্রিলের আগে তোলা ফটো চলবে না। যেদিন ফটো তোলা হয়েছে সেই তারিখটি এবং প্রার্থীর নাম একটি স্লেটে বা কাগজে লিখে সেটিকে সামনে ধরে ফটো তুলতে হবে। এছাড়া প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথিপত্রও স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

পরীক্ষার ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে ৫৫০ টাকা (জিএসটি অতিরিক্ত)। অনলাইন পদ্ধতিতে ইউপিআই বা ভিসা/মাস্টার/রুপে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইনটারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে।

বিশদে জানতে: আগ্রহীরা বিশদে জানতে দেখুন প্রতিবেদনে উল্লিখিত ওয়েবসাইট।

রেলে কনস্টেবল, সাব-ইনস্পেকটর

রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলে ৪৬৬০ জন কর্মী নিয়োগ করা হবে। রেলের ১৭টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ও রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সে মেট্রো রেল সহ কনস্টেবল পদে ৪২০৮ জন ও সাব ইনস্পেকটর পদে ৪৫২ জনকে নিয়োগ করা হবে। ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কনস্টেবল পদে: মাধ্যমিক যোগ্যতায় এই পদে আবেদন করা যাবে।

বয়স: প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৪ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মী এবং বিধবা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

শারীরিক মাপজোখ: ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে অন্তত ৮০ সেমি এবং ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তপশিলিরা ছাড় পাবেন। গোর্খা হলে লম্বায় ২ সেমি ছাড় পাবেন।

মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি, তপশিলি জাতি ও উপজাতি হলে ১৫২ সেমি, গোর্খা হলে ১৫৫ সেমি লম্বা হতে হবে। ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চোখে চশমা, জোড়া হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ট্যারা দৃষ্টি, শারীরিক বিকৃতি থাকলে আবেদনের যোগ্য নন।

বেসিক পে: ২১৭০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৪২০৮টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৩৫৭৭টি, মেয়েদের জন্য ৬৩১টি পদ রয়েছে।

প্রার্থী বাছাই: প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে। তারপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে।

সাব-ইনস্পেকটর

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ১-৭-২০২৪-এর হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারবেন।

ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলিরা ৫ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে অন্তত ৮০ সেমি আর ফুলিয়ে ৮৫ সেমি এবং ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। তপশিলিরা যথারীতি ছাড় পাবেন।

বেসিক পে: ৩৫৪০০ টাকা।

মোট শূন্যপদ: ৪৫২টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৩৮৪টি, মেয়েদের জন্য ৬৮টি পদে নিয়োগ করা হবে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে। তারপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদন করতে হবে অনলাইনে আগামী ১৪ মে-র মধ্যে।

যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করবেন। এর জন্য বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হবে। যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করতে হবে।

এরপর পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। তপশিলি সহ অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা।

আবেদন করতে চাইলে: কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে www.rrbkolkata.gov.in

মালদহ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে www.rrbmalda.gov.in

শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে www.rrbsiliguri.gov.in

রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে www.rrbranchi.gov.in

এইভাবে পটনা, গুয়াহাটি, আহমেদাবাদ, আজমীর, বেঙ্গালুরু, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, চণ্ডীগড়, চেন্নাই, গোরক্ষপুর, জম্মু-শ্রীনগর, মুম্বই, মজফফরপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, তিরুবনন্তপুরম, প্রয়াগরাজ প্রভৃতি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারেন।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় আর্মিতে

১৩ মে থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে

প্রশিক্ষণ দিয়ে টেকনিক্যাল শাখায় ৯০ জন অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

নিয়োগ করা হবে পার্মানেন্ট কমিশনে। শুধু অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করবেন।

১০+২ টেকনিক্যাল এন্ট্রি স্কিম ৫২ কোর্সে ট্রেনিং শুরু হবে ২০২৫-এর জানুয়ারিতে।

মোট শূন্যপদ: ৯০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথেমেটিক্সে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ। সেইসঙ্গে জেইই (মেনস) ২০২৪ পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭ সেমি। গোর্খা প্রার্থীরা ৫ সেমি ছাড় পাবেন। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি হওয়া চাই।

দৃষ্টিশক্তি: দূরের ক্ষেত্রে চশমা সহ ভালো চোকে ৬/৬ এবং খারাপ চোখে ৬/৯। মায়োপিয়া থাকলে তা যেন -২.৫ডি এবং হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে তা যেন +৩.৫ডি-র বেশি না হয়। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-থ্রি মানের হতে হবে।

বয়স: ১-১-২০২৫ তারিখে সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯-এর মধ্যে।

মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ভোপাল বা বেঙ্গালুরু বা অন্যান্য স্থানে সিলেকশন বোর্ডের ইনটারভিউতে ডাকা হবে।

ইনটারভিউয়ের পাশাপাশি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্টও হবে। গোটা প্রক্রিয়া চলবে ৫ দিন ধরে। প্রথম ধাপে ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফল প্রার্থীদের ডাকা হবে মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের (৫ দিন) জন্য। প্রার্থী বাছাইয়ের সম্ভাব্য সময় অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস।

ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৫ বছর। প্রথমে গয়ার অফিসার্র ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে এক বছরের ট্রেনিং, তারপর পুনে বা সেকেন্দ্রাবাদ বা মোহাউ-এ ৩ বছরের প্রিকমিশন ট্রেনিং এবং

আরও এক বছরের পোস্ট কমিশন ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট মাসিক ৫৬১০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ হবে। তখন বেতনক্রম ৫৬১০০-১৭৭৫০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে প্রতি মাসে ১৫৫০০ টাকা। সেইসঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

আবেদন করতে চাইলে: অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.joinindianarmy.nic.in

প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

আবেদনের তারিখ: ১৩ মে থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর রোল নম্বর সহ পূরণ করা দরখাস্তের দুটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। একটি প্রিন্ট আউট ইন্টারভিউয়ের সময় জমা দিতে হবে। প্রিন্ট আউটটির উপর সই করে দেবেন। অপর প্রিন্ট আউটটি নিজের কাছে রেখে দেবেন।

মাধ্যমিক যোগ্যতায় কেন্দ্রীয় সরকারে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ও হাবিলদার

পরীক্ষা হবে জুলাই-অগাস্ট মাসে, নিয়মিত ওয়েবসাইট দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকার হাজারের বেশি তরুণ-তরুণীকে নিয়োগ করবে। দেশজুড়ে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (নন টেকনিক্যাল) ও হাবিলদার পদে নিয়োগ করা হবে।

মাল্টি টাস্কিং নন টেকনিক্যাল স্টাফ অ্যান্ড হাবিলদার (সিবিআইসি অ্যান্ড সিবিএন) এক্সামিনেশন ২০২৪-এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। নিয়োগ করা হবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পরীক্ষা হবে জুলাই-অগাস্ট মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ।

বয়স: মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ও সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সে হাবিলদার পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইন্ডিরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমসে হাবিলদার পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

তপশিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সে ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না, আইনত স্বামী বিচ্ছিন্না মহিলা প্রার্থীরা পুনরায় বিয়ে না করে থাকলে ও ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে তবেই আবেদন করতে পারবেন।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা-হাবিলদার পদে পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৫৭.৫ সেমি (গোর্খা ও তপশিলি উপজাতি ভুক্তদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন), মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৫২ সেমি (গোর্খা ও তপশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীরা উচ্চতায় ২.৫ সেমি ছাড় পাবেন)। বুকের ছাতি পুরুষদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬ সেমি ও ৮১ সেমি। ওজন মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ৪৮ কেজি (গোর্খা ও তপশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৬ কেজি) হতে হবে।

বেতনক্রম: সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল ১ অনুসারে।

প্রার্থী বাছাই: যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরেজি সহ মোট ১৫টি ভাষায়।

পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি সেশনে। প্রথম সেশনে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা দ্বিতীয় সেশনের পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। এছাড়া হাবিলদার পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত থাকবে দৈহিক মাপজোক ও দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা। কম্পিডারভিত্তিক পরীক্ষার প্রথম সেশনে প্রশ্ন হবে নিউমেরিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথেমেটিক্যাল এবিলিটি, রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং (মোট ১২০ নম্বর) এবং দ্বিতীয় সেশনে প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও কম্প্রিহেনশন (মোট ১৫০ নম্বর) বিষয়ে। মোট সময়সীমা দেড় ঘণ্টা।

রাজ্যের পরীক্ষাকেন্দ্র: পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল—কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে হাঁটা। হাঁটার গতি হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৫ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার, মহিলাদের ক্ষেত্রে ২০ মিনিটে ১ কিলোমিটার।

আবেদন করতে চাইলে: অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.ssc.nic.in

প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

আবেদন করার সময় আপলোড করতে হবে প্রার্থীর জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে)। তিন মাসের বেশি পুরোনো ফটো চলবে না।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। মহিলা প্রার্থী, তপশিলি জাতি ও উপজাতি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এখনও বিশদে প্রকাশ হয়নি। নিয়মিত ওয়েবসাইট দেখুন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ মে ২০২৪ S

বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতু

শহরের পুলে পুলে বিপদের ঝুঁকি

কলকাতায় উড়ালপুল ভেঙে যাওয়ার পর প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছিল, কোনও উড়ালপুল কিংবা সেতুর নীচে কোনও দখলদারি চলবে না। কিন্তু প্রশাসন শুধু মুখে বলে, কাজে কিছু করে না। তাই শিলিগুড়িতে উড়ালপুলের কাজ শেষ হওয়ার আগেই নীচের জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে বিপদ ও ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এ শহর দৌড়োচ্ছে তা নিয়েই আলোকপাত করলেন **শমিদীপ দত্ত**। (আজ প্রথম পর্ব)

মহানন্দা সেতুর নীচে গড়ে ওঠা বসতি। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ১২ মে : ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে তার আগেই ফ্লাইওভারের যতখানি কাজ হয়েছে, তার নীচের জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। বর্ধমান রোডে ফ্লাইওভার ধরে গেলে, এমন দৃশ্য নজরে পড়ছে অথচ সে ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। নির্মীয়মাণ ওই ফ্লাইওভারের নীচের কিছুটা অংশে গ্যারাজের কাজ চলছে। কিছুটা অংশে আবার টেবিল- চেয়ার পেতে হোটেল চলছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর পিলার ঘিরেও ফের নির্মাণকাজ হয়ে গিয়েছে। বছর দুয়েক আগে পিলারগুলোর সংস্কার করতে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের কর্তাদের মাথায় হাত পড়েছিল। সে সময় পিলারগুলো দখলমুক্ত করা হয়েছিল। ভাঙা হয়েছিল পিলার ঘিরে থাকা অবৈধ নির্মাণগুলো। যদিও ফের ওই পিলারগুলোও দখল হয়ে গিয়েছে। গোটা বিষয়টাই রীতিমতো আশঙ্কার বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। যদিও এব্যাপারে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবোধ সিংঘলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি দেখছি।'

নির্মীয়মাণ সেতুর নীচে গ্যারাজ।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের নীচে যাঁরা দখল করছেন, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর পিলার দখল করে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের তো বোঝা উচিত, যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে। নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের নীচেও যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও তাই।'

এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতু বলতে গেলে শহরের হৃৎপিণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর পিলারগুলোর অবস্থা দেখতে গিয়ে অবাক হতে হল। কোনও পিলারেরই দেখা মিলল না। বেশ কিছুক্ষেত্রে পিলারই দেওয়াল হিসেবে ব্যবহার হয়ে ঘর উঠে গিয়েছে। সেই ঘরের আশপাশেও আরও বাড়িঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সেতুর কোনও পিলারে সমস্যা হলে কী হবে?

> ফ্লাইওভারের নীচে যাঁরা দখল করছেন, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর পিলার দখল করে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের তো বোঝা উচিত, যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে। নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের নীচেও যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও তাই।
>
> **রঞ্জন সরকার** (ডেপুটি মেয়র)

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ওই ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল, পিলারগুলোর করুণ অবস্থা। পিলার এভাবে ঘরের দেওয়াল হিসেবে ব্যবহার করছেন? পিলারে কোনও সমস্যা দেখা দিলে? প্রশ্নের উত্তরে অনীতা মাহাতো নামের এক মহিলা উত্তর দিলেন, 'কিছু হবে না। আর মৃত্যু তো, যে কারও আসতে পারে।'

প্রশ্ন উঠছে, বছর দুয়েক আগেই তো পিলারগুলো দখলমুক্ত করে, দখলদারদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার পরেও ফের আগের পরিস্থিতি ফিরে এল কেন? গোটা বিষয়টায় প্রশাসনের নজরদারির অভাবটাই সামনে আসছে। আসলে প্রশাসনের নজরদারি কতটা হালকা, সেটা বর্ধমান রোডের নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের নীচের অংশটা দেখলেই বোঝা যায়। ফ্লাইওভারের একটা অংশে এমনই দেখা গিয়েছে, ওপরে কাজ চলছে- নীচের জায়গায় হোটেল চলছে। বিষয়টা নিয়ে শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তেও শুরু করেছে। শহরের বাসিন্দা পরিতোষ দাস বলেন, 'কলকাতায় উড়ালপুল ভেঙে যাওয়ার পর প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছিল, কোনও উড়ালপুলের কিংবা সেতুর নীচে কোনও দখলদারি চলবে না, অথচ ফ্লাইওভারের কাজ হওয়ার আগেই নীচের জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। আবার দখলমুক্ত করা হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর পিলারের দেখা আর পাওয়া যাচ্ছে না।' সবমিলিয়ে, নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর নীচের দখলদারি নিয়ে বাড়ছে আশঙ্কা।

লোনের নামে সম্পত্তি হাতবদলে থানায় বৃদ্ধ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ মে : ছেলের লোনের প্রয়োজন। তার জন্য চাই বাবার সই। ছেলের কাছ থেকে বিষয়টা জানতে পেরে নিজেকে আটকে রাখেননি বছর সত্তরের বৃদ্ধ। ছেলের কথায় সই করে দেন তিনি। অভিযোগ, তারপরেই বদলে যায় ছেলের ভাবগতি। পক্ষাঘাতে (প্যারালাইসিস) আক্রান্ত ওই বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রীর ওপর ছেলে মাঝেমধ্যেই চড়াও হয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিতে শুরু করে। কিন্তু জমি ও বাড়ি তো তাঁর নামে, তাহলে ছেলে এভাবে হুমকি দেওয়ার সাহস পাচ্ছে কীভাবে?

সইয়ের জন্য

- তিন কাঠা জমি ও বাড়ি ঘিরেই এখন টানাপোড়েন
- মাস নয়েক আগে স্ত্রী তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ায় নরেন্দ্রবাবু একা ছিলেন বাড়িতে
- ছেলের লোনের নাম করিয়ে সত্তর বছরের অসুস্থ বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নেয়
- তারপরেই মা-বাবাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিতে শুরু করে

বৃদ্ধ এরপর খোঁজ করতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। জানতে পারেন, ছেলে আসলে বাড়ি, জমি সবকিছুই লোন নেওয়ার নাম করে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। এই অবস্থায় বাড়িছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই দম্পতি। ছেলে গোপাল সাহার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সাহা বলছেন, 'এভাবে জমি ও বাড়ি হাতিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করলে ছেলে পরিষ্কার বলছে, ওই জমি, বাড়িতে আমাদের এখন আর কোনও অধিকার নেই।'

৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের চয়নপাড়ায় থাকেন বৃদ্ধ দম্পতি। তিন কাঠা জমি ও তার মধ্যে থাকা বাড়ি ঘিরেই এখন টানাপোড়েন। নরেন্দ্রনাথ বলছেন, 'বছর সাত হল ছেলে আমাদের সঙ্গে থাকে না। সে ঘোগোমালিতে থাকে। এই বাড়িতে আমি স্ত্রীকে নিয়ে থাকি।' নরেন্দ্রনাথের দুই মেয়েও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের চয়নপাড়াতেই বিয়ে হয়েছে। আর একজনের বিয়ে হয়েছে আশিঘরে। চয়নপাড়ার বাড়িতে নিজেরা থাকার পাশাপাশি দুটো ঘর ভাড়া দিয়ে রেখেছেন দম্পতি।

মাস নয়েক আগে স্ত্রী তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ায় নরেন্দ্রবাবু একা ছিলেন বাড়িতে। সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে শুরু করেন গোপাল। নরেন্দ্রর অভিযোগ, 'একদিন ছেলে আমার কাছে কাগজপত্র নিয়ে আসে। লোনের কথা বলতে থাকে। আমিও বিশ্বাস করে ফেলি। আর ছেলে বোকা বানিয়ে লোনের নাম করে সবকিছু লিখিয়ে নেয়। পরে স্ত্রী এলে আমাদের দুজনের ওপরই অত্যাচার শুরু করে। '

গত মাসেই শিলিগুড়িতে দুই পৃথক ঘটনায় সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় ছেলের অত্যাচারে এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধার বাড়িছাড়া হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এবারে ছেলে মিথ্যা কথা বলে বাড়ি লিখিয়ে নেওয়ায় ভবিষ্যতে তাঁদের কী হবে, সেই আতঙ্কে দিন গুনছেন সাহা দম্পতি।

এই শহর বাসভূমি নয়, যেন মৃগয়াক্ষেত্র

জীবনের সায়াহ্নে এসে যখন দেখি বর্ধমান রোড ও শিলিগুড়ি শহরের প্রধান রাস্তাগুলির পাশে সেইসব রেইন ট্রি এবং বড় বড় গাছগুলো আর নেই, তখন বড় ব্যথা পাই। উন্নয়নের জ্বালায় অনেক কিছুর মতো হারিয়ে গিয়েছে আমাদের ছোটবেলা। স্মৃতি নাকি সততই সুখের, কিন্তু সুখ না দিয়ে দুঃখ দিচ্ছে কেন, লিখেছেন ডঃ অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়।

> রাজনৈতিক লাভের অঙ্কে তৈরি পপুলিস্ট নীতি খাসজমি ও রেলের জমিকে তুলে দিল এক শ্রেণির মানুষের হাতে। হাসমি চক/ ভেনাস মোড়-এর যানজট যেন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল শহরের মানুষের কাছে।

এই শহরে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পাহাড়ের পাদদেশে চা বাগান আর জঙ্গলে ঘেরা একটা ছোট্ট জনপদ কীভাবে চোখের সামনে একটা বড় শহরে পরিণত হল- ঠিক যেন চলচ্চিত্র। সময়ের চাহিদা ও উদ্বাস্তু মানুষের ঢল এই শহর ও শহরতলির চেহারাকে ক্রমশ পালটে দিয়েছে। রাজনৈতিক কারণ ও ভৌগোলিক অবস্থানও এই শহরের দ্রুত নগরে রূপান্তরণের অন্যতম কারণ। বাংলাভাগের যন্ত্রণা নিয়ে একদল মানুষ এদেশে চলে এসে যে জনপদ তৈরি করেছিল সেই শক্তিগড়ে এক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারে আমার জন্ম। বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রিটিশ জেলে থাকার সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন ও জীবনের শেষভাগে এই অঞ্চলের প্রথম পঞ্চায়েত প্রধান।

যেদিন হিলকার্ট রোডে ট্রেন চলত।

জীবনের সায়াহ্নে এসে যখন দেখি বর্ধমান রোড ও শিলিগুড়ি শহরের প্রধান রাস্তাগুলির পাশে সেইসব রেইন ট্রি এবং বড় বড় গাছগুলো আর নেই, তখন বড় ব্যথা পাই। উন্নয়নের জ্বালায় অনেক কিছুর মতো হারিয়ে গিয়েছে আমাদের ছোটবেলা। স্মৃতি নাকি সততই সুখের, কিন্তু সুখ না দিয়ে দুঃখ দিচ্ছে কেন? সেই সময় জলপাই মোড় থেকে আমাদের পুরোনো বাজার (এখনকার থানা বাজার) রিকশা করে যেতে লাগত কুড়ি পয়সা। চারিদিকে বড় বড় গাছে ঘেরা জলপাই মোড় ছিল এক ছায়া সুনিবিড় অঞ্চল। ছিল একটা গোশালা, কয়েকটা স'মিল, হাতেগোনা কয়েকটা দোকানঘর আর গোরুর গাড়ির চাকা বানানোর একটা কারখানা। মহানন্দা নদীর ওপর দিয়ে জংশনে যাওয়ার জন্য একটি কাঠের তক্তাপাতা রেলব্রিজ ছিল। ব্রিজের মাঝখান দিয়ে ছিল দার্জিলিং যাওয়ার ন্যারোগেজ রেললাইন। এখনকার হকার্স কর্নার আর নিবেদিতা মার্কেটের জায়গাটায় সার দিয়ে দাঁড় করানো থাকত ন্যারোগেজ রেলের বগিগুলো।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি যখন শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে পড়ি, ক্লাস শেষে কলেজের মাঠ দিয়ে বন্ধুরা মিলে কোনাকুনি পাড়ি দিতাম কাঠের ভাঙাচোরা টেনিস ক্লাব (বর্তমানের দীনবন্ধু মঞ্চ) পেরিয়ে কোর্টের মাঝখান দিয়ে পুরোনো জেলখানার মোড়ে। বাঁদিকে পড়ে থাকত লাশকাটা ঘর। কখনো-সখনো টাউন স্টেশনের রেলের রেস্টুরেন্টে বন্ধুরা মিলে চলত আড্ডা। কালের নিয়মে এসব গেল পালটে। পুরো শিলিগুড়ি শহরটার দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করল নেহরু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের সময় থেকে।

উদারিকরণের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা অজান্তেই আমাদের শহর পল্লবিত হতে লাগল আজকের শিলিগুড়িতে। মহানন্দা, ফুলেশ্বরী আর জোড়াপানি নদী টলটলে জল আর স্রোত হারিয়ে নালায় পর্যবসিত হল। আর নদীর চরগুলো দ্রুত দখল হয়ে মানুষের বাসস্থানে পরিণত হল। বিলুপ্ত হল শহরের আশপাশের ধানের খেতগুলো। একশ্রেণির মানুষ টাকার থলি হাতে নিয়ে গরিব মধ্যবিত্তের জমি কিনে গড়ে তুলতে লাগল বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি আর শপিং মল। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল বেসরকারি স্কুলে পড়ানোর ঝোঁক। শহরের নামকরা বিদ্যালয়গুলির অঞ্চলভিত্তিক ছাত্রসমষ্টি গেল হারিয়ে- জন্ম নিল এক শিকড়হীন ছাত্র ও যুবসমাজ। পাকাপাকিভাবে শহরের ভিত হয়ে দাঁড়াল এক ট্রেডিং কালচার। পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সামাজিক বন্ধনের জায়গা দ্রুত দখল করল লেনদেনের হিসেবে। রাজনৈতিক লাভের অঙ্কে তৈরি পপুলিস্ট নীতি খাসজমি ও রেলের জমিকে তুলে দিল এক শ্রেণির মানুষের হাতে। হাসমি চক/ ভেনাস মোড়-এর যানজট যেন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল শহরের মানুষের কাছে।

অপরিকল্পিত একপাক্ষিক উন্নয়ন, এক নিয়ম না মানা সমাজজীবনের জন্ম দিল। ব্যবসা, রুটিরুজির প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতির মানুষ আমাদের এই শহরটাকে নিজেদের বাসভূমি নয় অনেকটা মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। তাদের এই শহরের প্রতি না আছে কোনও আবেগ বা দায়বদ্ধতা। ফলে তৈরি হল এক সম্পূর্ণ আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এর প্রতিফলন হল সামগ্রিক দিশাহীনতা ও আত্মবিস্মৃতি যা বর্তমান নাগরিক সমাজকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কেই বা জানে? অনেক সময় নগরের বহিরঙ্গের প্রগতি হয়তো মনে আনন্দের উদ্রেক করে। কিন্তু মানুষের সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে- জানা নেই। নীরদ সি চৌধুরীর ভাষায় বলতে গেলে- এ কোন বাঙালির সংস্কৃতি- শেষপর্যন্ত কি বাঙালি আত্মঘাতী হবে? তবুও আমরা আশায় থাকব- আমাদের এই ভালোবাসার শহর আবার একদিন গাছে ফুলে পল্লবিত হবে, জোড়াপানি নদীরা তাদের বুকের জমা জঞ্জাল ঠেলে স্রোতস্বিনী হবে।

সংকটে জল ঢালল বৃষ্টি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ মে : তুমুল বৃষ্টিতে গরমের হাত থেকে যতটা না স্বস্তি পেয়েছেন সাধারণ মানুষ, তার চেয়েও অনেক বেশি স্বস্তি পেল শিলিগুড়ি পুরনিগম। তিস্তার বাঁধ মেরামতির কারণে যে জলসংকট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিল প্রকৃতি। শনিবার থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ায় জলের সংকট তেমন হয়নি। বরং পুরনিগমের তরফে গত শুক্রবার থেকে একবেলা জল দেওয়ার চিন্তাভাবনা থাকলেও রবিবার দু'বেলাই জল সরবরাহ করা হল।

পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তর অবশ্য আপাতত জলের কোনও সংকটের আশঙ্কা করছে না। কারণ এই বৃষ্টি যেমন অনেকটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে, তেমনি তিস্তার জল এখনও যে পরিমাণ মজুত রয়েছে তা দিয়ে আগামী আরও কয়েকদিন জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি এখনও যেহেতু ভয়ানক আকার নেয়নি, তাই জলের পাউচ তৈরি থাকলেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে এখনও সেগুলি বিতরণ করার প্রয়োজন পড়েনি।

তবে জল দু'বেলা সরবরাহ হলেও পুরনিগমের ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ সহ বেশ কয়েকটি সংযোজিত ওয়ার্ডে আগের থেকে জলের সরবরাহে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই ওয়ার্ডগুলিতে অবশ্য জলের ট্যাংক পাঠানো শুরু হয়েছে। প্রায় ২৪টি জলের ট্যাংক বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে যদি শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকার ওয়ার্ডগুলিতে সমস্যা তৈরি হয়, তখন ওই জলের ট্যাংক দিয়েই পর্যায়ক্রমে সেই ওয়ার্ডগুলিতে জল সরবরাহ করা হবে। জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পরিষদের সদস্য দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'যে কয়েকটি ওয়ার্ডে আগে থেকে সমস্যা রয়েছে সেখানে জলের ট্যাংক দেওয়া শুরু হয়েছে। তবে বৃষ্টিতে আমাদের সুবিধাই হয়েছে। তিস্তার জল শেষ হলে মহানন্দার জল ব্যবহার করা হবে। পাউচ তৈরি রয়েছে। তবে এখনও তার কোনও প্রয়োজন হয়নি।' পুরনিগমের এক কর্তা জানান, এই বৃষ্টির জল মজুত রেখে তা পরিশোধন করে কাজ চালানো যাবে। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হলে সমস্যা তৈরি হবে।

আল্লা পানি দে..

- তিস্তার বাঁধ মেরামতির জন্য জলসংকটের শঙ্কা থেকে কিছুটা মুক্তি দিল প্রকৃতি
- শনিবার থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ায় শহরে পানীয় জলের সংকট তেমন হয়নি
- পুরনিগমের জল বিভাগ আপাতত জলের আর কোনও সংকটের আশঙ্কা করছে না
- তিস্তার জল যতটা মজুত রয়েছে তা দিয়ে কয়েকদিন সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে না

> জল নিয়ে কালোবাজারি করলে পুলিশকে বলব, তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে। আরও কিছুদিন জলের সমস্যা থাকবে না। তবে তারপর যদি সমস্যা হয়, তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।
>
> **গৌতম দেব** (মেয়র)

এদিকে, মেয়র গৌতম দেব শনিবারই ফুলবাড়িতে জলপ্রকল্পের এলাকা পরিদর্শন করেন। কিন্তু জলসংকট তৈরি হবে বলে প্রচার চালিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যেভাবে জলের জারের কালোবাজারি করছে, তাতে ক্ষুব্ধ মেয়র গৌতম দেব। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'জল নিয়ে যদি কেউ কালোবাজারি করে, তবে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিন মেয়র বলেন, 'পুলিশকে বলব, এই ধরনের কেউ কাজ করলে তার বিরুদ্ধে যেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' এদিন গৌতম দেব বলেন, 'আরও কিছুদিন জলের সমস্যা থাকবে না। তবে তারপর যদি সমস্যা হয়, তার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১২ মে : লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ির সহযোগিতায় শিলিগুড়ি পলিক্লিনিক এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল। রবিবার সুভাষপল্লি হাতিমোড় এলাকায় শিলিগুড়ি ফার্মাসির এই পলিক্লিনিকে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি পলিক্লিনিকের তরফে ডাঃ হিমানী রায় বলেন, 'চিকিৎসকরা ন্যূনতম ফি নিয়ে সোমবার থেকে এখানে রোগী দেখবেন। এছাড়াও ৩০-৪০ শতাংশ ছাড়ে এখানে বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা করা হবে। ওষুধের দামেও ২২ শতাংশ ছাড় রয়েছে।' জনসাধারণের সুবিধার জন্য এখানে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা থাকবেন। এছাড়াও বেঙ্গালুরু, চেন্নাই থেকেও বিশেষজ্ঞরা রোগী দেখতে আসবেন বলে শিলিগুড়ি পলিক্লিনিকের তরফে নীতিন কান্দোই জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ১২ মে : আচার্য তুলসী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্যোগে মাতৃ দিবস পালন করা হল। এই উপলক্ষ্যে রবিবার উত্তরায়ণ টাউনশিপের 'সম্মানের বাড়ি'তে সমাজকর্মী মৌসুমি পালের সহযোগিতায় সুগার, কোলেস্টেরল, ক্যালসিয়াম সহ রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১১৪ জন বিভিন্ন পরীক্ষা করান।

ডিপিএসের কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

ডিপিএসে কুইজ

শিলিগুড়ি, ১২ মে : দিল্লি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে সুরেন্দ্র আগরওয়াল স্মৃতি আন্তঃস্কুল কুইজ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল দাগাপুরের ডিপিএস স্কুল চত্বরে। প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার বিভাগে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছায় অলিভিয়া এনলাইটেন্ড স্কুল, জিডি গোয়েঙ্কা স্কুল, নারায়ণা স্কুল, জার্মেলস অ্যাকাডেমি সহ আয়োজক স্কুল ডিপিএসও। সিনিয়ার বিভাগে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছায় সেন্ট জোসেফ স্কুল (দার্জিলিং), ডিএভি স্কুল ফুলবাড়ি, বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুল এবং আয়োজক স্কুল ডিপিএস। এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএ'র ভাইস চেয়ারপার্সন দিলীপ দুগার, ব্রাইট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষাল, ডিপিএসের সহ উপাচার্য শ্রীমতী কমলেশ আগরওয়াল, ডিরেক্টর শরদ আগরওয়াল এবং প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা সহ আরও অনেকেই। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্বে এই অঞ্চলের ৪০টি স্কুলের কমবেশি ১৫ হাজার পড়ুয়া অংশ নেয়।

ঝুঁকি নিয়ে পড়াশোনা, মিড ডে মিল

বিপজ্জনক দশায় আইসিডিএস কেন্দ্র

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১২ মে : যে কোনও সময় শিশুদের উপরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে নানুজোতের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর। এমনই বিপজ্জনক অবস্থায় সেগুলি রয়েছে। মাসতিনেক আগে বাগডোগরার বন থেকে হাতি ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছিল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়ুয়াদের জন্য মজুত ছিল মিড-ডে মিলের চাল-ডাল সহ রান্নার সামগ্রী। কেন্দ্রের ঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে সেসব সাবাড় করেছিল হাতি। তখন থেকেই এমন ভাঙাচোরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই চলছে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পড়াশোনা, মিড-ডে মিল সবই।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নানুজোতে হাতির তাণ্ডবের নমুনা।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি-সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫০ নম্বর এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি আদিবাসী অধ্যুষিত নানুজোত গ্রামে। এখানে প্রায় ৩৫টি শিশু রয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা গিয়েছে, গ্রামের শিশুরা এখানেই খেলাধুলো করছে। গ্রামের বাসিন্দা ঋতু কুজুর বলেন, ‘নানুজোত, চৌপুকুরিয়া সহ লাগোয়া গ্রামগুলিতে প্রায় রাতেই হাতি হানা দেয়। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের চাল-ডাল হাতি সাবাড় করলে বাচ্চারা খাবে কী? এখানে গরিব পরিবারের বাচ্চারা পড়তে আসে। ঘটনার তিন মাস পরও সারাই হল না। এখনও সেন্টার ঠিক না করায় সমস্যা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের এগুলি দেখা দরকার।’

ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়া সাগর বেগ নামে এক শিশু জানায়, ‘বড়দের কাছে শুনেছি, মাসতিনেক আগে এক রাতে আকাশপাতাল নামে নাকি একটা হাতি এসে ঘর ভেঙে মিড-ডে মিলের চাল-ডাল খেয়ে চলে যায়। তারপর থেকে এভাবেই পড়ে রয়েছে। সুপারভাইজার বলেছেন কাছাকাছি কোনও পাকাপোক্ত ঘর ভাড়া নিয়ে খাদ্যসামগ্রী রেখে দিতে। সেই নির্দেশমতো এখন সেখানেই মিড-ডে মিলের খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রাখা হয়।’ বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, তাঁর কাছে এমন কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ক্ষতিপূরণের জন্যে আবেদন এসেছিল কি না তা তিনি মনে করতে পারছেন না। তবে আবেদন করা হলে ঠিক সময়েই ক্ষতিপূরণ পৌঁছে যাবে।

আদানি-আম্বানি প্রসঙ্গে অধীরের মন্তব্যের ভিডিও ভাইরাল

‘টাকা পাঠালে চুপ করে যেতাম’

কলকাতা, ১২ মে : আবারও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরীর একটি ভিডিও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কেন তিনি ও তাঁর দল কংগ্রেস আদানি-আম্বানিদের আক্রমণ করেন তা ওই ভিডিওতে খোলসা করতে দেখা গিয়েছে অধীরবাবুকে। আদানি-আম্বানিরা কংগ্রেসকে অর্থসাহায্য করে না। তাই সেই ব্যবসায়ীদের সংসদে বিঁধতে থাকেন তিনি। যদি এই ব্যবসায়ীরা কংগ্রেসকে অর্থসাহায্য করেন তাহলে তিনি ও তাঁর দল তাঁদের কটাক্ষ করা বন্ধ করে দেবেন। ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওয় এমনই মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে অধীরবাবুকে। সোমবার বহরমপুর কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। তার ঠিক আগেই এই নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

৩৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, সাক্ষাৎকারগ্রহীতা অধীরবাবুকে বলছেন, ‘আপনি তো সংসদে দাঁড়িয়ে আম্বানি-আদানিকে আক্রমণ করেন, কটু কথা বলেন।’ উত্তরে অধীরবাবু বলেন, ‘অবশ্যই বলি। টাকা পাঠায় না বলে বলি। পাঠালে চুপ করে যেতাম।’ তাঁর উত্তর শুনে সাক্ষাৎকারগ্রহীতা হেসে ওঠেন। আবার বলেন, ‘তাহলে আপনি বলছেন, টাকা পাঠালে আপনি চুপ করে যাবেন?’ উত্তরে একমুখ হাসি দিয়ে অধীরবাবু বলেন, ‘আগে তো পাঠাক, তারপর বিচার করব।’ বিজেপি নেতারা ইতিমধ্যেই তাঁর এই সাক্ষাৎকারের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বহরমপুরের বিদায়ি সাংসদকে বিঁধতে শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান তথা রাজ্য বিজেপির সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য কয়েক সেকেন্ডের এই ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, ‘কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরীর কাজকর্ম তোলাবাজির চেয়ে কিছু কম নয়। এই সাক্ষাৎকারে উনি কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।’ রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যেই ওই দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে একজনকে নিশানা করা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মালব্য। সম্প্রতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর জনসভা থেকে মন্তব্য করা একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে তৃণমূলের থেকে বিজেপিকে ভোট দেওয়া ভালো বলে মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁকে। সেই ভিডিও বিকৃত করে অপপ্রচার চলছে বলে অভিযোগ করেছিলেন অধীরবাবু। কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পুলিশ এই নিয়ে কমিশনকে রিপোর্ট দিয়ে ওই ভিডিও বিকৃত করা হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। এখন নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে আবার নতুন করে যে বিতর্ক তৈরি হল তা সামাল দিতে অধীরবাবু কোন পন্থা অবলম্বন করেন, সেটাই দেখার।

তবে ভাইরাল ভিডিও সম্পর্কে এদিন রাত পর্যন্ত অধীর চৌধুরির কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

> কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরীর কাজকর্ম তোলাবাজির চেয়ে কিছু কম নয়। এই সাক্ষাৎকারে উনি কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।
>
> **অমিত মালব্য**
> রাজ্য বিজেপির সহ পর্যবেক্ষক

নিমাইজোতে বালাসন নদীর চরে ক্র্যাশারের সরঞ্জাম।

জানেন কি

ক্যাঙারু ইঁদুর এমন এক প্রাণী যারা সারাজীবনে কখনও জল খায় না।

বালাসনে বিমলের ছেলের ক্র্যাশার

প্রথম পাতার পর

বাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা চুরির অভিযোগ রয়েছে। এই পুরো ঘটনায় বারবার বিমল রায়ের নামে অভিযোগ উঠেছে। শাসক, বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের জেলা নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি প্রশাসনের একাংশকে সেটিং করেই বছরের পর বছর এই অবৈধ কারবার তিনি চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে বালি-পাথরের ঘাট নেওয়া, অবাধে বালি তুলে বিক্রি করার মতো অভিযোগও রয়েছে। এমনকি আত্মীয়স্বজনদের নামে একের পর এক গাড়ি কিনেছেন এই ব্যবসায়ী। তাঁর বেশিরভাগ গাড়ি বিভিন্ন সরকারি অফিসে বিনা ভাড়ায় দিয়ে রেখেছেন। এহেন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এখন আবার ক্র্যাশারের কারবারে নেমেছেন। তবে, নিজের নামে নয়, ছেলের নামে এই ক্র্যাশারের ব্যবসা খুলছেন বিমল।

মাটিগাড়ার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিডিও অফিস রোড ধরে হালেরমাথা, শিসাবাড়ি বাজার হয়ে বালাসন নদীর ঘাটে পৌঁছাতেই চক্ষু চড়কগাছ। নদীর চরে অনেকটা জায়গা ঘেরা রয়েছে। আর তার ভিতরেই ক্র্যাশার বসানোর জন্য সমস্ত মেশিনপত্র এনে জড়ো করা হয়েছে। নদীর উলটো দিকেই আরও একটি ক্র্যাশার চলছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, ‘বিমল ছেলের নামে এখানে ক্র্যাশার বসাচ্ছে। নদীর চরে এভাবে ক্র্যাশার বসায় বলুন তো! কে ওকে অনুমতি দিল? আমরা কিছু বলতে গেলেই হুমকি দেয়। প্রশাসনও চুপচাপ।’

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষের বক্তব্য, ‘একেবারে নদীর চরে ক্র্যাশার বসানো হচ্ছে। সরকারিভাবে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। আমি বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েছি। কেন কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না। এবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব।’

কিশোরকে আছড়ে খুনের চেষ্টা ভালুকায়

ছোটদের খেলার ঝামেলায় বড়রাও

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ মে : ছোটদের খেলাধুলোকে কেন্দ্রে করে রক্তক্ষয়ী রক্ত ঝড়ল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা বাজারের ভেস্টপাড়ায়। এই গণ্ডগোলের জেরে এক অভিভাবকের বেধড়ক মারে এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ভালুকা বাজার হাসপাতাল পরে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু তার শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় চাঁচল থেকে কলকাতা এনআরএস মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত অভিভাবককে গ্রেপ্তার করেছে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ।

স্কুল বন্ধ। তাই বিকেলে আমবাগানে গ্রামের একসঙ্গে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছিল। এখানেই এক কিশোর জিৎ দাস বয়স ১৩ তার এক বন্ধুর দিকে খেলতে খেলতে ধুলো ছিটিয়ে দেয়। এরপরই তার বন্ধু কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে গিয়ে বাবাকে নালিশ করে। আক্রান্ত কিশোরের বাবা দীপু মহলদার আমবাগানে এসে জিৎ দাসকে নির্মমভাবে মারধর করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, জিৎকে বেশ কয়েকবার তুলে আছাড় দেয় দিপু মহলদার। এরপর দড়ি দিয়ে জিতের গলা পেঁচিয়ে ধরে শ্বাসরোধ করে খুন করার চেষ্টা করে। আর এই মারধরের জেরে জিতের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে যায় জিৎ। এরপর এই ঘটনার খবর পেয়ে আহত কিশোরের বাবা বাদল দাস এবং ঠাকুরমা পুষ্প দাস ঘটনাস্থলে গিয়ে জিৎকে উদ্ধার করে। সেখানে দিপু মহলদার ও তার পরিবারের লোকেরা জিৎ-এর বাবা এবং ঠাকুরমাকে প্রাণে মেরে ফেলবার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি করে আহত কিশোরকে স্থানীয় হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে হয়ে কলকাতায় রেফার করা হয়।

এদিকে জিৎ-এর পরিবারের তরফে শনিবারই ভালুকা ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে দীপু মহালদার সহ মোট তিনজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমে দীপু মহলদারকে গ্রেপ্তার করে ভালুকা পুলিশ।

ভালুকা ফাঁড়ির ওসি শ্যামসুন্দর সাহা জানান, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েই মূল অভিযোগ থেকে গ্রেপ্তার করেছি।’

আক্রান্ত কিশোরের দাদা ওঙ্কার দাসের অভিযোগ, ‘আমার ভাই সহ কয়েকজন বন্ধু মিলে গতকাল বিকেলে আমবাগানে খেলাধুলো করছিল। এই সময় ওদের মধ্যে একটু হাতাহাতি হয়। তখন আমার ভাইয়ের বন্ধুর বাবা দিপু মহলদার ঘটনাস্থলে এসে আমার ভাইকে নৃশংস ভাবে মারধর করে। এমনকি গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করে। ভাই এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। জানি না বাঁচবে কি না?’

আক্রান্ত কিশোরের পরিবারের অভিযোগ এই ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল শাসকদলের একাংশ। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহার সাফাই, ‘ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আইন আইনের পথেই চলবে।’ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, ‘এইভাবে এক নাবালককে নৃশংস ভাবে মারধর করা হয়েছে যেটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই সঠিক তদন্ত করে দোষীকে সাজা দেওয়া হোক।’

সংসার আর টাকার লোভে

প্রথম পাতার পর

তাই রোজ সংসার সামলে স্কুলে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ওই রুটে ছোট গাড়ি যাতায়াত করে। কিন্তু যাওয়া-আসা মিলিয়ে রোজ খরচ হয় ৫০ টাকা। পড়ুয়াদের থেকে ১০ টাকা করে নেওয়ার ‘নিদান’ থাকলেও তা মানেন না অনেক চালক। অধিকাংশ সময় এড়িয়ে যান পড়ুয়াদের। তাই এত টাকা খরচ করে স্কুলে যাওয়া অনেকের কাছেই বিলাসিতা।

ত্রিহানা বাগানের বাসিন্দা তথা অভিভাবক পিংকি গুপ্তা বলছেন, ‘অটোতে পড়ুয়াদের থেকে দশ টাকা করে ভাড়া নেওয়ার কথা। অন্যদের জন্য সেই ভাড়া ত্রিশ টাকা। তাই অটোচালকরাও পড়ুয়াদের নিতে চায় না। যাতায়াতের সমস্যার জন্য ওরা বেশিরভাগ দিনই স্কুলে যেতে পারে না।’

১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি। শিক্ষকদের অধিকাংশই মনে করছেন, বোর্ড পরীক্ষায় স্কুলের ফলাফল খারাপের পিছনে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পড়ুয়াদের পড়াশোনায় অনীহা। অষ্টম, নবম শ্রেণি থেকেই ছেলেদের কাজের প্রতি আগ্রহ বেশি। যার জন্য একাদশ শ্রেণিতে স্কুলছুটের সংখ্যাও বাড়ছে দিন-দিন। স্কুলের আরেক প্রাক্তনী গোপাল মুর্মুর কথায় যেন তা স্পষ্ট হয়। গোপাল বলছেন, ‘কিছুদিন পড়াশোনা আর কাজ একসঙ্গে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব হল না। আমার মতো অনেকে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কাজ করছে।’

স্কুলটির টিচার ইনচার্জ ওঙ্কার সিংয়েরও দাবি, ‘ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে চায় না। আমরা তাদের বাড়িতে গিয়েও কথা বলেছি। কিন্তু কাজ করে টাকা পাচ্ছে, তাই সেদিকেই তাদের ঝোঁক বেশি।’

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস

কিশনগঞ্জ, ১২ মে : রবিবার কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে সাড়ম্বরে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস বা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিন পালিত হল। ১৯৭৪-এর ১২ মে থেকে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নার্সেস-এর উদ্যোগে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সম্মানে গোটা বিশ্বে এদিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। চলতি বছর নার্স দিবসের থিম ছিল

‘আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ’। সিভিল সার্জন ডাঃ রাজেশ কুমার জানান, রোগীর চিকিৎসায় একজন চিকিৎসকের থেকে একজন নার্সের ভূমিকা বা দায়িত্ব কোনও অংশে কম নয়।

জেলার খেলা

জিতল অগ্রগামী সুপার জায়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের প্রাইম শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার অগ্রগামী সুপার জায়েন্ট ৩৪ রানে বাঘা যতীন নাইট রাইডার্সকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে ১৫৫ রানে অল আউট হয়। সৌরভ গৌড়া ৩৯ ও দেবজ্যোতি ঘোষ ৩৫ রান করেন। শচীন সিং ২৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে বাঘা যতীন ১২১ রানে অল আউট হয়। শিশির সংকেত ৩৬ রান করেন। আকাশ দাস ও অনীক নন্দী ১৪ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে জিটিএসসি রয়্যালস ২২ রানে এনএফ টাইটান মালিগাঁওয়ের বিরুদ্ধে জিতেছে। টসে জিতে রয়্যালস ৯ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। রোহন রাঠি ৪৭ ও প্রমোদ চান্ডিলা ৩৭ রান করেন। কৃষ্ণ দাস ২১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন তুষার সাহা (৩২/৩)। জবাবে টাইটান ৮ উইকেটে ১৫৭ রানে আটকে যায়। শিবশংকর রায় ৭৪ ও সরুপম পুরকায়স্থ ৪০ রান করেন। অরুণ ছাপরানা ৩৪ রানে নেন ২ উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন রতন-অভিজিৎ

বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার। রবিবার ফাইনালে তাঁরা ১০০৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন এম সূত্রধর-বাদল রায়কে। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সন্তোষ দাস-সুভাষ পাল। স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ২৬০ পয়েন্টে তাঁদের জয় এসেছে অমল বসাক-সুবোধ অধিকারীর বিরুদ্ধে।

ভোট বেহাতের আশঙ্কাই কি সত্য

প্রথম পাতার পর

গত এক সপ্তাহে নির্বাচন কমিশন এমন একটিও পদক্ষেপ করতে পারেনি বা বলা ভালো করেনি, যেটি আমাদের মনে কমিশন সম্পর্কে আস্থার জন্ম দেবে। ফলে ভোটের আলোচনায় আবার নির্বাচন কমিশনকে টেনে আনতে হচ্ছে।

নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের। ভোটের নোটিফিকেশন থেকে শুরু করে গণনাপর্ব অবধি নির্বাচন কমিশনই প্রথম এবং শেষ কথা বলার অধিকারী। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কোনও ভুল পদক্ষেপ, ভুল সিদ্ধান্ত, পক্ষপাতিত্ব বা অস্বাভাবিক সন্দেহজনক আচরণ নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে মানুষকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেয়।

যে ঘটনাটি নিয়ে শুরু করেছিলাম, তাতেই ফিরে আসা যাক। যে ইভিএম ঘিরে সেদিনের ওই অভিযোগ উঠেছিল,

সেটিকে সঙ্গে সঙ্গে বদলে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? বোধহয় না। ওই অভিযোগ ওঠার আগে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের ভোট সঠিক জায়গায় পড়েছিল কি? কে বলবে? যদি তাঁদের ভোট বেহাত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার কী হবে?

মনে রাখা দরকার, অধিকাংশ ভোটার ভোট দেওয়ার পর ভিভিপ্যাটে দেখেন না ভোটটি সঠিক জায়গায় পড়ল কি না। বেশিরভাগ ভোটারই এ বিষয়ে অজ্ঞ। নির্বাচন কমিশনও বিষয়টি সম্পর্কে ভোটারদের কখনও সেভাবে সচেতন করেনি। ফলে এ প্রশ্নও জাগছে যে, ওই বুথটি ছাড়া অন্য কোথাও এরকম ভোট চুরি হয়নি, তার নিশ্চয়তা কোথায়? শুধু বোতাম টিপলেই বিজেপির ঝুড়িতে ভোট পড়ছে বলে বলছি না। এরকমভাবে ভোট যদি তৃণমূল, কংগ্রেস বা সিপিএমের ঝুলিতে পড়ে থাকে, তাহলে সেটাও ক্ষমাহীন অপরাধ।

এবার ভোটপর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই ইভিএম নিয়ে নানাবিধ অভিযোগ উঠছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ করেছেন, ইভিএম সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। ইভিএমে জালিয়াতি করা যায়। কালিয়াচকের ওই বুথের ঘটনাটি এইসব অভিযোগকে মান্যতা দিচ্ছে। ইভিএম নিয়ে আগের নির্বাচনগুলিতে এত অভিযোগ ওঠেনি। ইভিএম নিয়ে এত সংশয়ও গাঢ় হয়ে ওঠেনি কখনও। এই সংশয় এবং সন্দেহের কারণে বিভিন্ন মহল প্রত্যেকটি ইভিএমের সঙ্গে সংযুক্ত ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনার দাবি তুলছে। দাবি উঠছে, আবার ব্যালট প্রথার ভোটে ফিরে যাওয়ার। দুটি দাবিই নির্বাচন কমিশন খারিজ করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের যুক্তি, এতে অনেক সময় বেশি লাগবে।

কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু রাখা। নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের মনে যাতে কোনওরকম সন্দেহের উদ্রেক না হয়, তা দেখা। নির্বাচন কমিশনকে কেউ সাত তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ করার জন্য মাথার দিব্যি দেয়নি। অতীতে ব্যালটে ভোটগ্রহণকালে ফল প্রকাশে সময় লাগত। তখন কেউ প্রশ্ন তোলেনি। নির্বাচনকে ঘিরে এত যখন সন্দেহ এবং সংশয়, তখন একটু সময় নিয়ে প্রতিটি ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাট মিলিয়ে ভোটগণনায় এত আপত্তি কেন কমিশনের? সেটা করলে তো অন্তত সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নির্বাচন কমিশনের কাছে কোনটা বেশি জরুরি- সাত তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ না ভোটদাতাদের সংশয় দূর করে নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে সুষ্ঠু প্রমাণ করা? উত্তরটা জানতে ইচ্ছে করে।

সন্দেহ ঘনীভূত হয় আরও কিছু কারণে। কমিশনের হেপাজত থেকে ১৯ লক্ষ ইভিএম হাপিস হয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে, এই ১৯ লক্ষ ইভিএম গেল কোথায়? এ নিয়ে তদন্ত হয়েছে কি? যে দেশে মুরগি চুরি গেলেও সিবিআই তদন্ত চাওয়া হয়, সেখানে ১৯ লক্ষ ইভিএম চুরি গেলেও কমিশন সিবিআই তদন্ত চায় না কেন? রহস্য সবেতেই।

আগের সপ্তাহে লিখেছিলাম, প্রতিটি কেন্দ্রে মোট ভোটার, প্রদত্ত বৈধ ভোট, কত ভোট বাতিল ইত্যাদি হিসাব নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে না। কনডাক্ট অফ ইলেকশন রুলস অনুযায়ী ফর্ম ১৭সি (পার্ট ১)-এ ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরই সব বুথের প্রিসাইডিং অফিসাররা পোলিং এজেন্টদের সেই হিসাব জানিয়ে থাকেন। এই হিসাব চেয়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজন অতি সম্প্রতি চিঠি লিখলেও কমিশনের ভ্রূক্ষেপ নেই। সব মিলিয়েই তাই পরিস্থিতি যথেষ্ট সন্দেহজনক।

জানি না, পরের সপ্তাহেও নির্বাচন কমিশন নিয়ে একই কথা লিখতে হবে কি না। যদি না লিখতে হয়, তাহলে বুঝব, কমিশনের দু’কান এখনও কাটা যায়নি। আর যদি লিখতে হয়? তাহলে ধরে নিতে হবে, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

হাসমি চকে হ য ব র ল

প্রথম পাতার পর

এই করতে গিয়ে জট বাড়ে আরও।

যথারীতি মহাবীরস্থান মোড় এবং সংলগ্ন রাস্তাগুলি হয়ে উঠেছে রিকশা এবং টোটোর স্ট্যান্ড। তার মধ্যে কাপড়ের দোকানগুলি কার্যত রাস্তায় উঠে এসেছে। ফলে হেঁটেও এই রাস্তাগুলি দিয়ে যাওয়া দুষ্কর। হকার্স কর্নার, নিবেদিতা মার্কেটের ভিতরে দোকান মালিক এবং ক্রেতাদের মোটরবাইক রাখার ফলে তার প্রভাব পড়ছে কাছারি রোডে।

ফুলেশ্বরী এবং এনটিএস মোড়েও যানজট যেন প্রতিদিনের ঘটনা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুল থেকে যে রাস্তাটি টিকিয়াপাড়া ও দেশবন্ধুপাড়ার দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তায় গজিয়ে ওঠা বাজার আরও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত উড়ালপুলের উপর তেমন যানজট হয় না বিশেষ দিনগুলি ছাড়া। কিন্তু উড়ালপুলের থেকে দেশবন্ধুপাড়ার দিকে যেতে চাইলেই থমকে যেতে হয় বাজারের কাছে গিয়ে। কারণ, ধারের সবজির দোকান অনেক সময়ই রাস্তায় উঠে আসে। তাই বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। রবিবার এখানেই বাজার করছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার বাবুন ঘোষ। তিনি বলছেন, ‘এখানে কিছুটা দাম কম থাকায় আসি। কিন্তু ভয়ে থাকি। যে কোনওদিন না বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায়।’

ফুলেশ্বরীর যানজটের মূলেই রয়েছে বছরের পর বছর ধরে রাস্তার ওপর সবজির বাজার। রাস্তা যথেষ্ট চওড়া হওয়ার পরও দোকানগুলি কার্যত রাস্তার ওপর চলে আসায় পথ সংকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য যানজট লেগেই রয়েছে এখানে। ফুলেশ্বরী মূলত চার রাস্তার মোড়। একটি রাস্তা ধরেছে এনজেপির পথ, আরও একটি এগিয়েছে জোড়াপানির দিকে। বাকি দুটির একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম হয়ে দেশবন্ধুপাড়ার দিকে অন্যটি উত্তর ভারতনগর ও সূর্যনগরের দিকে। সব রাস্তার গাড়ি মোড়ে এসে হযবরল সৃষ্টি করে। উত্তর ভারতনগরের রানা দাসের কথায়, ‘ছুটির দিনে তবু তো ফুলেশ্বরী দিয়ে কিছুটা হলেও চলাচল করা যাচ্ছে। কিন্তু বাকি দিনগুলিতে পথেই সময় নষ্ট হয়ে যায়। বাজারটা এখান থেকে না সরালে কিছুতেই যানজট থেকে রেহাই মিলবে না।’ ‘সকালে স্কুল বাস ঢুকলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে’, বললেন দক্ষিণ ভারতনগরের অশোক চৌধুরী।

বাজার না থাকলেও তিন মাথার মোড় হওয়ায় এবং যান নিয়ন্ত্রণে নজরদারির অভাব থাকায় প্রায় সময়ই যানজট সৃষ্টি হয় এনটিএস মোড়েও। ট্রাফিক পুলিশ প্রায় সময় থাকলেও যানজট লেগে থাকে বলে অনেকের অভিযোগ। এই পথ দিয়েই প্রত্যেকদিন মহাবীরস্থানে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতে যান গোবিন্দ সরকার। তাঁর বক্তব্য, ‘এখান দিয়ে খুব সাবধানে চলতে হয়। যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।’

গান্ধি ও ‘বাবা’র দ্বন্দ্বে বঞ্চিত রায়বরেলি

প্রথম পাতার পর

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া কি সমর্থন করেন?

সাতসকালে শহর চক্কর দিয়ে চোখে পড়ছিল নানা ছোট, বড় মন্দির। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাধিক মন্দিরের নাম করে প্রণাম জানালেন ভাষণের শুরুতে। প্রশ্ন তুললেন, আমন্ত্রণ পেয়েও কেন রাম মন্দির দর্শনে যাননি? সংখ্যালঘুদের সন্তুষ্ট করতে? মন্দিরের পাশাপাশি দুটো অন্য জিনিস মনে ছাপ ফেলার মতো। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে নেহরু-গান্ধি পরিবারের কোনও মূর্তি নেই। স্টেশনের কাছে রয়েছে আম্বেদকরের মূর্তি। লখনউ হাইওয়ের কাছে সিভিল লাইন্সের জমজমাট মোড়ে নেতাজির।

দুই প্রান্তে দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, সেটা নিয়ে রায়বরেলির লোকের ক্ষোভ উপচে পড়ছে। বিজেপির ছোট থেকে বড় নেতাদের মুখে শুনছি, পাঁচ বছরে সোনিয়াকে এখানে দেখা যায়নি। সাধারণের মুখে শুনলাম বন্ধ আইটিআই, রেল ফ্যাক্টরি এবং সদ্য চালু হওয়া এইমস-এর অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ।

এলাহাবাদের পথে একটু এগোলে, মুন্সিগঞ্জ নামে জায়গায় এইমস-এর বিশাল বিল্ডিং। কেন্দ্রীয় সরকার সোনিয়ার কথায় এই প্রকল্পে সবুজ সংকেত দিয়েছিল ২০০৯ সালে। ১৪ বছর অপেক্ষার পরে গত ডিসেম্বরে চালু হয়। তার অর্ধেক অংশ রাতারাতি নিজের কন্দ্রে গোরখপুর নিয়ে চলে গিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। যত আসন হওয়ার কথা ছিল, তত পায়নি রায়বরেলি। মুন্সিগঞ্জে গিয়ে দেখি বিশাল চত্বর। পাশে পরিত্যক্ত সুগার মিল, যা বন্ধ করে এইমস হয়েছে। প্রধান গেট কার্যত ফাঁকা।

যোগীকে এখানে অধিকাংশ লোক বলে ‘বাবা।’ এইমস-এর উলটোদিকে এক দোকানদারের মন্তব্য, ‘বাবা সবই তো গোরখপুরে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সাংসদ আর কী করবেন? কেন্দ্রে ওদের সরকার নেই, রাজ্যেও নেই। ওঁকে কাজ করতে দেবে না।’ তাঁকে সমর্থন করলেন শিক্ষক সুরজভান, ‘কাশী, লখনউ, গোরখপুরের উন্নতি হবে। রায়বরেলির দিকে বাবা তাকাবেন না।’

সোনিয়া এই একই সমস্যায় পড়েছিলেন শহরতলির লালগঞ্জে ট্রেনের কোচ ফ্যাক্টরি তৈরির সময়। রেল বাজেটে ফ্যাক্টরি গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২০০৬-’০৭ সালে, তাঁর উদ্যোগে। উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রকল্প আটকে দেন কংগ্রেসের প্রচার হবে বলে। শেষপর্যন্ত কোর্ট কাছারি করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদ্যোগে ২০১২ সালে শুরু হয় কোচ ফ্যাক্টরি। এখন সেখানে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কামরা তৈরি হচ্ছে। এখানে তৈরি ট্রেন যাচ্ছে বিদেশে।

এইমস বা রেল ফ্যাক্টরি যেমন সোনিয়ার স্বপ্নের প্রকল্প, আইটিআই তেমনই ছিল ইন্দিরার। ১৯৭২ সালে তৈরি ওই বিশাল চত্বরে উঁকি মারলে গ্রাস করে বিস্ময়। বিশাল চত্বর পুরো ফাঁকা। স্থানীয় বহু লোকের চাকরি গিয়েছে। সোনিয়ার উদ্যোগে বন্ধ আইটিআইয়ের একটা অংশে ২০০৭ সালে চালু হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনলজি। ইন্দিরা এখানে থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প গড়েছিলেন, বানিয়েছিলেন কনসেপ্টা কেবল প্রকল্প। অতীতে রায়বরেলির কিছু গ্রামের শিল্প জনপ্রিয় ছিল গোটা উত্তরপ্রদেশে। সেমরাউতার নাগরা চটি, কাকোরানের মাটির পুতুল, মহারাজগঞ্জের পেতলের জিনিস। এখন সে শহরের চারদিকে বড় শিল্পের অনেক চিহ্ন। যা বাংলার ছোট শহরগুলো কল্পনাতেও আনতে পারবে না।

রায়বরেলির কেন্দ্রে যখন অমিত শা ভাষণ দিচ্ছেন, তখন প্রিয়াংকা পথসভায় ব্যস্ত শহর থেকে একটু দূরের গ্রাম হরচন্দপুরে। কথা বলার একটা অন্য ভঙ্গি রয়েছে প্রিয়াংকার, এই নুক্কড়গুলোতে। কখনও একহাত কোমরে রেখে কথা বলেন, কখনও দু’হাত। শুরুই করলেন, ‘আপনারা বলুন, সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? জিনিসের দাম? বেকারি?’ তারপর সহাস্য প্রশ্ন, রাহুল সম্পর্কে আপনারা কী জানেন? রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা, ন্যায় যাত্রার কথা তোলেন। সোনিয়ার কথা তুলে বলেন, এখানে কোচ ফ্যাক্টরি, এনটিপিসি, এইমস, সবই কিন্তু মায়ের উদ্যোগে। অমিত শা’র অভিযোগ শোনার পর তালিকায় জুড়লেন গঙ্গার ব্রিজ, রিং রোড, জাতীয় হাইওয়ের কথা। ‘এইমস তো আমরা শুরু করেছি। ওরা অনেক কিছু বন্ধ করে দিয়েছে।’

রায়বরেলি ও মুন্সিগঞ্জের মাঝে মৃতপ্রায় সাই নদী। গোমতীর শাখা নদীকে এখানে অনেকে বলে আদি গঙ্গা। তুলসীদাসের রামচরিতমানসে এর কথা রয়েছে। তারই পাশে ১০৩ বছর আগে ব্রিটিশদের হাতে নিহত কৃষকদের স্মারকস্তম্ভ। জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক মারা গিয়েছিলেন। ইতিহাসের সেই স্তম্ভ প্রবল অনাদরে পড়ে। বড় একটা পার্ক হয়েছিল জায়গাটা ঘিরে। ভারতমাতার মন্দিরও। দেখে খারাপই লাগল যে, কোনও পর্যটক যান না সেখানে।

প্রিয়াংকা ওখানে গিয়েছিলেন। তাতে কোনও উন্নতি হয়নি। যোগী জমানায় সব স্তব্ধ। ১৯২১ সালের মিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে মৃত কৃষকদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সাই নদী। এখন জলহীন নদী ধবধবে সাদা। শহরের সব ধোপা সেখানে কাপড় শুকোতে দেন। সাদা কাপড়ে বোঝাই নদীতীর। শুধু সাদা কাপড় পড়ে থাকে তুলসীদাসের আদি গঙ্গায়।

হিন্দু-মুসলিম, দলিত-ব্রাহ্মণ বিভাজন ইদানীং এত তীব্র এ রাজ্যে, অধিকাংশ ভোটারের কথা শুনলে স্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ভুলে যায়, সব অনিত্য। জীবনের শেষদিনে সব জাতির মানুষের শুধু ওই সাদা কাপড়টা লাগে।

খেলায় আজ

২০১৮ : ব্রাইটনের বিরুদ্ধে লিভারপুলের ৪-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে মহম্মদ সালাহ করলেন একটি গোল। যার সুবাদে ৩৮ ম্যাচের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সবাধিক গোলের নজির গড়লেন মিশরীয় তারকা।

সেরা অফবিট খবর

নোভাকের হামাগুড়ি

রোম ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে জিতে তখন নোভাক জকোভিচ কোর্টের ধারে দর্শকদের অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন। সেই সময় একটি মোটা প্লাস্টিকের জলের বোতল উড়ে এসে লাগে তাঁর মাথার পেছনে। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নোভাক কোর্টের পাশেই পড়ে যান। এরপর তাঁকে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিতে দেখা যায়। তবে স্বস্তির খবর নোভাক এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

ভাইরাল

গম্ভীর মুখে হাসি

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ১৫৭ রানতাড়া করতে নেমে মাঝপর্বের ব্যাটিং ব্যর্থতার মধ্যেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে টানছিলেন তিলক ভার্মা। ৩২ রানে তাঁকে হর্ষিত রানা ফেরাতেই নাইট ডাগআউটে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে জড়িয়ে ধরেন মেন্টর গৌতম গম্ভীর। সেইসময় গম্ভীরের মুখে বিরল হাসি দেখে অন্যতম ধারাভাষ্যকার ড্যানি মরিসনকে বলতে শোনা যায়, 'হ্যাঁ, এবার জিজির (গম্ভীর) দাঁত দেখতে পাচ্ছি।'

সেরা উক্তি

প্লে-অফ নিশ্চিত করার জন্য তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন। এভাবেই এগিয়ে যাও। বাইশ গজের লড়াই উপভোগ কর। ফল নিয়ে ভেবো না।

- শাহরুখ খান

(কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে বার্তা)

উত্তরের মুখ

জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে রবি বর্মন ১৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। নিবাচিত হয়েছেন ফাইনালের সেরা। ফাইনালে তাঁর দল রাইজিং স্টার ৫ উইকেটে জয় শ্রী রাম একাদশকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

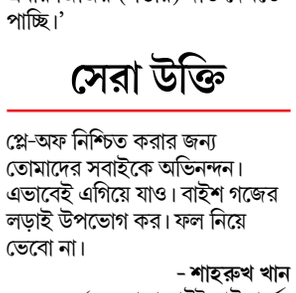

১. বলুন তো ইনি কে?

২. একটি আইপিএলে সবাধিক উইকেটের নজির কার দখলে রয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার মার্তা,
২. বিকাশ গৌড়া ও মুরলী শ্রীশংকর।

সঠিক উত্তরদাতারা

লাবণ্য কুণ্ডু, দেবাদৃত সরকার, মহসিন কামাল, নরেশ সরকার, রণজয় হালদার, অমরেশ গোস্বামী।

হার্দিকের নিশানায় রোহিত-সূর্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : ব্যর্থতার পরও মুখে হাসি!

হার্দিক পান্ডিয়ার যে আচরণে 'নাটক' খুঁজে পান অনেকে। দলের চলতি ব্যর্থতার পর কী-ই বা করার আছে? ইডেন গার্ডেন্সে ১৫৮ রানের সহজ টার্গেটেও লক্ষ্যভ্রষ্ট মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। জেতার সুযোগ মাঠে ফেলে আসার হতাশা কুরে-কুরে খাচ্ছে। অসন্তোষ বাড়ছে ব্যাটারদের চলতি ফর্ম নিয়েও।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে শনিবার হারের পর হার্দিকের নিশানা ব্যাটাররা। মূল লক্ষ্য যে রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদবরা-ঘুরিয়ে তা বলেও দিলেন। 'দলের মূল শক্তি ছিল ব্যাটিং। যদিও আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। এদিন ভালো শুরুর সুবিধা ধরে রাখতে পারিনি আমরা। রানের গতি বজায় রাখতে না পারার খেসারত দিতে হয়েছে,' যুক্তি হার্দিকের।

বৃষ্টি-পরিস্থিতির প্রভাব পিচে পড়েছিল। হার্দিকের মতে, কিছুটা ভিজে ভাবও ছিল উইকেটে। ফলে কিছু বল পড়ে থমকে আসছিল। প্রয়োজন ছিল পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং করা। রানরেট বজায় রেখে ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যদিও ব্যাটিংয়ে উলটো ছবি।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো চল্লিশের পরও ১৫৭-র লক্ষ্যের আগেই থমকে যাওয়া। বীরেন্দ্র শেহবাগ দায়ী করছেন রোহিতের (২৪ বলে ১৯) নড়বড়ে ব্যাটিংকে। প্রাক্তন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক যদি একটু স্বতঃস্ফূর্ততা দেখাতে পারত, তাহলে পাওয়ার প্লেতেই ম্যাচের ভবিতব্য হয়তো ঠিক হয়ে যেত।

বোলিং নিয়ে হার্দিকের অবশ্য কোনও অভিযোগ নেই। জসপ্রীত বুমরাহ, পীযূষ চাওলারা ১৬ ওভারের বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার পিছু দশের কমে আটকে রাখে প্রতিপক্ষকে। হার্দিকের দাবি, বোলাররা ভালো করেছে। বাউন্ডারি লাইনে গেলেই বল বারবার ভিজে যাচ্ছিল। তারপরও নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নিয়মিত উইকেট তুলে নিয়েছে।

> দলের মূল শক্তি ছিল ব্যাটিং। যদিও আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। এদিন ভালো শুরুর সুবিধা ধরে রাখতে পারিনি আমরা। রানের গতি বজায় রাখতে না পারার খেসারত দিতে হয়েছে।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**

১৭ মে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে। ব্যর্থ লিগে শেষটা জয়ের মেজাজে করার ইচ্ছের কথা শোনা গেল মুম্বই অধিনায়কের গলায়। শেষ ম্যাচটা উপভোগ করতে চান। প্রথম থেকে এটাই লক্ষ্য ছিল। যদিও এবারের আইপিএল-সাফারি একেবারেই উপভোগ্য হয়নি। হার্দিকও মেনে নিচ্ছেন, ভালো ক্রিকেট, নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারার প্রতিফলন ঘটেছে বাইশ গজে।

মুম্বই স্পিন ব্রিগেডের মূল অস্ত্র পীযূষ আবার আইপিএল কেরিয়ার নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিলেন। ইডেন ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের কাছে পরামর্শ চেয়ে মজার সুরে বছর পঁয়ত্রিশের পীযূষ বলেছেন, 'আপনারাই বলুন, এখন যেরকম বোলিং করছে, তা ধরে রাখলে কী আপনারা খেলার অনুমতি দেবেন? যাইহোক আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে।'

নাইটদের কাছে হারের জন্য বরুণ চক্রবর্তী-সুনীল নারায়ণের স্পিন যুগলবন্দিকেই দায়ী করলেন। পীযূষের মতে, ভালো শুরুর পরও মোমেন্টামটা নষ্ট হয়ে যায় বরুণদের করা কয়েক ওভারে। টি২০ ফরম্যাটে কয়েক ওভারে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। ইডেনে মুম্বই-নাইট দ্বৈরথে সেটাই ঘটেছে।

রোহিত শর্মার ক্যাচ ধরে উচ্ছ্বাস সুনীল নারায়ণের। শনিবার।

সাংবাদিকদের 'মত' চাইলেন পীযূষ!

চিপকে জয়ের পর সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা সিএসকে শিবিরের।

হারের হ্যাটট্রিকে চিন্তায় সঞ্জুরা

রাজস্থান রয়্যালস-১৪১/৫
চেন্নাই সুপার কিংস-১৪৫/৫

চেন্নাই, ১২ মে : ৯ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট।

প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে পা রাখা ছিল সময়ের অপেক্ষা। যদিও ১২ ম্যাচ শেষেও ঘোলোকলা পূরণ হয়নি রাজস্থান রয়্যালসের। পরপর তিন ম্যাচ হেরে খাতায় কলমে প্লে-অফের টিকিটের অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালসের পর আজ চেন্নাই সুপার কিংস। হারের হ্যাটট্রিকে আশঙ্কার মেঘ গোলাপি শিবিরে। লিগ টেবিলে এখনও দ্বিতীয় স্থানে। হাতে আরও দুটো ম্যাচ পাঞ্জাব কিংস (১৫ মে) ও কলকাতা নাইট রাইডার্স (১৯ মে)। একটা জিতলেই লক্ষ্যপূরণ।

তবে কুমার সাঙ্গাকারা-সঞ্জু স্যামসনদের চিন্তা বাড়াচ্ছে দলের হঠাৎ ছন্দপতন, ব্যাটিং ব্যর্থতা। বিস্ফোরক ব্যাটিং ব্রিগেড নিয়েও চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ১৪১/৫ স্কোরে আটকে যায় রাজস্থান। জবাবে ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে শেষ চারের আশা বাঁচিয়ে রাখল সুপার কিংস (১৩ ম্যাচে ১৪, তিন নম্বরে)। ১৮ তারিখ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে (চিন্নাস্বামীতে) 'মাস্ট উইন গেম' মহেন্দ্র সিং ধোনিদের।

ম্যাচ শেষে রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের মুখে উইকেটের সমালোচনা। দাবি, মন্থর ও টু-পেসড উইকেট। প্রত্যাশার চেয়ে বাউন্সও কম। তারপরও অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছেন ব্যাটিংই ডুবিয়েছে। মন্থর পিচ হলেও ১৭০ রান আশা করেছিলেন। ২০-২৫ রান কম হয়েছে। আশাবাদী, পরের ম্যাচে আর খালি হাতে ফিরবেন না।

টসে জিতে রাজস্থান প্রথমে ব্যাটিং নেয়। দিনের ম্যাচ। শিশির ফ্যাক্টর নেই। মুস্তাফিজুর রহমান, মাথিশা পাথিরানা, দীপক চাহারহীন চেন্নাই বোলিংয়ের সুযোগ নিয়ে বড় স্কোর লক্ষ্য। অথচ, আগাগোড়া ম্যাচ গড়াল উলটো পথে। ওপেনিং জুটিতে ৪৩ রান যোগ করেন যশস্বী জয়সওয়াল (২৪), জোশ বাটলার (২১)।

কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে (৪২ রান) ঝড় তোলার লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তুষার দেশপান্ডে (৩০/২), সিমরজিৎ সিংরা (২৬/৩) নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে নিয়ে সারাক্ষণ চাপে রাখে রাজস্থানকে। নিটফল, সঞ্জু (১৫), ধ্রুব জুরেল (২৮) রান পেলেও ইনিংসের গতি বাড়াতে ব্যর্থ। কিছুটা ব্যতিক্রম রিয়ান পরাগ (৪৭)।

১৪১/৫-এ রাজস্থানকে আটকে জয়ের ভিত তৈরি করে দেন বোলাররা। রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা (অপরাজিত ৪২) বাকি কাজটা সারতে ভুলচুক করেননি। রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৩৫/২), যুযবেন্দ্র চাহালরা (২২/১) মন্থর পিচে ফায়দা তোলার চেষ্টা চালালেও শেষরক্ষা হয়নি রাজস্থানের। রাচিন রবীন্দ্র (২৭), ড্যারিল মিচেলদের (২২) ছোট ইনিংসগুলিই যথেষ্ট ছিল ১৪২-এর টার্গেট পেরোতে। তবে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'-এ রবীন্দ্র জাদেজার আউট কিছুটা দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। ১৬তম ওভারে আবেশ খানের বল থার্ডম্যানে ঠেলে দুই রান নিতে যান জাদেজা। কিন্তু দ্বিতীয় রান সম্পূর্ণ করার আগেই সঞ্জু নন স্ট্রাইকার এন্ডে বল ছোড়েন। যা জাদেজার পিঠ দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করলে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' নিয়মে তাঁকে আউট দেন আম্পায়ার। আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এভাবে আউট হলেন জাদেজা।

ড্যারিল মিচেল পরে বলেন, 'মন্থর উইকেটে ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করতে পেরে ভালো লাগছে। ১৪১ রানে ওদের আটকে রাখতে পারা দুর্দান্ত। পাওয়ার প্লেতে যেভাবে বোলিং করেছি আমরা, সেটাই চাপ তৈরি করেছিল। মাঝের ওভারে স্পিনাররাও খুব ভালো বল করল।'

অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট জাদেজা

টসহীন সিকে নাইডু!

দুই পর্বে রনজি ট্রফির ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১২ মে : ঘরোয়া ক্রিকেটে বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। দুই পর্বে রনজি ট্রফি করার পাশাপাশি সিকে নাইডু ট্রফিতে টস বাতিলের বৈপ্লবিক ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

সূত্রের খবর, ২০২৪-'২৫ মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেট ক্যালেন্ডার নতুন করে সাজানোর প্রস্তাব বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে সিনিয়ার দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকার, এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণদের সঙ্গে।

একঝাঁক নতুন প্রস্তাবের মধ্যে সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফির আগে এবং পরে, দুই পর্বে রনজি ট্রফি আয়োজন রয়েছে। আবহাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা এবং টানা ম্যাচের ধকল কমাতেই এই উদ্যোগ। নির্দিষ্ট সময়ে থাকছে ইরানি ট্রফি, দলীপ ট্রফিও। বিবেচনায় টস ছাড়া সিকে নাইডু ট্রফির আয়োজন। ক্রিকেটে টস অন্যতম ফ্যাক্টর। যদিও পিচ নিয়ে নিরপেক্ষতা বাড়াতেই এই অভিনব ভাবনা। এক্ষেত্রে অ্যাওয়ে টিম সিদ্ধান্ত নেবে তারা আগে ব্যাটিং না বোলিং নেবে।

অলিম্পিকে আমন

ইস্তানবুল, ১২ মে : ভারতীয় কুস্তির জন্য সুখবর। ইস্তানবুলে চলা ওয়ার্ল্ড কোয়ালিফায়ার্সের সেমিফাইনালে কোরিয়ার চংসং হানকে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় পুরুষ কুস্তিগির হিসাবে প্যারিস অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেলেন আমন সেহরাওয়াত। আমনের পাশাপাশি ৫৭ কেজি বিভাগে রবি দাহিয়ার থেকেও একই প্রত্যাশা ছিল।

কিন্তু টোকিও অলিম্পিকে এই রুপোজয়ী কুস্তিগির প্রথম রাউন্ডেই হতাশাজনকভাবে হারেন। অনূর্ধ্ব-২৩ বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ২০ বছর বয়সি আমন সিনিয়ার স্তরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছেন।

রামনদীপের জরিমানা, আহমেদাবাদে নাইটরা

গুজরাটের দখল চান শ্রেয়সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : প্লে-অফ নিশ্চিত। এবার লিগ টেবিলের প্রথম দুইয়ের মধ্যে থাকা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ।

সেই লক্ষ্যপূরণে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে এবার গুজরাট টাইটান্স। গতকাল রাতে ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করার পর আজ বিকেলে কলকাতা থেকে আহমেদাবাদ পৌঁছে গেলেন নাইটরা। আগামীকাল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে নাইটদের অন্দরের আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের উচ্চতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে শুরু হয়েছে তিন নম্বর আইপিএল ট্রফির প্রত্যাশাও। রাত প্রায় দেড়টার সময় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের সহ অধিনায়ক নীতীশ রানাও উসকে দিয়েছেন ট্রফি জয়ের স্বপ্ন। বাংলার সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। আশা করছি, নিরাশ করব না।'

থ্যাংক ইউ কলকাতা!

ব্যানার হাতে রাতের ইডেন প্রদক্ষিণ করেন শ্রেয়স আইয়াররা। দলের মালিক শাহরুখ খান গতকাল রাতের ইডেনে ছিলেন না। তবে নাইটদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ছিলেন জুহি চাওলা, শাহরুখ-কন্যা সুহানা ও অনন্যা পান্ডেরা। হার্দিক পান্ডিয়াদের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর গভীর রাতের নাইট সাজঘরে হাজির হয়ে জুহিরা শ্রেয়সদের আগামীর উৎসাহ দিয়েছেন। রাত প্রায় দুটোর সময় ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলে গেলেন, 'আমাদের দলের এই ছন্দ বজায় থাকলে ২৬ মে চেন্নাইয়ে ফাইনালে দেখা হচ্ছে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দিন।' দলের সহ অধিনায়ক নীতীশও এমনই স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন। গতকাল রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'ইডেনে সানরাইজার্স ম্যাচে চোট পেয়েছিলাম। তারপর মুম্বই ম্যাচে প্রত্যাবর্তন হল। ম্যাচের আগের রাতে ঘুমোতেই পারিনি। কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচ খেলার আগের মতো টেনশন হচ্ছিল। তবে মাঠে নামার পর টেনশন কেটে যায়। এখন আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।'

চরৈবেতির লক্ষ্য নিয়েই আগামীকাল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুভমানের গুজরাটের বিরুদ্ধে নামছে কেকেআর। হার্দিক পান্ডিয়া গুজরাট ছেড়ে যাওয়ার পর শুভমানের নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি গুজরাট। ১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে কার্যত বিদায়ের মুখে গুজরাট। উপরি হিসেবে দলের ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহার চোট রয়েছে। কালকের ম্যাচেও তিনি অনিশ্চিত বলে খবর। যদিও শেষ ম্যাচে অধিনায়ক শুভমান ও বি সাই সুদর্শনের ওপেনিং জুটি দলকে বড় জয় এনে দিয়েছিল। বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণের রহস্য স্পিন শক্তিতে চনমনে নাইটরা অবশ্য শুভমানদের ফর্ম নিয়ে বেশি ভাবতে রাজি নন। দলের সহ অধিনায়ক নীতীশের কথায়, 'শেষ মরশুমের সঙ্গে চলতি মরশুমের বিস্তর ফারাক। গতবার অনেক সিদ্ধান্ত কাজে আসেনি আমাদের। এবার দল হিসেবে সাফল্যের সরণিতে রয়েছি আমরা। বিপক্ষ নিয়ে বেশি না ভেবে নিজেদের শক্তি, দুর্বলতার উপর কাজ করেই সামনে তাকাতে চাই আমরা।'

১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলার পর নাইটদের অন্দরে দুশ্চিন্তার মেঘ রয়েছে। দুশ্চিন্তা নম্বর এক, মিচেল স্টার্ক। ২৪.৭৫ কোটির জোরে বোলারকে গতকাল রাতের ইডেনে এক ওভারের বেশি বল করানো সম্ভব হয়নি। দুই, জাতীয় দলের স্বার্থে নাইটদের ইংরেজ ওপেনার ফিল সল্টকে ফিরতেই হবে দেশে। হয়তো কালকের গুজরাট ম্যাচে তাঁর পরিবর্তে রহমানুল্লাহ গুরবাজকে দেখা যেতে পারে। সল্ট-নারায়ণের জুটি ভাঙলে দলের পারফরমেন্সে কতটা প্রভাব পড়ে, সেটাই দেখার। তিন, নাইটদের অন্যতম 'এক্স' ফ্যাক্টর হিসেবে এবার দেখা যাচ্ছে রামনদীপ সিংকে। দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ের পাশে নিয়ম করে সব ম্যাচে ডেথ ওভারে দলকে ব্যাট হাতে ভরসাও দিচ্ছেন তিনি। এহেন রামনদীপ গতকাল রাতে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে জরিমানার কবলে পড়েছেন।

সাফল্যের তূরীয় মেজাজে থাকা শ্রেয়সরা অবশ্য এসব বিষয়কে তেমন পাত্তাই দিতে চাইছেন না আর।

ইডেন গার্ডেন্সে মরশুমের শেষ ম্যাচ খেলার পর মাঠ পরিক্রমায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটাররা। - ডি মণ্ডল

আইপিএলে আজ

গুজরাট টাইটান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

স্থান : আহমেদাবাদ
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

'স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে পারিনি'

প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে হেরে স্বীকারোক্তি কার্লসেনের

জিতে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ সুপারবেট দাবায় ৩ নম্বরে উঠে এসেছেন।

ওয়ারশ (পোল্যান্ড), ১২ মে : পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনের ওপর রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের দাপট বজায় রইল। পোল্যান্ডের ওয়ারশে চলা সুপারবেট র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ দাবা প্রতিযোগিতার ১১তম রাউন্ডে ৬৯ চালের ম্যাচে কার্লসেনকে কেরিয়ারে চতুর্থবার হারালেন ১৮ বছরের ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার প্রজ্ঞানানন্দ।

১১তম রাউন্ডে হারের পর হতাশ কার্লসেন জানান, শেষপর্যন্ত স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে না পারার খেসারত দিতে হল তাঁকে। নরওয়ের কিংবদন্তি দাবাড়ুর কথায়, 'দিনটা আমার ছিল না। শুরুটা ভালোই করেছিলাম। কিন্তু পরের দিকে মনে হল যেন আমার স্নায়ুতন্ত্র ভেঙে পড়ছে। চাপ অনুভব করা শুরু হওয়ার পরই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাই। পরেরদিন আমায় সব ম্যাচই জিততে হবে। কিন্তু ওয়েই যদি তাঁর ম্যাচগুলি জেতেন, সেক্ষেত্রে আর কিছু করার থাকবে না।'

এই হারের জেরে চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা খেলেন নরওয়ের কিংবদন্তি। ২০.৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতার শীর্ষে রয়েছেন চিনের ওয়েই ই। তাঁর থেকে ২.৫ পয়েন্টের বিরাট ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে কার্লসেন। ১৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে প্রজ্ঞা। ৯.৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সবার নীচে দশম স্থানে রয়েছেন সদ্য ক্যান্ডিডেটস চ্যাম্পিয়ন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ।

> দিনটা আমার ছিল না। শুরুটা ভালোই করেছিলাম। কিন্তু পরের দিকে মনে হল যেন আমার স্নায়ুতন্ত্র ভেঙে পড়ছে। চাপ অনুভব করা শুরু হওয়ার পরই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাই। পরেরদিন আমায় সব ম্যাচই জিততে হবে।
>
> **ম্যাগনাস কার্লসেন**

অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড নিয়মে আউট হয়ে হতাশ রবীন্দ্র জাদেজা।

'ফল নিয়ে না ভেবে ক্রিকেট উপভোগ কর'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : তিনি মাঠে ছিলেন না। কলকাতা থেকে অনেক দূরে থেকেও তিনি দলের সঙ্গেই ছিলেন!

শ্রেয়স আইয়ার, আন্দ্রে রাসেল, রিঙ্কু সিংদের সঙ্গে তিনি শাহরুখ খান ঠিক কতটা জড়িয়ে, ক্রিকেটারদের প্রতি বড় দাদার মতো তিনি কতটা দায়িত্বশীল, আজ ফের তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বিকেলে আহমেদাবাদে পৌঁছানোর পর রাতের দিকে নাইটদের অন্দরমহল থেকে জানা গিয়েছে, ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করার পর দলের কর্ণধার বাজিগরের ভিডিও বার্তা এসেছে। দলের উদ্দেশ্যে একটি ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন কিং খান। সেখানে তিনি তাঁর নাইটদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'প্লে-অফ নিশ্চিত করার জন্য তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন। এভাবেই এগিয়ে যাও। বাইশ গজের লড়াই উপভোগ কর। ফল নিয়ে ভেবো না।'

বাজিগরের ভিডিও বার্তা

দিন কয়েক আগেই লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে তাঁর দলের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের সমস্যার বিষয়টি সামনে এসেছিল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে হারের পর মাঠের ধারেই গোয়েঙ্কা তাঁর অধিনায়ক রাহুলকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। যা নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে। তার মধ্যেই আজ আর এক ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের আবেগঘন বার্তা দুনিয়ার দরবারে আসতেই বলা শুরু হয়েছে, দলের মালিকের তো এভাবেই ক্রিকেটারদের পাশে থাকা উচিত। ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়া খুব প্রয়োজন। লখনউয়ের অন্দরে আরও কী নাটক চলছে, সময় বলবে। তবে নাইটদের অন্দরমহল এখন আদ্যন্ত সুখী পরিবার। বাজিগর সেই পরিবারের বড় কর্তা হিসেবে তাঁর দলকে বলেছেন, 'চলতি আইপিএল মরশুমজুড়েই তোমরা দারুণ ক্রিকেট খেলেছ। এখনও কয়েকটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। বাকি থাকা সেই ম্যাচগুলিতেও একইভাবে নিজেদের মেলে ধর। আবার বলছি, খেলার ফল নিয়ে ভেবো না। সেটা তোমাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নেই। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেও।'

আপুইয়াকে নিতে তৎপরতা একাধিক ক্লাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : আপুইয়া রালতেকে নিয়ে দলবদলের বাজারে আলোচনা ক্রমশ বাড়ছে। তবে ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার, ট্রান্সফার ফি-র সঙ্গে তাঁর বেতনের অঙ্ক দিয়ে যে বিশাল পরিমাণ অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে তাতে ইস্টবেঙ্গল তাঁকে নেওয়ার দৌড় থেকে প্রায় ছিটকে যাওয়ার পথে।

তবে এবার কোনও দলই দলবদলের বাজারে হাঁকপাঁক করে বাড়তি তৎপরতা দেখাতে রাজি নয়। বরং নিজেদের মূল দলটাকে ধরে রেখে কিছু অদলবদলে আগ্রহী বেশিরভাগ ক্লাব। যদিও ধীরে ধীরে দল গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো এবার লিগের মাঝামাঝি থাকা দলগুলি। এছাড়া কিছুটা হলেও দল ভাঙছে মুম্বই সিটি এফসি-র। আগেই বিদায় নিয়েছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও ইকের গুয়েরটাক্সিনা। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বেঙ্গালুরু এফসি-তে যোগ দিলেন জোরগে পেরেরা দিয়াজ ও আলবার্তো নগুয়েরাও। তবে শেষপর্যন্ত মুম্বইতে থাকছেন তিরি। কোচ হিসাবে পিটার ক্রেটকির চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিরিকেও নতুনকরে চুক্তিপত্র দিয়েছে সিটি গ্রুপের এই ক্লাব। তবে এবার তাঁদের মাঝমাঠের অন্যতম

সেরা ভারতীয় ফুটবলার আপুইয়াকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে কলকাতার দুই বড় ক্লাব। প্রথমে ইস্টবেঙ্গল আগ্রহ দেখালেও এখন দৌড়ে এগিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যদিও কথাবার্তার স্তরেই রয়েছে সবটা। এখনও চুক্তি হওয়ার জায়গায় আসেনি। আগে জিকশন সিংয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হলেও মনে করা হচ্ছে, আপুইয়াকে পেলে আর জিকশনকে হয়তো নেবে না মোহনবাগান। রালতেকে নিতে হলে বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিতে হবে। সঙ্গে তাঁর চুক্তির টাকা। সবমিলিয়ে অঙ্কটা বিশাল। তবে সেই অঙ্ক দিয়েও তাঁকে নিতে আগ্রহী মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। মাঝমাঠে এছাড়াও অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি ও সাহাল আব্দুল সামাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তাদের।

এদিকে, জামশেদপুর এফসি-র বহুদিনের গোলরক্ষক টিপি রেহনেশের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছে মুম্বই সিটি। বিপিন সিং নিজে ওডিশা এফসি-তে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। তবে মুম্বইয়ের সঙ্গে ওডিশার ট্রান্সফার ডিলের উপর গোটা বিষয়টি নির্ভর করছে। তাঁর বিষয়টি ঝুলে থাকলেও বেঙ্গালুরু থেকে রোহিত কুমারের ওডিশায় যোগ দেওয়া পাকা। বাঙালি স্ট্রাইকার রহিম আলিকে তিন বছরের চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে পাঞ্জাব এফসি। তাঁকে অবশ্য রেখে দিতে চায় চেন্নাইয়ান এফসি-ও। এখন দেখার রহিম নিজে কী সিদ্ধান্ত নেন।

টানা পঞ্চম জয়ে বেঁচে বিরাটরা

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৮৭/৯
দিল্লি ক্যাপিটালস- ১৪০

বিরাট কোহলিকে আউট করে পথ আগলে রসিকতা ইশান্ত শর্মার।

বেঙ্গালুরু, ১২ মে : চলতি আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে এখন প্রতিদিনই বাঁচার লড়াই। দিল্লি ক্যাপিটালসকে ৪৭ রানে হারিয়ে টানা পঞ্চম জয়ে প্লে-অফের দৌড়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখল আরসিবি। ব্যাট হাতে রজত পাতিদার (৩২ বলে ৫২) ও বোলিংয়ে যশ দয়াল (২০/৩) রবিবার তাদের জয়ের কারিগর।

গত চার ম্যাচে আরসিবি-কে তাদের জার্সির মতোই রঙিন দেখিয়েছে। যার একটা বড় কারণ বিরাট কোহলির ফর্ম। এদিন ঋষভ পন্থহীন দিল্লির বিরুদ্ধেও শুরুটা রাজার মেজাজে করেছিলেন কোহলি। তিনটি ছক্কায় দ্রুত ২৭ রানে পৌঁছে যান তিনি। কিন্তু সমর্থকদের প্রত্যাশায় জল ঢেলে বিরাট শো হিট হয়নি। চতুর্থ ওভারে বিরাটকে ফিরিয়ে দেন ইশান্ত শর্মা (৩১/১)। অথচ ওভারের শুরুটা ছয়, চারে করেছিলেন বিরাট।

কোহলির আগেই ফিরে যান আরসিবি অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি (৬)। ৩৬/২ হয়ে যাওয়ার পর খেলা ধরেন পাতিদার (৩২ বলে ৫২)। পাশে পেয়ে যান উইল জ্যাকসকে (২৯ বলে ৪১)। তাঁদের ৫৩ বলে ৮৮ রানের জুটি আরসিবি-র বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অফফর্মের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন পাতিদার। আইপিএলের শুরুর দিকটাও ভালো যায়নি তাঁর। পাতিদারকে দলে রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রাক্তনরা। কিন্তু মেগা লিগের শেষ পর্বে নিজেকে ক্রমশ মেলে ধরছেন পাতিদার। গত ম্যাচেও অর্ধশতরান করেছিলেন। এদিনও তিনি নির্ভরতা দিলেন। পঞ্চম ওভারে মুকেশ কুমারকে (২৩/১) তিনটি চার মেরে হাত খোলেন পাতিদার। রসিক সালামের (২৩/২) বলে ফেরার আগে তিনি সবচেয়ে বেশি নির্দয় ছিলেন কুলদীপ যাদবের (৫২/১) উপর। শেষদিকে ক্যামেরন গ্রিন (অপরাজিত ৩২) আরসিবি-কে ১৮৭/৯ স্কোরে পৌঁছে দেন। দুই উইকেট পেয়েছেন খলিল আহমেদ।

রানতাড়ায় নামার পর ৩০/৪ স্কোরে শুরুতেই কোণঠাসা হয়ে যায় দিল্লি। যে ধাক্কা তারা আর সামাল দিতে পারেনি। ১৯.১ ওভারে দিল্লি ১৪০ রানে অল আউট হয়। অক্ষর প্যাটেল (৫৭) ও কিছুটা শাই হোপ (২৯) ছাড়া তাদের কেউই লড়াই করতে পারেননি। বেশ কয়েক ম্যাচ পর ফেরা ডেভিড ওয়ার্নার আউট হন ১ রানে। অভিষেক পোড়েল করেছেন ২ রান।

মাতৃদিবসে আবেগ সুনীল-রহিমদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : প্রতিদিন শুরু ও শেষ হয় মাকে ঘিরে। তবু এদিনটা বিশেষ। যেন মনে করিয়ে দেওয়া, রোজ মায়ের নিরলস পরিশ্রমের ফসল সন্তানদের বড় হয়ে ওঠা। তাই এই বিশেষ দিনে, মাতৃ দিবসে নিজের নিজের মাকে মনে করে জাতীয় শিবিরে থাকা ফুটবলাররাও আবেগপ্রবণ।

এদিন মূলত ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে অভিনব বিন্দ্রা স্পোর্টস সায়েন্স সেন্টারে ফিটনেস টেস্ট হল শিবিরে যোগ দেওয়া ফুটবলারদের। খবর, পায়ে ব্যথা অনুভব করছেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ। তাই শনিবারের অনুশীলন ও

ফিটনেস টেস্ট জাতীয় শিবিরে

এদিনের ফিটনেস টেস্টে তিনি অনুপস্থিত। বাকিদের দেখা গিয়েছে, ইগর স্টিমাকের তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষা দিতে। এদিনের মাদার্স ডে-তে নিজের নিজের মায়ের থেকে দূরে থেকেও সুরেশ সিং ওয়াংজাম, রহিম আলিদের মুখে তাঁদের জীবনের সেরা নারীর কথা। সুনীল ছেত্রীও নিজের সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'প্রতিদিনের সব কাজ করার পরে আমি চাইতাম আমার মা আমার সঙ্গে মাঠে খেলুক। পেনাল্টি শটে মাকে দাঁড় করাতাম বারের নীচে। আবার আমি অনুশীলন সেরে ফিরে এসে স্নান করতে করতেই মা আমার প্রিয় খাবার বানিয়ে টেবিলে রেখে দিত। এখন আমার স্ত্রীকে দেখি ছেলের জন্য এই একইরকমভাবে প্রতিদিন ম্যাজিকের মতো সবকিছু করে ফেলতে।' সুরেশ বলেছেন, 'মায়ের সঙ্গে তো বহু মুহূর্তই আছে। কিন্তু আমি অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলার সময়ে আমার মা দিল্লিতে খেলা দেখতে আসে। মায়ের সঙ্গে সেটাই আমার সেরা মুহূর্ত। তখন আমার বয়স মাত্র ১৭ বছর।' রহিমের মা যেমন মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখতে আসেন। সেবার আই লিগে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের হয়ে সঞ্জয় সেনের দলের বিরুদ্ধে গোল করে পরিচিতি পান রহিম। তিনিই বলেছেন, 'মা সেবার প্রথম খেলা দেখতে আসে আমার। আর আমি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করি। সেটা ক্লাব ফুটবলে আমার প্রথম বছর। এর থেকে ভালো মুহূর্ত আর কী হতে পারে!' এবার আই লিগে মহমেডানের হয়ে নজরকাড়া

মা ও স্ত্রীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন সুনীল ছেত্রী।

ডেভিড লালহালানসাঙ্গার কাছে আবার এবারের গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে ম্যাচটা স্মরণীয়। বলেছেন, 'ওই ম্যাচে যে আমার মা এসেছিল খেলা দেখতে।'

মায়ের সম্পর্কে বলার সময়ে অনেকেরই চোখে জল। বোঝা যায়, সারা বছর নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকা তারকারাও বড়ই অভাববোধ করেন যাঁর, তিনি হলেন মা।

ভার্ডিওল বিশ্বের সেরা : গুয়ার্দিওলা

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ মে : রবিবার ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল আর্সেনাল। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ২০ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। কাই হাভার্জের অ্যাসিস্ট থেকে তিনি গোলটি করেছেন।

শীর্ষে ফিরল আর্সেনাল

ফুলহামের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ৪-০ জয়ের পরই প্রিমিয়ার লিগ খেতাবের দৌড় থেকে ছিটকে যায় লিভারপুল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই এবার আর্সেনাল এবং সিটির মধ্যে। গতকালের জয়ের পর সিটির পয়েন্ট ৩৬ ম্যাচে ৮৫। তাদের থেকে এক ম্যাচ বেশি খেলে আর্সেনাল পেয়েছে ৮৬ পয়েন্ট। আর্তেতার দলকে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে জিততে হবে বাকি এক ম্যাচ এবং তাকিয়ে থাকতে হবে সিটির ফলাফলের দিকে। অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের এদিনের হারে ইউরোপিয়ান ফুটবলে আগামী মরশুমে খেলার রাস্তা আরও সংকুচিত হল। ৩৬ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে আট নম্বরে।

পরপর চারবার প্রিমিয়ার লিগ জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো পেপ গুয়ার্দিওলা তরুণ জসকো ভার্ডিওলকে 'বিশ্বের সেরা' উইঙ্গারের তকমা দিচ্ছেন। যাঁকে ৯০ মিলিয়ন ইউরোতে সিটিতে এনেছেন তিনি। পেপের মতে, 'ভার্ডিওলের দুই পা সমান সচল। অত্যন্ত পেশাদার মানসিকতার। আমরা বিশ্বের সেরা উইঙ্গারকেই দলে নিয়েছি। আগামী বেশ কয়েক বছর দলের সম্পদ হতে চলেছে।'

স্মরণে

স্বর্গীয়া কল্যাণী সান্যাল

(স্বামী স্বর্গীয় ভবানী প্রসাদ সান্যাল)

নয়নসমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

১৪ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমার আত্মার শান্তি কামনায়
শোকাহত পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনিগণ
ও সান্যাল পরিবারবর্গ, ক্যালকাটা ক্যাটারার্স, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম
ফুড প্লাজা, ক্যালকাটা হোমিও ডিস্ট্রিবিউটার, স্বাদ রেস্টুরেন্টের কর্মীবৃন্দ।

প্রীমা সরণী, পাইপ লাইন, নবগ্রাম, শিলিগুড়ি
M: 94340-50635, 9434328367, 98320-60635

আইপিএলের মাঝে সরে দাঁড়ালে

বিদেশিদের 'শাস্তির' প্রস্তাব গাভাসকারের

মুম্বই, ১২ মে : আইপিএলের মাঝপথে দলকে সমস্যায় ফেলে চলে যাওয়া। কখনও দেশের প্রয়োজন, কখনও বা ব্যক্তিগত কারণ। যা নিয়ে বোর্ডকে নতুন প্রস্তাব দিলেন সুনীল গাভাসকার। দাবি করলেন, যেসব বিদেশিরা লিগের মাঝপথে আইপিএল থেকে সরে যাবেন, তাদের থেকে চুক্তির একটা অংশ কেটে নেওয়া উচিত।

বিশ্বকাপের বছর। জাতীয় দলের সঙ্গে প্রস্তুতির জন্য প্লে-অফ না খেলে জোশ বাটলার সহ ইংল্যান্ডের একঝাঁক ক্রিকেটার দেশে ফিরতে চাইছে। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট গাভাসকার। প্রাক্তনের দাবি, বাটলার, ফিল সল্ট, জনি বেয়ারস্টোদের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন দল। পুরো লিগ খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এভাবে সরে গেলে সমস্যায় পড়বে সংশ্লিষ্ট দলগুলি।

গাভাসকারের যুক্তি, আইপিএলের পরিবর্তে যাঁরা নিলামের আগেই দেশকে বেছে নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিন্তু যেসব খেলোয়াড় গোটা আইপিএলে খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরে দাঁড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জরুরি। পুরো লিগে পাওয়া যাবে বলে মোটা অঙ্ক দিয়ে ওদের নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। সেক্ষেত্রে চুক্তির অর্থ কেটে নেওয়া উচিত। প্লেয়ারদের জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে প্রদেয় ১০ শতাংশ কমিশনও দেওয়া উচিত নয়।

লা লিগা খেতাব নিয়ে উচ্ছ্বসিত রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

বড় জয় রিয়ালের, হার ডর্টমুন্ডের

গ্রানাডা ও মেইঞ্জ, ১২ মে : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। তার আগে দুই ফাইনালিস্ট রিয়াল মাদ্রিদ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড শিবিরে দুইরকমের মেজাজ। শনিবার গভীর রাতে একদিকে গ্রানাডাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে লা লিগায় ২৮ ম্যাচ অপরাজিত রইল লিগ চ্যাম্পিয়নরা। অন্যদিকে, বুন্দেশলিগায় এফএসভি মেইঞ্জের কাছে ০-৩ গোলে হেরে ছন্দপতন ডর্টমুন্ডের।

মাদ্রিদের হয়ে জোড়া গোল করেন ব্রাহিম দিয়াজ। বাকি গোলগুলি ফ্রান গার্সিয়া ও আরদা গুলেরের করা। অন্যদিকে, ডর্টমুন্ডের হারে মেইঞ্জের হয়ে জোড়া গোল লি জাই সাংয়ের। অন্য গোলটি করেন লিয়ান্দ্রো বারেইরো। ১৫ মে আলভেজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে রিয়াল। সেদিনই লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সেলিব্রেশন করার কথা। অন্যদিকে, মহারণের আগে ১৮ মে ড্রামস্টাটের বিরুদ্ধে ছন্দ ফিরে পাওয়ার একমাত্র সুযোগ ডর্টমুন্ডের কাছে। এদিন দুই পক্ষের নিয়মিত ফুটবলারদের অধিকাংশকেই বিশ্রাম দেওয়া হয়।

দল জিতলেও ক্ষুব্ধ মেসি

ওয়াশিংটন, ১২ মে : দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও ২-৩ ফলে জয় ছিনিয়ে এনেছে ইন্টার মায়ামি। দল জিতলেও খুশি নন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। দলের পারফরমেন্সে নয়, বরং তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মেজর সকার লিগের নতুন নিয়ম নিয়ে। এই নিয়মে বলা হয়েছে, কোনও খেলোয়াড় চোট পাওয়ার পর যদি তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করতে ১৫ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে, তাহলে ওই খেলোয়াড়কে দুই মিনিট মাঠের বাইরে থাকতে হবে। এদিন মন্ট্রিয়লের বিরুদ্ধে ৪৩ মিনিটে মেসিকে ফাউল করার পর প্রাথমিক চিকিৎসা করতে ১৫ সেকেন্ডের বেশি সময় লেগেছিল। ওই সময় ইন্টার মায়ামি ফ্রি-কিক পেলেও মেসিকে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। অবশ্য ওই ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন ম্যাথিয়াস রোজার্স। এই নিয়ে ম্যাচের পর মেসি বলেছেন, 'এই ধরনের নিয়ম মানা যায় না।' এদিন ম্যাচের ৩০ মিনিটের মধ্যে মন্ট্রিয়ল ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মায়ামিকে সমতায় ফেরান ম্যাথিয়াস রোজার্স ও লুইস সুয়ারেজ। পরে মায়ামির হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন বেঞ্জামিন ক্রোমাসাচি।

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com